হাওরের চালচিত্র

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

হাওরের চলচ্চিত্র

[১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত
Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF
শীর্ষক সেমিনার ও ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত
'হাওর সম্মেলন ২০১৮'-এর কার্যবিবরণী]

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

হাওরের চালচিত্র

সেমিনার : Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF । ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

হাওর সম্মেলন ২০১৮ । সুনামগঞ্জ, ১৮ মার্চ ২০১৮

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৮

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

উপদেশক
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ
একিউএম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা পরিষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মোস্তাফিজুর রহমান
মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ
আরাফাত রায়হান
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

[এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত হাওর এলাকার ছবিসমূহ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত]

মুদ্রক
লেজার স্ক্যান লিঃ
১৯৩/১-এ, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

হাওরের অপার অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি বর্ষপঞ্জির শোভা বর্ধন করে। সেই শোভায় নান্দনিক হয়ে ওঠে কত শত নাগরিক গৃহকোণ। সচেতনভাবে আমরা ভাবি না, হাওরের ওই মিঠা জলেও মিশে থাকে হাজারো মানুষের নোনা অশ্রু। হাওর অঞ্চল যেন আলাদা এক বাংলাদেশ। মূলস্রোতের জনপদের সঙ্গে তার যেন এক ধরনের বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। আর শতাব্দীর চালচিত্রে তা পেয়েছে এক অনিবার্য রূপ। প্রকৃতি যেখানে তার লীলাখেলায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে দিয়েছে এমন এক স্বতন্ত্র পরিচয়, যেখানে জলরাশির উদ্দাম যৌবন ফিরে আসে বরষার সমাগত সান্নিধ্যে, আবার তা শুকনো মৌসুমে পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্যতর এক ভূগোলে, তার এই ভিন্নধর্মী রূপ-কথার প্রভাবে ওই জনপদের মানুষকে যে এক উপায়হীন বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে, সেই অনাদি কাহিনীর কুশীলবদের জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের সমবেদনা থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীর নৈকট্য বোধ করি সঘন হয়ে ওঠার অবকাশ বেশ সীমিত।

কাব্যিকতার এমন শব্দপ্রবাহে হাওর জগতকে বেশ শ্রুতিমধুর করে তোলা যায়। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা, অন্যসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমনভাবে শিকড় থেকে আকাশমুখী বৃক্ষ হয়ে ওঠে, হাওরবাসীদেরও তো হাত বাড়াতে ইচ্ছে করে অমন ভুবনে পদার্পণ করতে। বৃহত্তর হাওরের জনগোষ্ঠীর জন্য সেই আশা মিলিয়ে যায় ছলনার আবরণে। অথচ এই হাওর, এই প্রায়-দিগন্ত-ছোঁয়া জলরাশির ভেতরেই আছে তাদের সম্পদ। উপনিবেশবাদীরা যে নিপুণ কৌশলে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বিছিয়ে দিয়েছিল বৈষয়িক লোভের ফাঁদ, প্রায় তারই অনুরূপ প্রক্রিয়ায় স্বদেশীরাও লুণ্ঠন করে নেয় হাওরবাসীদের সম্পদ। প্রকৃতির অকৃপণ দানে একদিকে যেমন গড়ে ওঠে সেই সম্পদ, তেমনি তারই খেয়ালিপনায় ভেসে যায় তাদের আবাস, সোনালী ধানের ক্ষেত, ভেঙে যায় তরী, ছিঁড়ে যায় জাল। আধুনিক বণিকের দল তাদের দৃষ্টিপথে এঁকে দেয় মুক্তির রেখা, মরীচিকার আলপনায়। তাই হাওরবাসীদের জীবনের কাহিনী শুধু পুনরাবৃত্ত হয়, পরিবর্তিত হয় না।

হাওর যেন পাশ্চাত্য থেকে আসা গবেষকদের তৃতীয় বিশ্ব, যেখানে সীমাহীন রসদ রয়েছে গবেষণা করার জন্য। সেসব কথার তালিকা দিয়ে, সংখ্যার যোগ-বিয়োগ আর শতকরা হিসেব করে, তারপর বিশেষণে-ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করা যায় প্রশংসাপ্রার্থী অভিসন্দর্ভ। এবার তাহলে সরকার দেখুক, কী কী করা যায়, কল্যাণমুখী কর্মসূচির আয়োজন হোক। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাও তো দাতাদের বোঝাতে পারে, এসব মানুষদের দুর্দশা লাঘবে তারাও ভূমিকা পালন করতে পারে।

হাওরের যে একেবারেই কোন উন্নয়ন কাহিনী নেই, তা নয়। তবে ভাগ্যের পরিহাসের সঙ্গেই তাদের অধিবাস। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) পিছিয়েপড়া পিছিয়েথাকা পিছিয়েরাখা জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ঠিকানা নির্দেশ করে না, তাদের সঙ্গে নিয়ে হাতে হাত রেখে কাজ করতে সদাপ্রয়াসী। মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের আদর্শ বাস্তবায়নে তাই হাওরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে পিকেএসএফ। হাওরের জনপদ, জলসম্পদ, জনজীবন; তাদের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, সেসবের অভিঘাত-অভিশাপ এবং ভবিষ্যতের দিনগুলি কিভাবে শঙ্কামুক্ত ও হাসিমুখ হয়ে উঠতে পারে, তার অনুসন্ধানে ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ বিশেষজ্ঞ-উন্নয়নকর্মীও সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অধিবেশনে আলোচনার আয়োজন করেছিল। উদ্দেশ্য, হাওরবাসীদের দুর্দশা মোচন ও উন্নয়ন। ওই লক্ষ্যের দিকে আরও স্থির প্রত্যয়ে এগোবার পরিকল্পনায় ২০১৮ সালের ১৮ মার্চ হাওরপ্রধান সুনামগঞ্জে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল হাওর সম্মেলন। ২০১৭-র সেমিনারে যেসব বিষয়ের প্রতি আলো ফেলেছিলেন বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং ২০১৮-র সম্মেলনের অংশী হাওর জনপদের দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত মানুষ, তাদের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, কর্মরত উন্নয়নজীবী, আর ওই এলাকার বাসিন্দা কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সদস্য প্রভৃতি ব্যক্তিরা যেসব কথা বললেন, সেইসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এই প্রকাশনায়। পিকেএসএফ এইসব অভিমতকে বিবেচনায় নিয়ে হাওরবাসীদের টেকসই উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

বাণী: চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ ০৬

বাণী: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ ০৭

প্রাক্-কথন: উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ ০৮

সেমিনার: Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF ১১

হাওর সম্মেলন ২০১৮ ২৭

পরিশিষ্ট ১: 'Sustainable Development ... Initiatives of PKSF' শীর্ষক সেমিনারের উপস্থাপনা ৬৩

পরিশিষ্ট ২: হাওর সম্মেলন ২০১৮-এর উপস্থাপনা ৭৩

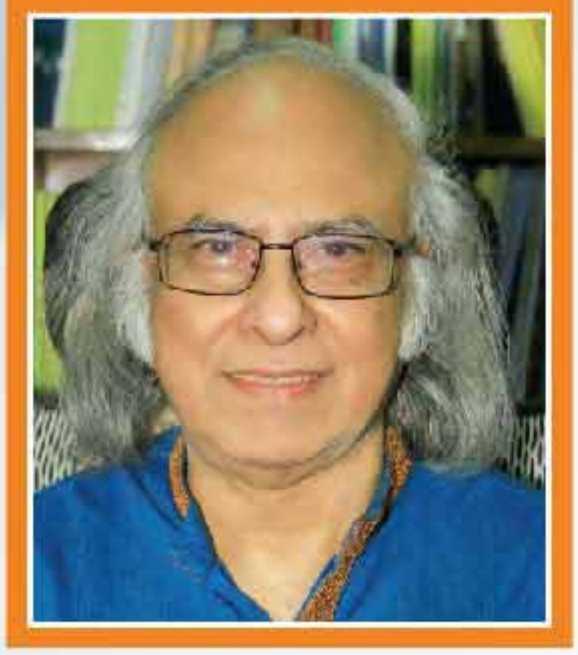

বাণী

চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

গত এক দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি রীতিমতো বিস্ময়কর। ধারাবাহিকভাবে ৭ বা তারও বেশি বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে, এ কথা মাত্র দুই দশক আগেও অকল্পনীয় ছিলো। তবে, উন্নয়নের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় সকল শ্রেণির মানুষকে আমরা শামিল করতে পারিনি।

পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে এমন ১৬ ধরনের পেশা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়েছে, মূলধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যাদের সম্পৃক্তি দৃশ্যমান নয়। এমনই একটি সম্প্রদায় হলো দেশের বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। হাওরকে কেন্দ্র করে বিগত সময়ে অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও, তার কাঙ্ক্ষিত সুফল অধরা থেকে গেছে।

পিকেএসএফ আগে থেকেই হাওরবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, তবে তার পরিসর ছিলো সীমিত। সম্প্রতি আমরা ব্যাপক পরিসরে এই অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তবে, বড় পরিসরের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরুর আগে একটি অঞ্চলের বাস্তবতা, উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনোভাব ও জীবনের চালচিত্র, সম্ভাব্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ ইত্যাদি যাচাই জরুরি। একটি অঞ্চলের মানুষের সমস্যা, সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে তাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় অধিবাসী, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধিদের নিয়ে পিকেএসএফ সম্প্রতি একটি সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে। এই প্রকাশনায় সেই সব আলোচনা, অভিমত ও সুপারিশমালা পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মানুষের দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। পিকেএসএফ মানুষকে কেন্দ্র করে সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা নিয়ে বাংলাদেশে কাজ হয়নি, তা নয়। কিন্তু সেগুলোতে সমন্বয়ের অভাব ছিল। হাওরে অনেক সংস্থাই স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলে গেছে। এতে দৃষ্টিগ্রাহ্য তেমন পরিবর্তন আসেনি। পিকেএসএফ হাওরে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা যাচাই করে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং বাস্তবতার আলোকে আমরা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে চাই।

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় আমার অংশ নেয়ার সুযোগ হয়। এই অভীষ্টের মূলমন্ত্র হলো কাউকে বাদ রেখে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই কথাটি আমি সেই আশির দশক থেকে বলে আসছি, এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরপরই সেই মূলমন্ত্রটি দেশের শীর্ষ এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমে প্রতিফলিত করার উদ্যোগ নেই। আজ গর্বভরে বলতে পারি, মানবকেন্দ্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ আজ সর্বাগ্রে উচ্চারিত একটি নাম। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে বিন্যস্ত ও পরিচালিত পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহ সীমিত সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বদ্ধপরিকর।

পরিশেষে, হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সভা-সেমিনার আয়োজন, বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশমালা লিপিবদ্ধকরণ এবং তা একটি প্রকাশনার মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার এই উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর অবশ্যই বলতে হবে এই সুপারিশমালাগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

বাণী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

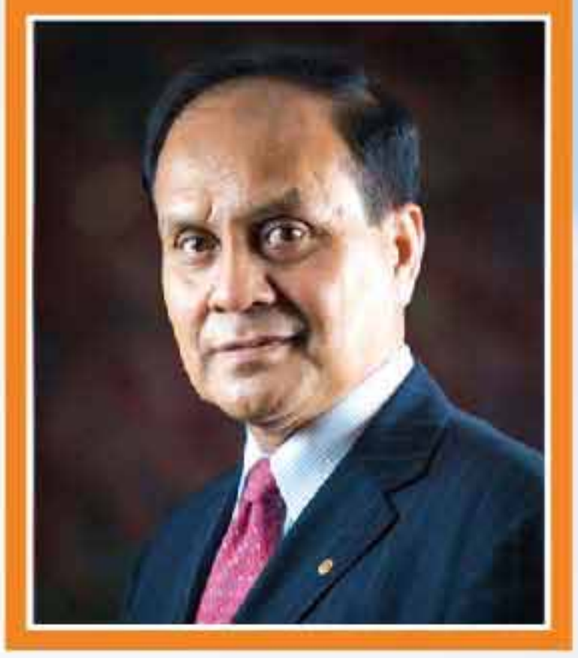

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের এই উন্নয়ন ধারায় পিছিয়েপড়া সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহেও (SDGs) বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় আট ভাগের এক ভাগ বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের অধিবাসী। হাওরের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সঙ্গত কারণেই অসম্ভব। নানাবিধ সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে হাওরের মানুষদের বসবাস করতে হয়। বর্ষাকালে এসব এলাকা সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সেখানকার জীবন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যা সবকিছুই বৈচিত্র্যপূর্ণ। দূরবর্তিতা ও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে সেখানকার সামাজিক সমস্যা বিপুল ও প্রবল। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের দরুণ আগামী দিনগুলোতে হাওরবাসীদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষমান। এসব মোকাবেলায় এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নে বিশ্বাসী পিকেএসএফ পিছিয়েথাকা হাওরবাসীর সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল। সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে হাওরবাসীর জন্য উপযুক্ত অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সম্ভাবনাময় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিসরে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত হাওরে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা বেশ কঠিন। অন্যান্য এলাকায় যে পদ্ধতিতে কাজ করা হয়, তা হাওর এলাকায় প্রযোজ্য নয়। প্রত্যন্ত হাওরে সহযোগী সংস্থার সদস্যদের মাঝে টেকসই ভিত্তিতে উপযুক্ত ঋণ পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের নিয়ে 'কমিউনিটি বেইজ্‌ড অর্গানাইজেশন' (সিবিও) গঠন করা হয়েছে, যারা সংস্থার নিকটস্থ শাখার তত্ত্বাবধানে বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। হাওর এলাকায় উদ্ভূত যেকোন ধরনের দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের জন্য পিকেএসএফ-এর 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' থেকে সহায়তার অবকাশ রয়েছে। হাওরে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের আকস্মিক বন্যা পরবর্তী সময়ে সদস্যদের মাঝে বিশেষ বিবেচনায় পিকেএসএফ হতে ২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

হাওর এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে পিকেএসএফ হাওরের উন্নয়নে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হাওরে এসব সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম থেকে পিকেএসএফ বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অপরদিকে, সরকার প্রতিষ্ঠিত 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক এতদঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে যে মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। পিকেএসএফ-ও এর অংশীদার হতে চায়।

বিশেষায়িত কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের মঙ্গা পরিস্থিতি দূরীকরণে পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নেও পিকেএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর জীবনচক্রভিত্তিক উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলনে হাওরে মানবকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। হাওরের টেকসই উন্নয়নকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে পরিচালিত বিভিন্ন সভা বা সেমিনার ও সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সুপারিশমালা সংবলিত এই প্রকাশনা হাওর ও হাওরবাসীদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার জন্য পিকেএসএফ-এর LIFT সেল ও প্রকাশনা বিভাগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আবদুল করিম

প্রাক-কথন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'হাওর' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সাগর'-এর বিকৃত রূপ বলে অনুমান করা হয়। অনেকের ধারণা, 'সাগর' থেকে 'সায়র' এবং 'সায়র' থেকে 'হাওর' শব্দের উদ্ভব। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সাত জেলার আনুমানিক ৮,৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদী, খাল, বিল ও মৌসুমী বৃষ্টিধারায় বন্যাপ্রবণ নিচু জমির বিস্তৃত অঞ্চল হাওরভূমি। সরকার যে 'হাওর মহাপরিকল্পনা-২০১২' গ্রহণ করেছে সেই অনুসারে, দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী হাওর অঞ্চলে বসবাস করে।

বছরের অর্ধেক বা তারও অধিক সময় হাওর অঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত থাকে। শীতকালে এক ফসলী জমির উৎপাদন এবং অন্য সময় বিস্তর জলাভূমি থেকে মৎস্য আহরণ হাওরবাসীদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। পরিবেশ ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগের কারণেই সেখানে দেশি মাছ, উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রজাতি ও সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অধিকাংশ হাওরবাসীর অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। এমন জনগোষ্ঠীর জন্য জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন বেশ কষ্টসাধ্য। এই অঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে উপযুক্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।

হাওরবাসীর উন্নয়নকল্পে সরকারি পর্যায়ে ইতোমধ্যে গৃহীত নানা ধরনের উদ্যোগের মধ্যে 'হাওর মহাপরিকল্পনা-২০১২' প্রণয়ন বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারিভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন, পানিসম্পদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি, যোগাযোগ, খাদ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বন, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ভূমি, স্থানীয় সরকার এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে। পাশাপাশি, বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অধীনে মানুষের জীবিকা, কর্ম সংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসহ হাওর অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, বেশ কিছু সংগঠন হাওরবাসীর অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

অনগ্রসর হাওরবাসীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিজস্ব সামর্থ্যের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে হাওরে নানামুখী কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। বর্তমানে পিকেএসএফ ১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সেখানে অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব সংস্থার হাওরভুক্ত সংগঠিত সদস্য সংখ্যা প্রায় ১.৪৭ লক্ষ এবং সদস্য পর্যায়ে এ পর্যন্ত বিতরণকৃত অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা। টেকসই উন্নয়নকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পিকেএসএফ-এর Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় হাওরের স্থানীয় সংগঠন– 'কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও)'-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের স্বল্পব্যয়ী বিকল্প মডেল সৃষ্টি করে অতিদরিদ্র হাওরবাসীর নিকট ঋণ পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় এই পর্যন্ত ৩০টি সিবিও-এর মাধ্যমে প্রায় ২২ হাজার অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ৯৭.৯৩ কোটি টাকা নমনীয় শর্তে অর্থায়ন করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty (ENRICH) কর্মসূচির আওতায় হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ তাদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় হাওর অঞ্চলে তিনটি সহযোগী সংস্থার প্রায় ৬৫ হাজার সদস্য বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছে।

পিকেএসএফ-এর Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় হাওরের দরিদ্র পরিবার থেকে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে তাদের যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী ইলেকট্রিক, মেকানিক, মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র হাওরবাসীর জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে নানাবিধ ভ্যালু চেইন উন্নয়নভিত্তিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর OBA Sanitation Microfinance Programme প্রকল্পের আওতায় হাওরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সদস্যদের মাঝে স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এ তহবিলের মাধ্যমে হাওরভুক্ত সদস্যরা পরিবার পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১,৪৫০টি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে।

এছাড়াও, হাওরে অগ্রাধিকারভিত্তিতে 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল'-এর আওতায় প্রতি বছর সহযোগী সংস্থাসমূহের দরিদ্র সদস্য পরিবারভুক্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র্য শুধু বৈষয়িক নয়। মানুষের চিত্তেরও দারিদ্র্য আছে। মানুষকে যদি দেশ ও সমাজের ঐতিহ্য লালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তাতে যেমন তাদের মানসিক দৈন্য হ্রাস পাবে, তেমনি এর মাধ্যমে তারা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে পিকেএসএফ 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'-এর আওতায় হাওর এলাকার শিশু-কিশোর-তরুণসহ সকল প্রজন্মের সম্মিলন ঘটিয়ে মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে হাওরভুক্ত ছয়টি জেলার ৬২টি উপজেলা মারাত্মকভাবে আকস্মিক বন্যার কবলে পড়ে। এসব এলাকার প্রায় ৮.৫০ লক্ষ পরিবার বন্যার নির্মমতার শিকার হয়, প্রায় ৩ হাজার ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণরূপে এবং ১৫ হাজার ঘর-বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় এবং প্রায় ২১৪ মেট্রিক টন মৎস্যসম্পদ নষ্ট হয়। ওই সময় পিকেএসএফ-এর 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' থেকে হাওর অঞ্চলে আটটি সহযোগী সংস্থার প্রায় ৫০ হাজার সদস্যের মাঝে ২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়।

হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র, ভূমিহীন, শ্রমজীবী, উপার্জনহীন নারী ও উদ্যমহীন ব্যক্তিসহ সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুধাবন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বিদ্যমান কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্যের অভাব, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বন্যায় ফসল ও জান-মালের ক্ষতি, একফসলী জমি, মৌসুমী অভিবাসন (Migration), মহাজনী ঋণ প্রথা, মৌলিক সেবার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে হাওরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো ইত্যাদি খাতকে যথোচিতভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কার্যক্রম পরিচালনায় অতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে হাওর অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম তেমন দৃশ্যমান নয়। এই অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার কর্মকৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত শান্তিগঞ্জে অবস্থিত সহযোগী সংস্থা Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে 'হাওর সম্মেলন-২০১৮' আয়োজিত হয়। সম্মেলনে সরকারি-বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শীর্ষ রাজনীতিক ও স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এর আগে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নকল্পে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে পিকেএসএফ মিলনায়তনে 'Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হাওর ও হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে আলোচকরা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। সুনামগঞ্জে আয়োজিত সম্মেলনে হাওরবাসীদের প্রকৃতি-নির্ভর জীবন-জীবিকা এবং ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এবং এই অঞ্চলে নিয়োজিত উন্নয়নকর্মীদের বহুমুখী আলাপ-আলোচনার মূলকথা নিয়েই এই প্রকাশনা। আশা করি, এ থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিগণ টেকসই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবেন।

পরিশেষে, হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে হাওর সম্মেলন ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সেমিনার আয়োজনে দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করার জন্য পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, হাওর সম্মেলন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য FIVDB, এবং উভয় আয়োজনে সম্পৃক্ত পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। একই সাথে, ধন্যবাদ জানাতে চাই উক্ত সম্মেলন ও সেমিনারে আগত সকল পর্যায়ের অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে। সবশেষে, উক্ত সম্মেলন ও সেমিনারের কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সেমিনার

Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সূচনাকথা

হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নকল্পে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পিকেএসএফ মিলনায়তনে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচির আওতায় Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Microcredit Regulatory Authority (MRA)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর সহযোগী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ইকবাল আহাম্মদ এবং পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী দু'টি পৃথক উপস্থাপনা প্রদান করেন। এছাড়া, নির্ধারিত আলোচক হিসেবে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং 'পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)'-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার হাওর এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এ থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, নির্বাচিত ৪০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, হাওর অঞ্চলের স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন কমিউনিটি বেইজ্ড অর্গানাইজেশন (সিবিও)-এর নেতৃবৃন্দ এবং হাওর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার (মিঠামইন ইউনিয়ন পরিষদ, কিশোরগঞ্জ)-এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

সেমিনারের সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে জানান, হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মূলত, দুর্গমতার কারণেই এ অঞ্চল এখনও অবহেলিত। তবে কাউকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে সকল শ্রেণির দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মূলত, দুর্গমতার কারণেই এ অঞ্চল এখনও অবহেলিত। তবে কাউকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে সকল শ্রেণির দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এ লক্ষ্যে তিনি বলেন, পিকেএসএফ সম্প্রদায়ভিত্তিক শ্রেণি (যেমন- দলিত, হরিজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বেদে), পেশাগত শ্রেণি (যেমন- ভিক্ষুক, গৃহকর্মী, যৌনকর্মী, কৃষি ও চা শ্রমিক), অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণি (যেমন- হাওর, দ্বীপ, উপকূল, পাহাড়ি ও চর অঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র), স্বাস্থ্য বা বয়সজনিত শ্রেণি (যেমন- পথশিশু, প্রতিবন্ধী ও অসচ্ছল প্রবীণ), পরিবেশ বা জলবায়ুভিত্তিক শ্রেণি (যেমন-পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবজনিত অতিদরিদ্র) এবং নারীপ্রধান অতিদরিদ্র পরিবারসহ দেশজুড়ে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তিনি জানান, হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই অনেক সংস্থাই সেখানে কাজ করতে আগ্রহী হয় না। তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও কিছু সংস্থা এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এসব সংস্থাসমূহকে পিকেএসএফ নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হাওর এলাকার জন্য উপযুক্ত ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রণয়নে এ সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপস্থাপনা

Sustainable Inclusive Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF

মোহাম্মদ হাসান আলী
নির্বাহী পরিচালক, পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)

হাওরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংস্থা কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় মিঠামইন সদর ইউনিয়নে ২০১২ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, হাওর এলাকায় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির লক্ষিত ৪,২৪০টি পরিবার স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা, যুব উন্নয়ন, স্যানিটেশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সমৃদ্ধ বাড়ি উন্নয়ন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সুফল ভোগ করছে। 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি থেকে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সহযোগিতা, স্বল্প সময়ে আয় ও দৃশ্যমান সম্পদ বৃদ্ধি, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি ও সম্পদ সৃষ্টি, উঠানে সবজি চাষে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানো, শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে তিনি মনে করেন।

> হাওর এলাকায় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির লক্ষিত ৪,২৪০টি পরিবার স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা, যুব উন্নয়ন, স্যানিটেশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সমৃদ্ধ বাড়ি উন্নয়ন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সুফল ভোগ করছে।

আগাম বন্যায় হাওর অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, 'জল সম্রাটের' দৌরাত্ম্য, চিকিৎসকদের নিজ এলাকায় অবস্থান না করা ও পর্যাপ্ত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার অভাবে মানসম্পন্ন চিকিৎসা থেকে বঞ্চনা, দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে বর্ষাকালে শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি হাটিভিত্তিক কাজ করার পরামর্শ দেন। তাছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে খাঁচায় মাছ চাষ, যাতায়াতের জন্য ট্রলারের ব্যবস্থা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, নৌকায় স্কুল, হাওর এলাকার জন্য বিশেষ বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন। হাওর অঞ্চলের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

উপস্থাপনা

Innovative Financial Inclusion: Padakhep-PKSF (LIFT) Experiences in Haor

ইকবাল আহাম্মদ
নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)

জনাব ইকবাল আহাম্মদ জানান, পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় 'হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের জন্য বিকল্প ক্ষুদ্রঋণ' শীর্ষক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্থার এই উদ্যোগ পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি হাওরভিত্তিক স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন কমিউনিটি বেইজ্ড অর্গানাইজেশন (সিবিও)-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

LIFT কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় 'হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের জন্য বিকল্প ক্ষুদ্রঋণ' শীর্ষক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপস্থাপনায় তিনি হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী অতিদরিদ্র, ভূমিহীন, শ্রমজীবী, উপার্জনে অক্ষম নারীসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি জানান, সেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্যের অভাব, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বন্যায় ফসল ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি, একক ফসল চাষযোগ্য জমি, মৌসুমী অভিপ্রয়াণ, মহাজনী ঋণ প্রথা, প্রয়োজনীয় সেবার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আসছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাওরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের খাত এবং ভবিষ্যত সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি জানান, হাওরের সমস্যা সমাধানে ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সিবিওগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা টেকসই হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

নির্ধারিত আলোচনা

মুর্শেদ আলম সরকার
নির্বাহী পরিচালক, পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

উপস্থাপিত প্রবন্ধ দু'টির ওপর আলোচনায় জনাব মুর্শেদ আলম সরকার বলেন, হাওর এলাকার জলাশয় অবৈধভাবে ইজারা প্রদান, বর্ষাকালে গ্রাম বা হাটিতে ভাঙ্গন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা, মৌসুমী বেকারত্ব, অপ্রতুল স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্থান সংকুলান না হওয়ায় একই ঘরে মানুষ ও গবাদিপশুর বসবাস ইত্যাদি হাওরের মূল সমস্যা।

হাওর এলাকার জলাশয় অবৈধভাবে ইজারা প্রদান, বর্ষাকালে গ্রাম বা হাটিতে ভাঙ্গন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা, মৌসুমী বেকারত্ব, অপ্রতুল স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্থান সংকুলান না হওয়ায় একই ঘরে মানুষ ও গবাদিপশুর বসবাস ইত্যাদি হাওরের মূল সমস্যা।

এক্ষেত্রে, উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে নদী বা জলাশয়গুলো ইজারার পরিবর্তে উন্মুক্ত রাখা, গ্রাম বা হাটি রক্ষায় বাঁধ দেয়া, স্থায়ী বা ভাসমান স্কুলের ব্যবস্থা করা অথবা সংখ্যা বাড়ানো, ভাসমান ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা, ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স-এর সুবিধা প্রদান করার সুপারিশ করেন তিনি।

এছাড়াও, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা, হাওরের জন্য উপযুক্ত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচন করে সেগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, হাঁস পালন ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা, মহিষ পালনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে হাওরে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা অবমুক্ত করা, মৌসুমী ফসল চাষের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা, খাস জমি ভরাট করে বাজার অবকাঠামো স্থাপন, হাওরকে পর্যটন এলাকায় উন্নীত করা, ভাসমান হোটেল তৈরি করা, সংযোগ সড়ক (লিংক রোড) স্থাপন করা এবং সর্বোপরি হাওর এলাকার টেকসই উন্নয়নে ক্লাস্টারভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

নির্ধারিত আলোচনা

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন জানান, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা – এই সাত জেলায় নিয়ে হাওর অঞ্চল। বর্তমানে পিকেএসএফ হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা – এই চার জেলায় ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে আনুমানিক ৬০ হাজার দরিদ্র সদস্য নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও, উপকূল, চর ও অন্যান্য অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে আরও বেশ কিছু সহযোগী সংস্থা।

সেমিনারে আগত সহযোগী সংস্থাসমূহকে হাওরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং সম্ভব হলে সেগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম হাওরে সম্প্রসারণ করা এই সেমিনারের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

> পিকেএসএফ-এর বর্তমান নেতৃত্ব দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে সচেতন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কোন একক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় বিবেচনায় বর্তমানে পিকেএসএফ নানাবিধ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী দুর্গম এলাকায় বসবাস করায় সেখানে কার্যক্রম পরিচালনা করা সমতল ভূমির মত সহজ নয়। 'বর্ষাকালে নায়ে আর শীতকালে পায়ে' বলে আখ্যায়িত হাওরের দুর্গমতাই সেখানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ অঞ্চল একদিকে যেমন চরম দারিদ্র্যপ্রবণ, অন্যদিকে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সমতল ভূমি ও হাওরের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। হাওর অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনিক ব্যয় অনেক বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত আয় দিয়ে তা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না।

এ প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ সালে সহযোগী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন সিবিওভিত্তিক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলে বসবাসরত আনুমানিক ২০ হাজার দরিদ্র বা অতিদরিদ্র পরিবারকে প্রচলিত মহাজনী ঋণ প্রথা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, পরিবারগুলো নানাবিধ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডেও সম্পৃক্ত হতে পেরেছে।

ড. জসীম উদ্দিন আরও জানান, হাওরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১২ সাল থেকে সহযোগী সংস্থা 'পল্লী বিকাশ কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় হাওর এলাকাভুক্ত নির্বাচিত পরিবারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তা হাওর অঞ্চলের মানুষকে বাদ দিয়ে অর্জন করা সম্ভব হবে না। পিকেএসএফ-এর বর্তমান নেতৃত্ব দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে সচেতন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কোন একক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় বিবেচনায় বর্তমানে পিকেএসএফ নানাবিধ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। হাওর অঞ্চলের উপযোগী সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ তার কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত করবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তৃণমূল থেকে আসা প্রতিনিধিদের বক্তব্য

জেসমিন আক্তার, সিবিও সভানেত্রী, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ

জনাব জেসমিন জানান, ২০০৬ সালে উন্নয়ন সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড হাটি বা গ্রামভিত্তিক ১০, ১৫ বা ২০ জনের দল গঠন করেছিল। এই ছোট দলগুলোকে সাথে নিয়ে এলাকাভিত্তিক স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)' এই এলাকায় ঋণ কার্যক্রম শুরু করে, যা এখনও চলমান। তিনি জানান, বর্ষাকালে হাওরের অধিকাংশ মানুষের ঘর-বাড়ি প্লাবিত হয়। অনেক সময় আগাম বন্যায় এ অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে, এ সময় কাজের খোঁজে তাদেরকে বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। তাই বন্যার পানি থেকে হাওরবাসীর ঘর-বাড়ি রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং হাওরবাসীকে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রত্যন্ত হাওর এলাকায় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাবে গর্ভবতী নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। এ সংকট নিরসনে তিনি ধাত্রী প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

নার্গিস বেগম, সদস্য, গোলাপ মহিলা দল, নিকলী, কিশোরগঞ্জ

জনাব নার্গিস বলেন, ২০০৯ সাল থেকে তিনি পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর তত্ত্বাবধানে একজন সিবিও সদস্য। সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে তিনি হাঁস ও গাভী পালনের মাধ্যমে সংসারের আয় বৃদ্ধি করেছেন। বাড়তি আয় থেকে তিন সন্তানের লেখাপড়া ও সংসারের অন্যান্য ব্যয় মিটিয়ে তিনি এখন সঞ্চয়ও করছেন। সম্প্রতি তিনি দুই শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

খালেদা বেগম, সিবিও সভানেত্রী, শাল্লা, সুনামগঞ্জ

জনাব খালেদা বেগম জানান, বর্ষাকালে হাওর সাগরের মতোই বিস্তীর্ণ নিমজ্জিত এলাকায় রূপ নেয়। তবে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)'-এর মাধ্যমে এ ধরনের দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নে সিবিওভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমটি অসামান্য অবদান রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো জানান, হাওরে হাসপাতাল থাকলেও দুর্গমতার কারণে চিকিৎসকরা সেখানে থাকতে চান না। তাছাড়া, যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় গর্ভবতী নারী ও অসুস্থ রোগীকে মইয়ে চড়িয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অনেকক্ষেত্রে রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। অন্যদিকে, নৌকার ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারে না। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি পিকেএসএফ-এর সহযোগিতা কামনা করেন।

অ্যাডভোকেট শরীফ কামাল, চেয়ারম্যান, মিঠামইন ইউনিয়ন পরিষদ, কিশোরগঞ্জ

হাওর বা ভাঁটি এলাকাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য অ্যাডভোকেট শরীফ কামাল পিকেএসএফ-এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'পল্লী বিকাশ কেন্দ্র' বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মাধ্যমে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, হেল্‌থ ক্যাম্প, ছানি অপারেশনসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি জানান, হাওরাঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু লোকের কাছে জলাশয় ইজারা দেয়ার প্রচলন থাকায় দরিদ্র জেলেরা সর্বত্র মাছ ধরতে পারেন না। এক্ষেত্রে, তাদের জন্য উপযুক্ত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়ক হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, উপজেলা সদরের কিছু জায়গায় বাঁধ দেয়া হলেও সব গ্রামগুলোকে এখনও বেড়িবাঁধের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষাকালে প্রত্যন্ত হাওর এলাকার বাড়িগুলো রক্ষা করতে প্রচুর টাকা খরচ হয়। এক্ষেত্রে, তিনি সহযোগিতার জন্য পিকেএসএফ-কে অনুরোধ জানান।

মোঃ মনিরুজ্জামান, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, পল্লী বিকাশ কেন্দ্র

হাওর এলাকায় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি জানান, হাওর এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় সরকারি হাসপাতালে বেশিরভাগ সময় চিকিৎসকরা অনুপস্থিত থাকেন। ফলে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্য চিকিৎসক পেতেও বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় মিঠামইন ইউনিয়নের জন্য একজন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় আনার প্রস্তাব দেন। এছাড়া, ওই এলাকায় রোগ নির্ণয়ের সুবিধা না থাকায় একটি প্যাথলজি সেন্টার স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়ারও প্রস্তাব দেন তিনি। হাওর এলাকায় গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টিহীনতা মোকাবেলায় আয়রন ট্যাবলেট ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও নার্সের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তা পর্যালোচনার আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি হাটিগুলোতে বিশুদ্ধ পানির জন্য প্রয়োজনে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা এবং জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সম্প্রসারণের জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলেয়া আক্তার, শিক্ষক, সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র

কিশোরগগঞ্জ জেলার মিঠামইন ইউনিয়নের শান্তিপুরস্থ সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর দায়িত্বে মোট আট জন শিক্ষার্থী রয়েছে বলে জানান জনাব আলেয়া। তিনি বলেন, হাওরের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের অধিকাংশই লেখাপড়া জানেন না। এছাড়া, সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্তানদের পড়াশুনায় নজর দেয়াও এসব অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় বিদ্যালয়-ভীতি। এসব শিশুদের অনেকেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়তায় এ ধরনের পরিবারের শিশুরা পরবর্তীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে বলে তিনি অবহিত করেন। তবে বর্ষাকালে যখন বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়, তখন সাঁকো বা নৌকার অপ্রতুলতার জন্য শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে, তিনি সাঁকো বা নৌকার ব্যবস্থা করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্য দায়িত্বশীলদের অনুরোধ জানান।

মুক্ত আলোচনা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, স্যাপ-বাংলাদেশ

জনাব দেলোয়ার জানান, হাওরের সমাজ ব্যবস্থা গ্রামভিত্তিক নয়, বরং হাটিভিত্তিক। সেক্ষেত্রে, হাটিভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকেই যেকোন সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান, বর্ষা মৌসুমে হাটিগুলোকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাঁধ দেয়া প্রয়োজন। হাটিগুলো রক্ষা করতে পারলেই হাওরে উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডাঃ সেলিমা রহমান, নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস বাংলাদেশ

ডাঃ সেলিমা রহমান জানান, দুর্গম চর এলাকায় পিকেএসএফ-এর মঙ্গা নিরসন কার্যক্রমে সহযোগী সংস্থা হিসেবে তার সংস্থা সাফল্য দেখিয়েছে। হাওর অঞ্চলেও আরডিআরএস-কে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি পিকেএসএফ-এর প্রতি অনুরোধ জানান। উন্নয়ন অভিযাত্রায় সকল ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা টেকসই হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফিলিপ বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউণ্ডেশন (আরআরএফ)

জনাব ফিলিপ বিশ্বাস বলেন, হাওর অঞ্চলে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পর্যটনের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলোর ব্যাপারেও সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাওর অঞ্চলে পর্যটনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে তিনি সবার দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

রাসেল আহমেদ লিটন, নির্বাহী পরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন

জনাব লিটন জানান, হাওর অঞ্চলের মত অধিকাংশ চরাঞ্চলে বছরে পাঁচ-সাত মাস কাজ থাকে না। হাওর ও চরাঞ্চলে জাতীয় পর্যায়ের এনজিওগুলো কাজ করতে আগ্রহী না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ নিরাপত্তাহীনতা। তবে, নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্থানীয় পর্যায়ের কিছু এনজিও এসব এলাকায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি হাওর ও চরাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর নিরাপত্তা ইস্যুতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলাউদ্দিন খান, নির্বাহী পরিচালক, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)

জনাব আলাউদ্দিন খান জানান, দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য অনেক উদ্ভাবনীমূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে তার ফলাফল স্থায়ী হয় না। এক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা নেয়া এবং তার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ওপর জোর দেন তিনি।

স্বপন কুমার পাল, পরিচালক, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

জনাব স্বপন কুমার পাল হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন সিবিওগুলোকে সাথে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি খাস জমি, ধনীদের মালিকানাধীন অনাবাদি জমি এবং নদী বা জলাশয়ের ইজারা ব্যবস্থায় দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া, তিনি হাওর অঞ্চলের মানুষের ধ্যানধারণা পরিবর্তনেও কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

রোকেয়া বেগম, নির্বাহী পরিচালক, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

জনাব রোকেয়া বেগম জানান, হাওর এলাকায় মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে ঔষধের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে। এর পরিবর্তে ক্ষেতের আইলে সবজি উৎপাদন, পানিতে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ ও সবজি বাগান গড়ে তুলে সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রসূতি মায়েদের জন্য বোট অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদানের জন্যও পিকেএসএফ-এর প্রতি অনুরোধ জানান।

হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

জনাব হোসনে আরা বেগম জানান, জাতীয় উন্নয়ন সূচকের আলোকে হাওর অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, তিনি দেশের সমতল ভূমি ও হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। এছাড়া, তিনি হাওরে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত করার জন্যও মত প্রকাশ করেন।

যেহীন আহমদ, নির্বাহী পরিচালক, ফ্রেন্ডস্ ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)

জনাব যেহীন আহমদ জানান, হাওরের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নজর দিতে হবে। সেখানকার বাস্তুসংস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এমন কোন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ না করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হলে হাওরের বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

জনাব জহিরুল আলম জানান, হাওরের স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন সিবিওগুলোকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে হাওরে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আইডিএফ পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করে, তবে পিকেএসএফ থেকে হাওর অঞ্চলে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়া হলে আইডিএফ সেখানে সাগ্রহে কাজ করতে ইচ্ছুক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

অমলেন্দু মুখার্জী

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)

জনাব অমলেন্দু মুখার্জী জানান, দেশে হাওরের সংখ্যা আনুমানিক ৪১৪টি। সাত জেলায় প্রায় ৭,৭১,৯৭৩ একর জায়গা নিয়ে হাওরগুলো বিস্তৃত। চাকুরি জীবনে প্রায় এক যুগ হাওরে অবস্থান করা এই শীর্ষ কর্মকর্তার মতে, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারীদের বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হলে হাওর অঞ্চলকে নিয়ে অবশ্যই বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে।

তিনি জানান, এমআরএ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশেষ সুবিধা প্রদান ও বিশেষ ব্যবস্থা রাখার জন্য ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশেষ জনগোষ্ঠী ও বিশেষ অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনে নীতিমালা শিথিল করার বিষয়টিও বিবেচনাধীন বলে তিনি সেমিনারে উল্লেখ করেন।

> দুর্গম এলাকায় বসবাসকারীদের বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হলে হাওর অঞ্চলকে নিয়ে অবশ্যই বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

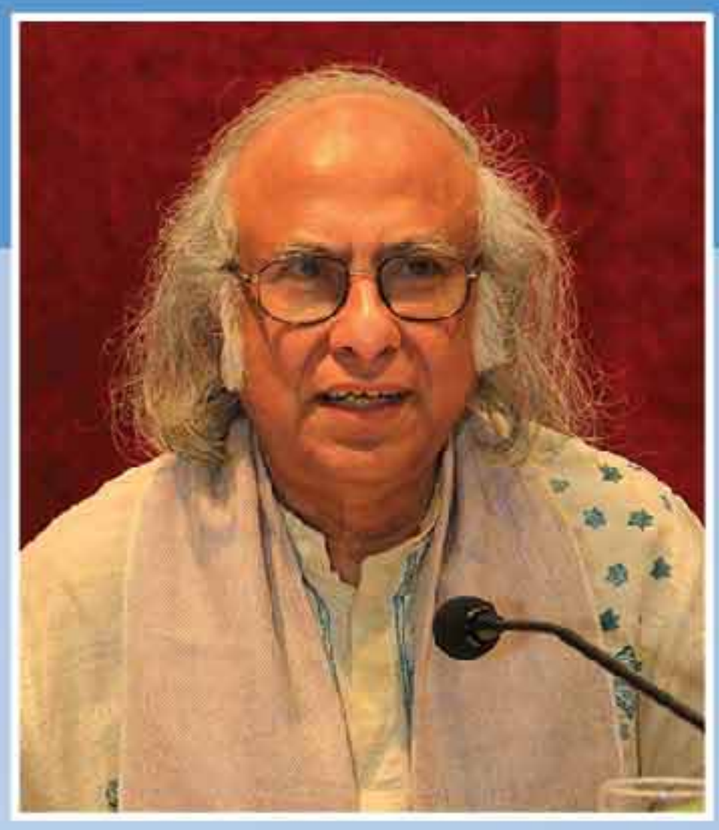

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, যেকোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি। উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই করার পূর্বশর্ত হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

তিনি উল্লেখ করেন, মানুষকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম বিন্যস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের সাথে কাজ করতে হবে।

> শুধুমাত্র মানুষের আয় বাড়লেই অভীষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হবে না; বরং নারী নির্যাতন, নারী উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তির মত সামাজিক ব্যাধিও প্রতিরোধ করতে হবে। একদিকে, মানুষের দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে, অন্যদিকে মানবিক গুণাবলীগুলো বিকশিত করতে হবে।

প্রখ্যাত এই অর্থনীতিবিদ জানান, পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রম মানুষকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ মানুষের জন্য কাজ করে, এমন একমুখী ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। মানুষের জন্য নয় বরং পিকেএসএফ এখন মানুষের সাথে কাজ করে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র মানুষের আয় বাড়লেই অভীষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হবে না; বরং নারী নির্যাতন, নারী উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তির মত সামাজিক ব্যাধিও প্রতিরোধ করতে হবে। একদিকে, মানুষের দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে, অন্যদিকে মানবিক গুণাবলীগুলো বিকশিত করতে হবে। মানুষের বহুমুখী সমস্যা নিরসনে গর্ভধারণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও প্রশিক্ষণসহ নানা অনুষঙ্গ নিয়ে মানুষের সাথে কাজ করা প্রয়োজন।

তিনি জানান, একটি পরিকল্পনা দিয়ে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। হাওর, পাহাড়বাসী, চরবাসী, উপকূলবাসীসহ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অঞ্চলভেদে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে কাউকে বাদ দিয়ে নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে সমাজে পিছিয়েপড়া দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা-শ্রমিক, হিজড়া, প্রতিবন্ধী, হাওর, বাওর ও পাহাড়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠী, নারীপ্রধান দরিদ্র পরিবার, নারী কৃষি শ্রমিক সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ দেন তিনি।

তিনি আরো জানান, শুধুমাত্র আর্থিক কর্মকাণ্ড বা সেবা নয় বরং দারিদ্র্য নিরসনে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ধারণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তারই অংশ হিসেবে পিকেএসএফ হাওর, উপকূল, চর ও পাহাড়ি এলাকা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সেমিনারে আলোচিত গঠনমূলক মতামত ধারণ পূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ করে হাওর অঞ্চলের জন্য ভবিষ্যত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরিশেষে তিনি সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সমাপনী বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

সমাপনী বক্তব্যে সেমিনারের সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, বাংলাদেশের সাতটি জেলার প্রায় ৪,৪৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় হাওর অঞ্চল বিস্তৃত।

তিনি জানান, পিকেএসএফ হাওর অঞ্চলে ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে চারটি জেলার ২২টি উপজেলায় ৬০ হাজার সদস্য সংগঠিত করেছে, যাদেরকে নিয়ে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে কার্যক্রমকে টেকসই করতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের বিকল্প নেই। পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে যথাযথ সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে আসছেন।

জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা পরবর্তীতে হাওর অঞ্চলের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ যথাযথ উদ্যেগ গ্রহণ করবে বলেও তিনি সবাইকে অবহিত করেন।

> পিকেএসএফ হাওর অঞ্চলে ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে চারটি জেলার ২২টি উপজেলায় ৬০ হাজার সদস্য সংগঠিত করেছে, যাদেরকে নিয়ে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সেমিনারে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা

১ ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতিতে হাওর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরির সুযোগ রাখা হলেও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। হাওরে শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে এ বিষয়ে অ্যাডভোকেসির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২ হাওর অঞ্চলে ইকোট্যুরিজম উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকায় হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটন খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩ বর্ষাকালে হাওরাঞ্চলে ভাসমান স্কুল ও ভাসমান হাসপাতাল পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনে সরকারের সাথে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪ হাওরাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং পিকেএসএফ-এর সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি'র কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করা। LIFT কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫ হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ সমন্বয় করা।

৬ বর্ষাকালে হাওরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে ছোট-ছোট সাঁকো তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭ হাওরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম বা হাটিভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে, বর্ষা মৌসুমে হাটিগুলোর ভাঙ্গন রোধে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া।

৮ গ্রাম বা হাটিগুলোতে সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা।

৯ হাওর অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন সিবিওগুলোকে সম্পৃক্ত করে তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনাগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

১০ হাওর অঞ্চলে মহিষের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে কোন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা।

হাওর সম্মেলন ২০১৮

সুনামগঞ্জ, ১৮ মার্চ ২০১৮

উদ্বোধনী অধিবেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আয়োজনে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার শান্তিগঞ্জে অবস্থিত সহযোগী সংস্থা Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে হাওর সম্মেলন ২০১৮-এর উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন (সুনামগঞ্জ-১), মাননীয় সংসদ সদস্য ড. জয়া সেনগুপ্ত (সুনামগঞ্জ-২), মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মুহিবুর রহমান মানিক (সুনামগঞ্জ-৫) ও মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুন নাহার বেগম (সংরক্ষিত নারী আসন) এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অধিবেশনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর পরিচালক (জলাভূমি) ড. মোঃ রুহুল আমিন হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন অর্জনে করণীয় সংক্রান্ত দু'টি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

হাওর অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন 'কমিউনিটি বেইজ্‌ড অর্গানাইজেশন' (সিবিও)-এর প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সূচনা বক্তব্য

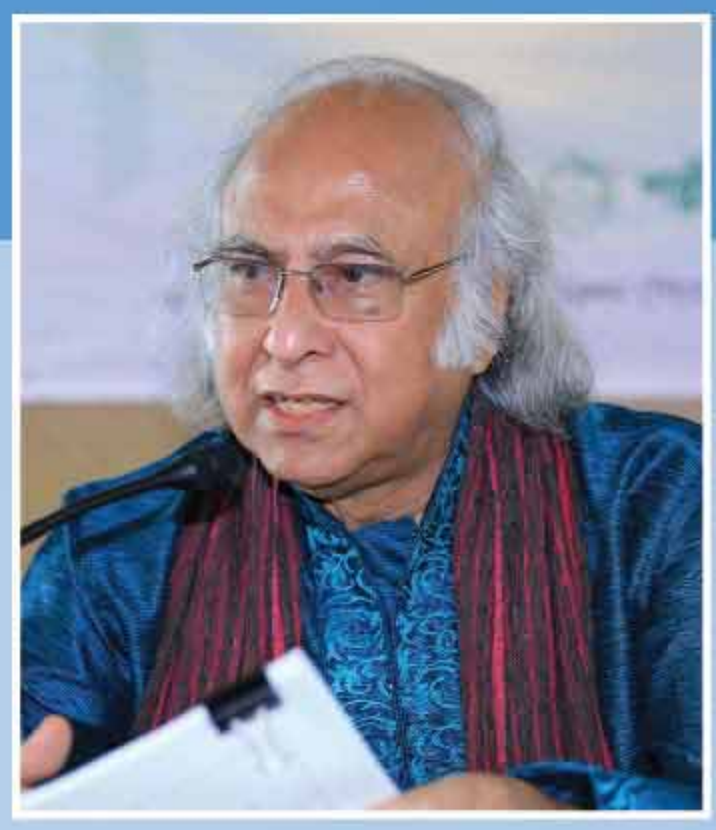

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ শুধু দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় না, তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতা, সমস্যা, সম্ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। হাওরবাসীদের কেন্দ্র করে পিকেএসএফ বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যার অংশ হিসেবেই সুনামগঞ্জের এই হাওর সম্মেলনের মাধ্যমে আরো গতিশীল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

> হাওর উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ শীঘ্রই হাওরের জন্য বড় পরিসরের কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

তিনি জানান, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় 'জাতীয় পানি সম্মেলন' আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ভৌগোলিক অবস্থানভেদে বিদ্যমান পানিজনিত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। হাওর অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে ঢাকায় আরেকটি সেমিনার আয়োজন করা হয় ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে হাওর অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে করণীয় বেশ কিছু পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, রাজনীতিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়নে করণীয় কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করার লক্ষ্যেই হাওর সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে।

তিনি মনে করেন, হাওর উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ শীঘ্রই হাওরের জন্য বড় পরিসরের কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় সমন্বয় থাকলে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হাওর উন্নয়ন কার্যক্রমকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বরেণ্য এই অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, বাজার তথ্য, বাজারজাতকরণ ও অর্থ – এই গুচ্ছ কার্যক্রমকে সামনে রেখেই পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তাই পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমসমূহে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির সাফল্যকে তিনি একটি নজির হিসেবে সবার সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন, রাজনীতি যদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমর্থন না করে, তাহলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই টেকসই হয় না।

তিনি হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রমের প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলামকে স্বাগত বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

স্বাগত বক্তব্য

মোঃ সাবিরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

বক্তব্যের শুরুতেই সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম বলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং হাওরভুক্ত জেলাগুলোর বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করে হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দরকার। পাশাপাশি, সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হাওর উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাও বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়াও, হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় করা জরুরি।

তিনি জানান, হাওর অঞ্চলের অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ পদ শূন্য থাকায় চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ সংকট নিরসনে শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রকল্পগুলোতে হাওর, সমতলভূমি ও পাহাড়ি এলাকার জন্য আলাদাভাবে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় না। তবে, হাওরে টেকসই অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে হাওরভিত্তিক আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট প্রণয়ন আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন।

মৎস্যজীবীদের সমবায়ভিত্তিক হাওর ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক বলেন, অনেক সময় ইজারা নেয়ার প্রয়োজনীয় অর্থ সমবায়গুলোর কাছে থাকে না। তখন তাদেরকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসনের সাথে সমবায়গুলোর হাওর ইজারা সংক্রান্ত যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তা দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সমবায় ব্যাংকগুলো ঋণ কার্যক্রম শুরু করতে পারে। এতে মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন। হাওর অঞ্চলে বাজার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতার কারণে সেখানকার কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। এই সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া, হাওরের জন্য উপযুক্ত কৃষিভিত্তিক উদ্ভাবনগুলো সম্প্রসারণে তিনি পিকেএসএফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব সাবিরুল ইসলাম মনে করেন, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে হাওরের সম্পদ ব্যবস্থাপনার যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে, তাতে হাওর উন্নয়নে বাইরে থেকে খুব বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না।

> হাওর অঞ্চলের অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ পদ শূন্য থাকায় চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এ সংকট নিরসনে শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা দরকার... হাওরে টেকসই অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে হাওরভিত্তিক আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট প্রণয়ন আবশ্যক।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সরকারের Vulnerable Group Feeding (VGF) কর্মসূচিতে প্রায় ১.৬৮ লক্ষ পরিবার সুফল পাচ্ছে। তাছাড়া, Open Market Sale (OMS) কার্যক্রম পরিচালনা, প্রায় তিন লক্ষ কৃষক পরিবারকে কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদান, বাঁধ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা নির্ধারণ ইত্যাদি পদক্ষেপের কথা তিনি সভাকে অবহিত করেন। পাশাপাশি, কৃষকদের মাধ্যমে হাওরের আনুমানিক শতকরা ৫০ ভাগ কৃষি জমিতে স্বল্পমেয়াদি বোরো ধান (বিরি-২৮, বিরি-২৯ ইত্যাদি) চাষের বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সবাইকে হাওরে নবান্ন উৎসবের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

উপস্থাপনা

হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন: বেসরকারি উদ্যোগ

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ

উপস্থাপনার শুরুতেই ড. মোঃ জসীম উদ্দিন জানান, পিকেএসএফ ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সর্বোপরি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ-এর মূল লক্ষ্য, বহুমাত্রিক ও মানবকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র সদস্যদের আর্থিক ও অ-আর্থিক এই দুই ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। বর্তমানে ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার এক কোটি ৩০ লক্ষ সংগঠিত সদস্য (পরিবারের সদস্য বিবেচনায় প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ) পিকেএসএফ-এর নানাবিধ অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবার আওতাভুক্ত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

> দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে পিকেএসএফ ১৬টি পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে হাওরবাসী অন্যতম।

তিনি জানান, দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ (প্রায় ২ কোটি মানুষ) হাওর অঞ্চলে বসবাস করেন। প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ হাওরের অধিকাংশ এলাকা বছরের ছয় থেকে সাত মাস প্লাবিত থাকে। প্রধান জীবিকা হিসেবে হাওরবাসী শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধান চাষ এবং বর্ষাকালে স্বল্প পরিসরে মাছ শিকার করে থাকেন। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ও দুর্গম এলাকা, কার্যক্রম পরিচালনায় অতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে হাওর অঞ্চলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সীমিত। ফলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যের অভাবে অধিকাংশ হাওরবাসী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ।

তিনি বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে পিকেএসএফ ১৬টি পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে হাওরবাসী অন্যতম। তাঁর মতে, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সাম্য, মানব-মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারসমূহ পূরণে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

হাওর অঞ্চলের সার্বিক চিত্র প্রদান করতে গিয়ে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) জানান, দেশের সাতটি জেলার ৬২টি উপজেলা নিয়ে হাওর অঞ্চল পরিবেষ্টিত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুযায়ী, সমগ্র দেশে অতিদারিদ্র্যের হার শতকরা প্রায় ২৪.৩ ভাগ হলেও হাওর অঞ্চলে তা প্রায় শতকরা ৩৫.৪০ ভাগ। আকস্মিক বন্যায় হাওরের ফসল নষ্ট হয়ে অধিকাংশ হাওরবাসী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সেখানকার অধিকাংশ জমি এক ফসলী। বর্ষাকালে পানি বেড়ে যাওয়ায় গ্রাম বা হাটিগুলো অনেক সময় ভাঙনের শিকার হয়। এমন পরিস্থিতিতে ভাঙ্গন ঠেকাতে স্থানীয়দের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও, হাওরে পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক পরিবহন সংকট। সেখানকার চিকিৎসা সেবা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাও বেশ নাজুক। হাওরে বসবাসরত অধিকাংশ খানার টয়লেট কাঁচা, এমনকি কোন কোন খানায় স্থায়ী টয়লেটও নেই।

তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় লোকজনের মাঝে অভিবাসনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাবে মহাজনী কর্জ তথা দাদনের ওপর তাদের নির্ভরশীলতাও লক্ষণীয়। বন্যার সময় স্থান সঙ্কুলান না হলে অনেক সময় মানুষ ও গবাদিপশুকে একই ঘরে থাকতে হয়। হাওরবাসীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই চ্যালেঞ্জগুলো সামনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

হাওরে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রলয়ংকারী বন্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, পিকেএসএফ হাওর অঞ্চলে পরিচালিত ১৪টি সহযোগী সংস্থার

মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে ২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করে। এছাড়া, এসব সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ থেকে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত সদস্যদের মাঝে এ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ড. জসীম উদ্দিন বলেন, পিকেএসএফ ২০০৬ সালে প্রত্যন্ত হাওরে ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তিনি উল্লেখ করেন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড প্রত্যন্ত হাওরে বাস্তবায়িত 'হিজল' প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কমিউনিটি বেইজ্‌ড অর্গানাইজেশন (সিবিও) গঠন করে। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা 'পদক্ষপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' এর মাধ্যমে ওই সিবিওসমূহের সহায়তায় প্রত্যন্ত হাওরবাসীর নিকট বিশেষায়িত ঋণ পরিষেবা পৌছে দেয়।

'সমৃদ্ধি' একটি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম, যা মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে... বর্তমানে এই কর্মসূচি দেশব্যাপী ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবিষ্যতে হাওর অঞ্চলে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ৩০টি সিবিও-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত হাওরে বসবাসরত সদস্যদের মাঝে এ পর্যন্ত প্রায় ৯৭.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করতে সমর্থ হয়েছে। Power and Participation Research Centre (PPRC) হাওরে বিশেষায়িত এ ঋণ কার্যক্রমই মূল্যায়ন করেছে এবং ফলাফল সন্তোষজনক বলে অভিমত দিয়েছে। পিকেএসএফ Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত সদস্যদের সন্তানদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পাশাপাশি, OBA Sanitation Microfinance Project-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ হাওরে বসবাসরত সদস্যদের মাঝে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। তাছাড়া, Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের মাধ্যমে হাওরে 'হাঁসের ডিম ও মাংস উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' শীর্ষক value chain উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা হাওরবাসীর মধ্য থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের আওতায় হাওর অঞ্চলের পিছিয়েথাকা এবং অভাবগ্রস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের স্মৃতি রক্ষার্থে 'শাহ আবদুল করিম স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠার জন্য পিকেএসএফ ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। উল্লেখ্য, সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান শাহ আবদুল করিম ভাটি অঞ্চলের ভাবের জগতের প্রাণপুরুষ। জীবদ্দশায় তিনি হাওর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার গানে ফুটে উঠেছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, হাসি-আনন্দ, জীবন-সংগ্রাম সর্বোপরি হাওরের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। আর এ কারণেই তিনি পেয়েছেন 'বাউল সম্রাট'-এর মর্যাদা। সহযোগী সংস্থা ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)-এর তত্ত্বাবধানে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানের নিজস্ব দর্শন প্রসূত 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিও ইতোমধ্যে হাওর অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় বর্তমানে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বিশেষায়িত সঞ্চয় এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি জানান, 'সমৃদ্ধি' একটি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম, যা মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। সদস্য পরিবার, সহযোগী সংস্থা, পিকেএসএফ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমন্বিতভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এই কর্মসূচি দেশব্যাপী ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভবিষ্যতে হাওর অঞ্চলে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি সবাইকে অবহিত করেন। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-এর ১২টি অনুষঙ্গ অর্থাৎ ক্ষুধা মুক্তি থেকে শুরু করে সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, সুপেয় পানি, জ্বালানি, বৈষম্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সবই এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রণীত এই কর্মসূচি টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর মডেল।

ড. জসীম উদ্দিন বলেন, হাওরে পিকেএসএফ ছাড়াও উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক, Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL), কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, Center for Natural Resource Studies (CNRS) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রয়েছে। হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য করণীয়সমূহ পিকেএসএফ প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করেছে। পিকেএসএফ মনে করে, হাওরে কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্যায়ন ঘটবে এবং মৌসুমী অভিবাসনের প্রবণতা হ্রাস পাবে। হাওরবাসীর টেকসই জীবিকায়নে উপযুক্ত কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেই সাথে বর্ষাকালে ভাসমান স্কুল পরিচালনা এবং ধান কাটার মৌসুমে বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা রেখে পৃথক একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে।

পরিশেষে তিনি জানান, হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি পিকেএসএফ অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করছে। অদূর ভবিষ্যতে হাওরবাসীর জন্য বৃহৎ পরিসরে কর্মসূচি গ্রহণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও ন্যায় বিচারভিত্তিক টেকসই সমাজ গঠনের দীপ্ত পদক্ষেপে হাওরাঞ্চলসহ পুরো দেশ এগিয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

উপস্থাপনা

হাওরের টেকসই উন্নয়ন: সরকারি উদ্যোগ

ড. মোঃ রুহুল আমিন
পরিচালক (জলাভূমি), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

ড. মোঃ রুহুল আমিন 'হাওরের টেকসই উন্নয়ন: সরকারি উদ্যোগ' শীর্ষক উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। সেই সূত্রে ১৯৭৭ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালে বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত প্রচেষ্টায় ২০০০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে, ২০১৬ সালের ২৪ জুলাই এই বোর্ডকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' নামে প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

> বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ১৭টি খাতে ১৬৪টি সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সংস্থা প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদ্যমান হাওর মহাপরিকল্পনার নির্ধারিত বাস্তবায়নকাল ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত।

তিনি জানান, 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'-এ প্রয়োজনীয় জনবল নেই। অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে মোট ১১৮টি অনুমোদিত পদের নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা/কর্মচারী, ২০১৭) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একজন অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক হিসেবে দুইজন যুগ্ম-সচিব, একজন উপসচিব ও একজন বিসিএস কর্মকর্তা (ইকোনমিক ক্যাডার) প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে ২৯ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো- দেশের হাওর অঞ্চলসহ নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; জলাভূমি ও হাওর এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা; হাওর অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে উৎসাহ প্রদান, সমন্বয় সাধন ও তদারকি; দেশের জলাভূমির উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

তিনি আরো জানান, 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' সাম্প্রতিককালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণিবিন্যাস, জলজ প্রাণি (Fauna) ও উদ্ভিদ (Flora) চিহ্নিত করে জলাভূমি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক এই সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত। সিলেট অঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর গতি প্রকৃতির ধারণাসঙ্গত মডেল যাচাই করতে Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক উদ্যোগটি জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। হাওরভুক্ত ৬টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishoreganj Districts শীর্ষক উদ্যোগটি ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।

হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যেসব অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিরূপণ এবং সম্ভাব্য সমাধান জানতে Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution শীর্ষক উদ্যোগটির মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭। দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরি করার উদ্দেশ্যে Study of Interaction between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।

হাওর মহাপরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ১৭টি খাতে ১৫৪টি সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সংস্থা প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি জানান, বিদ্যমান হাওর মহাপরিকল্পনা-এর নির্ধারিত বাস্তবায়নকাল ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত (২০ বছর) এবং প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ২৮০৪৩.০৫ কোটি টাকা। এই মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে হাওর অঞ্চলে ১৯টি সংস্থা ৪৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৯০.২৬ কোটি টাকা (বিস্তারিত ছক-১ এবং ছক-২ দ্রষ্টব্য)।

ছক-১: হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব

উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
পানিসম্পদ	৯	১৭৮৩.৭৪
কৃষি	২০	২০৩৮.৯৭
মৎস্য এবং মুক্তা চাষ	২২+১=২৩	৫০৪৪.২৩+১০০= ৫১৪৪.২৩
প্রাণিসম্পদ	১০	৭৬৬.৯৪
বনজ সম্পদ	৬	২৪৬৫.০৪
জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি	১০	১১৩০.০০
যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৫	৫১৬২.৭৭
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন	২	১০৫০.০০
গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন	৯	৯১.০০
শিক্ষা	৭	৭১৯.৭৫
স্বাস্থ্য	১৬	১২০৩.৬৩
পর্যটন	১৩	৩৮.৯২
সামাজিক সেবা	৬	১৫৬.০০
শিল্প	৯	৭২৭.১৭
বিদ্যুৎ ও শক্তি	৪	৩৪০৯.৮৯
খনিজ সম্পদ	৩	২১৫৫.০০
মোট	**১৫৪**	**২৮০৪৩.৩০৫**

ছক-২: হাওর মহাপরিকল্পনা-এর আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প

গৃহীত প্রকল্পসমূহের সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫	৭৫.৫০
যৌথ নদী কমিশন	১	-
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২	১৬৯৭.৪৫
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৭	১০৮৫.১৯
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২	১৯৫৬.৩৩
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১	৬৬৪.৪৩
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	২	-
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১	২৪৭.০
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	১	১.০
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২	৬৪৫.৫৬
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	২৪টি নৌপথ	-
খাদ্য অধিদপ্তর	১.৫ লাখ টন ধারণক্ষমতা	৪০০.৯১
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১০	১১৫৮.৪৩
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৫	৩৬৪.৭৭
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১	৪৩.৯৩
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১	৭৪.৮৫
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১	-
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১	১.৩৬
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২	৪৭৩.৫৫
সর্বমোট	**৪৮**	**৮৮৯০.২৬**

হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ড. মোঃ রুহুল আমিন 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'-এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করেন:

(ক) হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কর্তৃক সময়ের চাহিদার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) হাওরের জন্য যুগোপযোগী কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) হাওরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা তৈরি না করে নির্মিত রাস্তায় অধিক সংখ্যক সংযোগ সেতুর (bridge বা culvert) ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) হাওরে শব্দ দূষণরোধে ইঞ্জিনচালিত নৌকার পরিবর্তে ব্যাটারিচালিত নৌকার ব্যবহার প্রচলন; এবং

(ঙ) প্রত্যেক সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ এবং তা 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'-কে অবহিত করা।

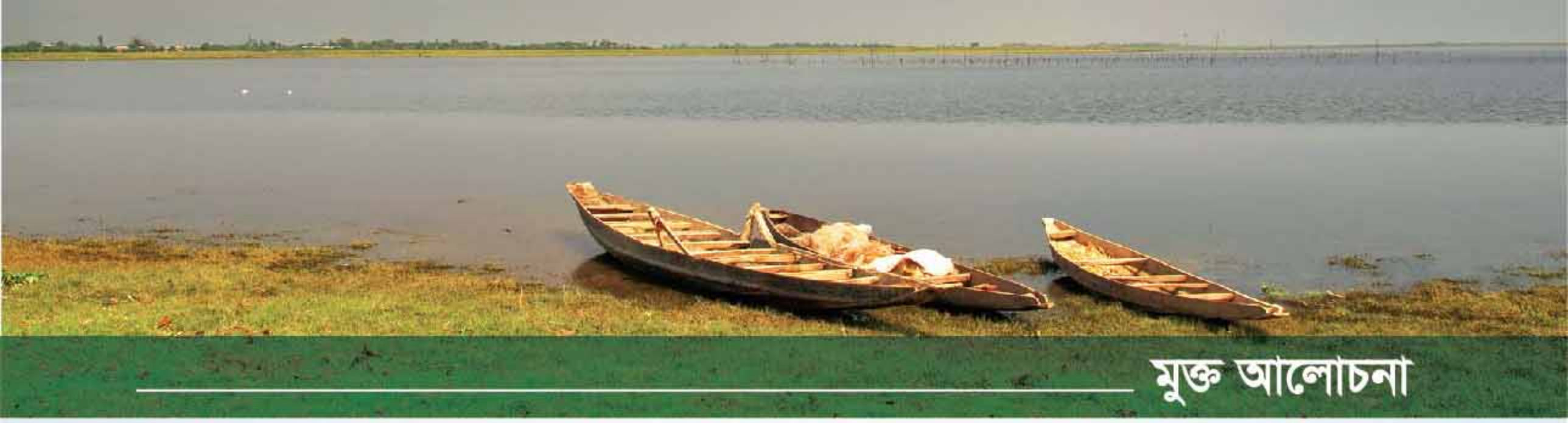

মুক্ত আলোচনা

মুর্শেদ আলম সরকার, নির্বাহী পরিচালক, পিপল'স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

হাওরের মধ্য দিয়ে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জনাব মুর্শেদ আলম সরকার বলেন, এ ধরনের রাস্তা ভবিষ্যতে হাওরে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এতে হাওরের কোন কোন এলাকা শুকিয়ে যেতে পারে, আবার কোন কোন এলাকায় জলাবদ্ধতাও সৃষ্টি হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় অপরিকল্পিভাবে বসতি ও রাস্তা নির্মিত হওয়ায় সেখানে পানির প্রবাহ ও মাছের উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তার মতে, হাওরের বৈচিত্র্য রক্ষার্থে উড়াল পথের (flyover) মতো রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে। পর্যটকদের জন্য এসব উড়াল পথ হাওর পরিদর্শন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে, যার ফলে হাওরাঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

হাওর মহাপরিকল্পনায় শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্প কারখানা স্থাপনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা সেখানকার পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি মনে করেন, হাওরে প্রচলিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষ করে, ধান কাটার সময় পরিবারের সবাইকে মাঠে ব্যস্ত থাকতে হয়। তখন স্কুলে উপস্থিতির হারও কমে যায়। এক্ষেত্রে, একাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করে ধান কাটার সময়ে ছুটি ঘোষণা করা যেতে পারে।

হাওরের জলাভূমিগুলোতে প্রতি মৌসুমেই পানি সেচে অবাধে মাছ ধরার প্রবণতা দেখা যায়। এতে হাওরে মাছের প্রজনন উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই অবাধে পানি সেচে মাছ ধরা বন্ধ করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। হাওরে জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির প্রসঙ্গে তিনি জানান, জলমহালগুলো অবমুক্ত না করার ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের তুলনায় বিত্তবানরা লাভবান হচ্ছেন। এছাড়া, হাওরের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান নদীগুলোকে 'মরা নদী' দেখিয়ে ইজারা দেয়া হচ্ছে, যা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

হাওরে বাল্যবিবাহের প্রকৃত চিত্রকে ভয়াবহ আখ্যা দিয়ে জনাব মুর্শেদ আলম সরকার সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তাব দেন। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে এ বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, হাওরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাসমান স্কুলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ বর্ষাকালে অনেক এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ভাসমান স্কুল যথেষ্ট কার্যকরী।

তিনি বলেন, পানিতে চলাচল উপযোগী অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই প্রত্যন্ত হাওর থেকে মুমূর্ষু রোগী বা গর্ভবতী নারীদের দ্রুত শহরের হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় না। হাওরে এ ধরনের অ্যাম্বুলেন্স চালু করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

যেহীন আহমদ, নির্বাহী পরিচালক, ফ্রেন্ডস্ ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)

হাওর অঞ্চলের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনাব যেহীন আহমদ ধান ও মাছের বাইরে অন্যান্য কৃষি, আধা-কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে হাওরবাসীর জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, হাওরবাসীর জীবিকায়ন হতে হবে কৃষির সাথে সম্পর্কিত, আর বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের সঙ্গেও হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাওরবাসীর জীবিকার বৈচিত্র্যায়ন ঘটাতে উন্নয়নমূলক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে, পিকেএসএফ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। হাওরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ সেতুর সমন্বয় ঘটিয়ে রাস্তা নির্মাণের পরামর্শও দেন তিনি।

জামিল চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফিমেল অ্যাকাডেমি

জনাব জামিল চৌধুরী মনে করেন, হাওরাঞ্চলের ভরাট হয়ে যাওয়া খাল-বিল, নদী-নালা খনন ছাড়া অন্য কোন কর্মকৌশল সেখানকার উন্নয়নে কাজে আসবে না। এসব নদী-নালা খনন করা হলে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা অর্থ অপচয়েরও প্রয়োজন হবে না।

তিনি জানান, হাওরে এক সময় প্রচুর নল-খাগড়া, হিজল, তমাল ও বরুন গাছের বনাঞ্চল ছিল। এছাড়া, কাঁকড়া ও কুঁচিয়াসহ অনেক মূল্যবান মৎস্য প্রজাতি হাওরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত, যা আজ বিলুপ্তির পথে। কাজেই হাওরের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় শীঘ্রই পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তিনি বলেন, হাওরে বর্ষাকালে অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে পারে না।

বর্ষাকালে (প্রায় ৭-৮ মাস) হাওরে বসবাসরত নারীদের তেমন কোন কাজ থাকে না। হাওরে কুটির শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে এসব নারীদের কর্মমুখী করা গেলে একদিকে যেমন হাওরের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। হাওরের কৃষিখাত উন্নয়নে সমন্বিত চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ড. দিবালোক সিংহ, নির্বাহী পরিচালক, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)

হাওরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসকে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে ড. দিবালোক সিংহ বলেন, এ দু'টি বিষয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাওরের জন্য বিশেষায়িত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি জানান, ভিয়েতনামে মাত্র ৯০ দিনে (স্বল্পমেয়াদি) ধান উৎপাদিত হলেও, এদেশের কৃষকরা ১১০-১২০ দিনের পূর্বে ধান উৎপাদন করতে পারছেন না। তাছাড়া, হাওরের কৃষকরা জলমহালসহ অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের দাবি আদায়ের বিষয়টি রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে জড়িত থাকায় এ ধরনের সম্মেলনে হাওরবাসীর সক্রিয় উপস্থিতি ও জোরালো মত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

ইকবাল আহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

জনাব ইকবাল আহাম্মদ জানান, হাওর মহাপরিকল্পনার অধীনে সরকার প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অনেক প্রকল্পও হাওরে বাস্তবায়নাধীন। হাওর অঞ্চলে এসব প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে জোরালো সমন্বয়ের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন জরুরি। এছাড়া, এসব প্রকল্পের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে তা হাওরবাসীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের (stakeholder) সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন করা দরকার।

কনক দাশ, শিক্ষা সুপারভাইজার (সমৃদ্ধি কর্মসূচি), পল্লী বিকাশ কেন্দ্র

জনাব কনক দাশ জানান, হাওরে সরকারি-বেসরকারি স্কুল থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সেক্ষেত্রে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত স্কুলগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব দূর করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলভীতি দূর করা এবং ঝরে পড়া রোধে নিয়মিতভাবে কাজ করছে। কিন্তু হাওরের গ্রামগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হওয়ায় বর্ষাকালে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যায়। বৈশাখ মাসে হাওরে ধান কাটার সময় বাবা-মা মাঠে ব্যস্ত থাকেন। তখন গার্হস্থ্য কাজ ও সহায়-সম্বল দেখাশোনার জন্য সন্তানদের বাড়িতে রেখে যান তারা। ফলে, ধান কাটার মৌসুমে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম থাকে। তিনি বৈশাখ মাসে হাওর অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ছুটি ঘোষণা করা এবং বর্ষাকালে স্কুলে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করতে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন।

মাজহারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ

জনাব মাজহারুল ইসলাম বলেন, এক সময় এদেশের জলাভূমিগুলোতে ২৬৫ প্রজাতির দেশি মাছ পাওয়া যেত। তবে অনেক প্রজাতির মাছই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হাওরের মৎস্যসম্পদ হাওরাঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য এলাকার জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণের অন্যতম বড় উৎস। তিনি উল্লেখ করেন, হাওরের মলা, ঢেলা, টেংরা ও পুঁটিসহ অনেক দেশি প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। হাওরে বিদেশি প্রজাতির মাছ চাষ করা হলে দেশি প্রজাতির এই মাছগুলোর প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে এগুলোর বিলুপ্তি ঘটতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বিদেশি প্রজাতির মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দেশি প্রজাতির ছোট ছোট মাছ থেকে যে পুষ্টি উপাদান (micronutrient) পাওয়া যায়, তার অভাব বিদেশি প্রজাতির মাছে পূরণ হবে না। তাই, দেশি প্রজাতির মাছের বৃহত্তর প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে হাওরকে সংরক্ষণ করা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

হাজী তহুর আলী, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সুনামগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ

জনাব তহুর আলী মনে করেন, সুনামগঞ্জ হলো ধানের দেশ, মাছের দেশ ও বালুর দেশ। কিন্তু খাল-বিল, নদী-নালা ও অন্যান্য জলাশয় দিনদিন ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে, ওই অঞ্চলে মাছের পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটছে। তিনি হাওরে মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চৈত্র থেকে বৈশাখ মাসে মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব করেন।

শুপুরেন নেছা সুকর্ণা, স্বাস্থ্যকর্মী, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

জনাব সুকর্ণা বলেন, হাওর এলাকায় সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগ পদ প্রায়ই শূন্য থাকে। সরকারি কর্মকর্তারা হাওরে নিয়োগ পাওয়ার সাথে সাথেই অন্যত্র বদলির জন্য তদবির করতে থাকেন। এ কারণে হাওরবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানাবিধ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তার মতে, হাওরবাসীর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে হাওরে সরকারি বিভিন্ন শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করা উচিত।

খালেদ ইহতেশাম, মনিটরিং অফিসার, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

জনাব খালেদ ইহতেশাম জানান, হাওর অঞ্চলে অনেক অনুর্বর জমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। তিনি এসব জমির উর্বরতা বাড়িয়ে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, হাওরে সরকারি বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ শূন্য থাকে। হাওর অঞ্চলে নিয়োগ পাওয়ার পরপরই অনেকে তদবির করে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এক্ষেত্রে, সরকারি নিয়োগের সময় এই মর্মে পরিপত্র জারি করা যেতে পারে যেন, হাওরাঞ্চলে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সেখানেই থাকতে বাধ্য হন।

তিনি জানান, পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান সবসময়ই বলেন, 'কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভবপর নয়'। তাঁর এই ধারণাটি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ হাওরে বসবাস করেন। পিছিয়েথাকা এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। পিকেএসএফ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে হাওরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

তিনি বলেন, হাওর একটি সমস্যাসঙ্কুল এলাকা। এখানকার জীবন পদ্ধতি, কর্মবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ সম্মেলনের মাধ্যমে হাওরের টেকসই উন্নয়নে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর সমন্বয় করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও অধিদপ্তরে কার্যার্থে প্রেরণ করা হবে।

হাওর অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও বিপণন মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা। কিন্তু হাওরের জলমহালগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় ইজারা দেয়া হয়, যা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বর্ষাকালে হাওরগুলো যখন সমুদ্রের মতো বিশাল আকার ধারণ করে তখন সেখানকার স্বাস্থ্যসেবাও ভয়াবহ সংকটে পড়ে। তখন ভাসমান হাসপাতালের প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া, বন্যাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ক্ষেত্রবিশেষে ভাসমান স্কুলেরও দরকার হয়। হাওরের অধিকাংশ এলাকা জনবিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানকার বাল্যবিবাহ, ইভটিজিংসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে তথ্য পাওয়া ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ কষ্টকর বলে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের আকস্মিক বন্যার পর পিকেএসএফ থেকে হাওরে বসবাসরত সদস্যদের মাঝে ২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, সদস্যদের ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধের পাশাপাশি সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, যাতে তারা সহজেই সঞ্চয় উত্তোলন করে পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিকেএসএফ-এর ২০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণদানের বিষয়টি বিভিন্ন সভায় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে তিনি সবাইকে অবহিত করেন। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

হাওর একটি সমস্যাসঙ্কুল এলাকা। এখানকার জীবন পদ্ধতি, কর্মবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ সম্মেলনের মাধ্যমে হাওরের টেকসই উন্নয়নে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর সমন্বয় করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও অধিদপ্তরে কার্যার্থে প্রেরণ করা হবে।

তিনি বলেন, দেশের উপকূল, পাহাড়, সমতল এবং হাওর এলাকার উন্নয়নের চিত্র ভিন্ন প্রকৃতির। হাওর এলাকার প্রকৃতির সাথে মানানসই কার্যক্রম গ্রহণ করে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় প্রত্যন্ত হাওরে বসবাসরত সদস্যদের বিশেষায়িত আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা দেয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে হাওরবাসীর উন্নয়নে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছে। হাওরের টেকসই উন্নয়ন তথা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পিকেএসএফ সরকারকে সহায়তা করে যাবে বলেও তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

ড. জয়া সেনগুপ্ত

মাননীয় সংসদ সদস্য (সুনামগঞ্জ-২)

সংসদ সদস্য জয়া সেনগুপ্ত বলেন, রাজধানীর চাকচিক্য ও আভিজাত্যের মধ্য থেকে হাওরকর্মীর দুঃখ দুর্দশা যথাসময়ে অনুধাবন করা যায় না। আপনারা যারা এখানে এসেছেন, তারা হয়তো পত্রপত্রিকা বা বাইরে থেকে হাওরের চালচিত্র বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারেন, কিন্তু সারা বছর হাওর এলাকার বাস্তবতা কিন্তু খুবই করুণ। আমার প্রত্যাশা এই সম্মেলন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমাদের সকলের আন্তরিক উদ্যোগ প্রত্যাশা করি।

হাওরবাসীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে অবশ্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাওরে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের অকাল বন্যার পর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে ত্রাণ সামগ্রী। পরবর্তী ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাওরবাসীর জন্য সরকারি খাদ্য কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা হয়েছে। অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য টিন সরবরাহ করা হয়েছে। বন্যায় ফসল হারানো কৃষকদের হতাশা কাটিয়ে উঠার জন্য বিনামূল্যে সারসহ কৃষি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সৃষ্টি না হয়। এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য।

হাওর সুরক্ষায় ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম এখনও পর্যন্ত তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি কিন্তু সরকার ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করলে এ অঞ্চলের উন্নতি হবে। এখানকার অধিবাসীদের দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্ত করা যাবে।

ড. জয়া সেনগুপ্ত বলেন, হাওরবাসীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে অবশ্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাওরে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের অকাল বন্যার পর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে ত্রাণ সামগ্রী। পরবর্তী ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাওরবাসীর জন্য সরকারি খাদ্য কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা হয়েছে। অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য টিন সরবরাহ করা হয়েছে। বন্যায় ফসল হারানো কৃষকদের হতাশা কাটিয়ে উঠার জন্য বিনামূল্যে সারসহ কৃষি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি গৃহপালিত পশুদের জন্য পশুখাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে এবং আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী যে কোন উদ্যোগে তিনি নিজে সবার পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

হাওরে প্রচলিত প্রবচন 'ঘরে ঘরে ধান, গলায় গলায় গান' -এর মতো সুদিন ফিরে আসবে এই প্রত্যাশা রেখে, এবং সর্বোপরি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে হাওরকে সুখী ও সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার আশা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মুহিবুর রহমান মানিক
মাননীয় সংসদ সদস্য (সুনামগঞ্জ-৫)

জনাব মুহিবুর রহমানের মতে, হাওরাঞ্চলে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওরবাসী এতটা পিছিয়ে থাকত না। তিনি মনে করেন, হাওরবাসীর জন্য হাওরের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় ফ্লাইওভার (উড়াল সড়ক) নির্মাণ করা যেতে পারে। এতে হাওরের সৌন্দর্য ও বিশাল জলরাশি দেখতে আসা পর্যটক ও দর্শনার্থীরা হাওর এলাকার সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি জানান, হাওরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত Rural Management Project শীর্ষক প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ব্লকের মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা তৈরি করা হয়। বর্তমানে এসব রাস্তা মানুষের ভোগান্তিতে পরিণত হয়েছে। রাস্তা তৈরির সময় বিভিন্ন খাতে অপরিকল্পিতভাবে যেসব খরচ হয়েছে তার জবাবদিহিরও কোন ব্যবস্থা নেই বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

তিনি বলেন, হাওরে যত্রতত্র ফসল রক্ষা বাঁধ ও রাস্তা তৈরির জন্য দাবি করা হয়। কিন্তু এসব রাস্তাই অনেক সময় হাওরের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, হাওরাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বাড়িঘর নির্মাণের তুলনায় রাস্তা তৈরির খরচই বেশি হবে। অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা এ ধরনের রাস্তাঘাট, বসতি ও ভূমির ব্যবহার ভবিষ্যতে হাওরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

তিনি জানান, ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের বন্যার পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওরাঞ্চল পরিদর্শনে যান। তাঁর সদয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সরকার দুর্গম হাওর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু এলাকায় এসব স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ১০০টি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, হাওরের বিদ্যমান স্কুলগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। এছাড়া, চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতেও ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তিনি মনে করেন, হাওরাঞ্চলে ভাসমান স্কুল ও ভাসমান হাসপাতাল পরিচালনার প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যমান হাসপাতাল ও স্কুলগুলোকে কার্যকর করা জরুরি। এছাড়া, হাওরাঞ্চলের জন্য সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে হাওরবাসীকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তাঁর মতে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ চিকিৎসা ও বিসিএস-এর ক্ষেত্রে স্থানীয়দের নিয়োগ দেয়া হলে তুলনামূলকভাবে তারা নিজ এলাকার উন্নয়নে বেশি মনোযোগী হবেন।

> সরকার দুর্গম হাওর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু এলাকায় আবাসিক স্কুল স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতে এমন আরও ১০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন, হাওরের জলমহাল ইজারা থেকে সরকার রাজস্ব হিসেবে কিছু অর্থ আয় করে থাকে। জলমহাল ইজারা না দিয়ে উন্মুক্ত রাখা হলে স্থানীয় প্রভাবশালীরাই বেশি সুবিধা আদায় করেন। আর প্রকৃত জেলেরা থেকে যান বঞ্চিত। এক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ছোট জলমহালগুলো (অনূর্ধ্ব ২০ একর) ইজারা না দিয়ে উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনা তদারকি জোরদার করা হলে হাওরের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। হাওরকে বিরল প্রজাতির মাছের জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং অবাধে সেচের মাধ্যমে পানি শুকিয়ে মাছ ধরার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোয়াজ্জেম হোসেন রতন

মাননীয় সংসদ সদস্য (সুনামগঞ্জ-১)

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এদেশের উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মতো স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা হওয়ায়, হাওর অঞ্চলকে 'হাওরবঙ্গ' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। হাওরকে নিয়ে পৃথক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেখানে বসবাসরত পিছিয়েপড়া একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা হওয়ায়, হাওর অঞ্চলকে 'হাওরবঙ্গ' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। হাওরকে নিয়ে পৃথক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেখানে বসবাসরত পিছিয়েপড়া একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবেন।

তিনি উল্লেখ করেন, হাওরে সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ পাওয়া শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কর্মকর্তাই বেশিদিন হাওরে অবস্থান করেন না। ফলে হাওরবাসী ওই ৬০ ভাগ সরকারি সেবা থেকে প্রায় সব সময়ই বঞ্চিত থাকেন। এক্ষেত্রে, সরকারি কর্মকর্তাদের হাওরে ধরে রাখতে উৎসাহদানের ব্যবস্থা হিসেবে হাওর-ভাতা চালু করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

হাওরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তত ৪০ ভাগ পদ শূন্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাওর অঞ্চল থেকে পাশ করা পুরুষ ও নারীদের হাওরের স্কুলগুলোতে নিয়োগ দেয়া উচিত।

হাওরের বেড়িবাঁধগুলো অনেকক্ষেত্রেই অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া, প্রতি বছর বাঁধের নিচ থেকে মাটি কেটে এবং ধানক্ষেতের জমি নষ্ট করে মাটি আনা হচ্ছে।

তিনি আরো জানান, হাওরে ১০০-২০০টি পরিবারকে একক গ্রামভুক্ত করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিমজ্জনযোগ্য (submersible) রাস্তা নির্মাণ করা হলে ধানসহ হাওরের অন্যান্য কৃষিপণ্যের পরিবহন ত্বরান্বিত হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার Haor Infrastructure and livelihood Improvement Project (HILIP) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এতে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি হাওরবাসীর ভোগান্তি কমবে এবং তাদের গতিশীলতা বাড়বে। ফলে, হাওর থেকে ধানসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য পরিবহন সহজ হবে।

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন হাওরাঞ্চলে সুরক্ষা দেয়ালসহ স্কুল নির্মাণের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে, দেয়াল না থাকলে পানিতে ডুবে শিক্ষার্থীদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

তিনি উল্লেখ করেন, গত বর্ষা মৌসুমে তাঁর নির্বাচনী এলাকাভুক্ত কয়েকটি স্কুলে ৬টি শিশুর পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়। এছাড়া, ২০১০ সালে নৌকায় স্কুলে আসার পথে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় পানিতে ডুবে ১৭ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে, তিনি হাওরে আবহাওয়া তথ্যকেন্দ্র অথবা কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

হাওরে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়হীন ও অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। বাস্তবতার আলোকে আইন ও উচচ প্রণয়নসহ সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

অ্যাডভোকেট শামছুন নাহার বেগম
মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত নারী আসন)

'মাছ, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' উদ্ধৃতি টেনে জনাব শামছুন নাহার তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, হাওরের অনেক দেশি প্রজাতির সুস্বাদু মাছ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। সরকার ও পিকেএসএফ-এর সমন্বিত সহযোগিতায় হাওরের এই মাছগুলো বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। হাওরের মৎস্যসম্পদ রক্ষা শুধু অর্থনৈতিক পরিসম্পদ নয়, এটা অঞ্চলের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য।

তিনি জানান, অনেক হাওর পলি মাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যা খনন করা হলে হাওর মাছে আরো সমৃদ্ধ হবে। তিনি জানান, বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং পিকেএসএফ-এর সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করবে এবং মাছ রপ্তানী করে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবে বলে তিনি আশাবাবদ ব্যক্ত করেন।

হাওর সুরক্ষায় ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম এখনও পর্যন্ত তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি কিন্তু সরকার ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করলে এ অঞ্চলের উন্নতি হবে। এখানকার অধিবাসীদের দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্ত করা যাবে।

সরকার ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করলে এ অঞ্চলের উন্নতি হবে। এখানকার অধিবাসীদের দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্ত করা যাবে

হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় জন্ম নিয়েছেন হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম, রাধারমন দত্তসহ জাতীয় পর্যায়ের নামকরা বহু মরমী শিল্পী। তাই সুনামগঞ্জকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে অভিহিত করে তিনি এ অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সৃষ্টি না হয়।এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য।

হাওরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

এম. এ. মান্নান

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান জানান, হাওরের প্রাকৃতিক বৈরিতার মধ্যেই সেখানকার মানুষ অভিযোজনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। তবে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে হাওরের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে ২০১২ সালে প্রায় ২৮০৪৩.০৫ কোটি টাকা বাজেট সম্বলিত 'হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন।

দাতা সংস্থাগুলো নিজ দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ মত পরিবর্তন করে। ফলে, এনজিওদের অনেক কার্যক্রম মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তবে, এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার সচেতন রয়েছে এবং পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এনজিওগুলোর সাথে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করেছে।

সরকার দেশের উন্নয়নে অর্থ, জনবল ও প্রযুক্তিতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের অপচয় হওয়া সত্ত্বেও সরকারের অবদান হালকা করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তাঁর মতে, দেশের উন্নয়ন খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এনজিওদের অনেক কাজ ভালো হলেও তা অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন। দাতা সংস্থাগুলো নিজ দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ মত পরিবর্তন করে। ফলে, এনজিওদের অনেক কার্যক্রম মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তবে, এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার সচেতন রয়েছে এবং পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এনজিওগুলোর সাথে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করেছে। তিনি জানান, বিশ্বব্যাংকের কিছু শর্ত না মানার কারণে ব্যাংকটি অর্থায়নে পিছিয়ে গেলে বাংলাদেশ সরকার সাহসিকতার সাথে নিজস্ব অর্থায়ন ও ধ্যান-ধারণায় ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা করে।

তিনি উল্লেখ করেন, পিছিয়েপড়া মানুষের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হাওর এলাকার জন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্প 'একনেক'-এ (Executive Committee of the National Economic Council) উপস্থাপিত হলে তা সব সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। সম্প্রতি হাওরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সুনামগঞ্জে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে একনেক-এ উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, হাওর থেকে দেশি প্রজাতির অনেক সুস্বাদু মাছ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কই, শিং, মাগুরও ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। হাওরের প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে মাছ কমে যাওয়ায় বর্তমানে হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন করতে হচ্ছে। তিনি মনে করেন, হাওর প্রকৃতপক্ষে মাছ চাষের জায়গা নয়। হাওরকে ইজারামুক্ত রাখার পক্ষে মত পোষণ করে তিনি জানান, আবহমানকাল থেকে হাওরের যে পরিবারগুলো মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছেন, তাদেরই হাওরে মাছ ধরার সুযোগ থাকা উচিত।

হাওরের উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান এবং পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা হাওরের উন্নয়নে কাজে লাগবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। পিছিয়েপড়া হারওবাসীর উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি উল্লেখ করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

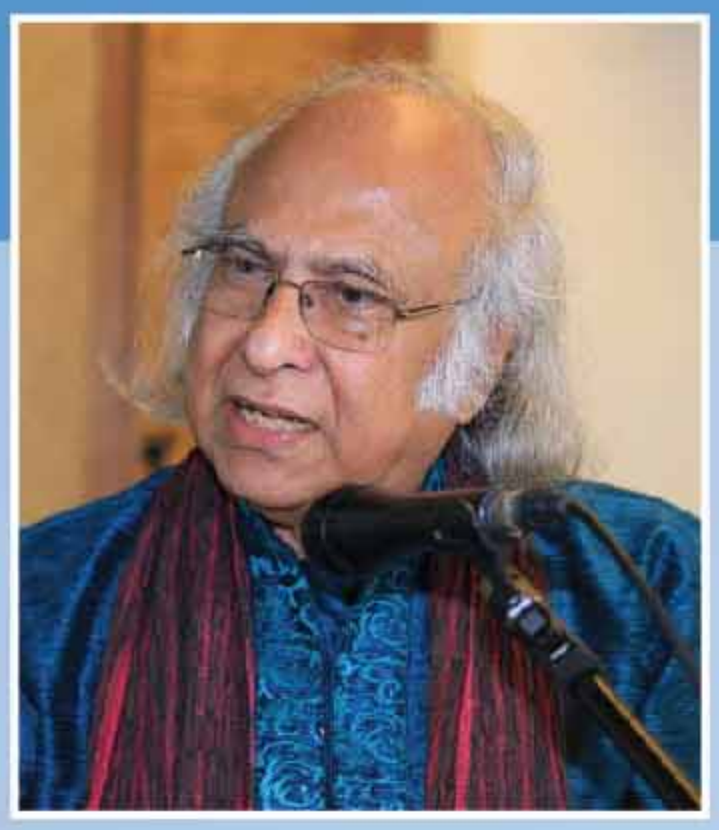

সমাপনী বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দেশ এগিয়ে গেলেও কিছু অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী এখনও উন্নয়নের ধারা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। হাওর অঞ্চল ও হাওরবাসী এর মধ্যে অন্যতম। পিকেএসএফ ১৬টি গোষ্ঠী ও অঞ্চল চিহ্নিত করেছে, যেখানে উন্নয়নের সুফল এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। এসব পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য পিকেএসএফ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করছে।

তিনি জানান, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় পিকেএসএফ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। রাষ্ট্রীয় নীতি, সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং পরিকল্পনা দলিলগুলোকে বিবেচনায় রেখেই এসব কার্যক্রম সাজানো হয়। হাওর এলাকায়ও পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ সরাসরি দরিদ্র মানুষের নিকট পৌঁছে বাস্তবতার নিরিখে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন পরিষেবা, বিভিন্ন নীতিমালা এবং বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা হয়। এভাবেই পিকেএসএফ টেকসই উন্নয়নের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যতম প্রতিপাদ্য হলো, উন্নয়নের ধারায় কাউকে বাদ না দেয়া। তিনি জানান, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উল্লিখিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গৃহীত হওয়ার আগে থেকেই পিকেএসএফ এ জাতীয় কাজ শুরু করেছে, যা এখন ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১২টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার, তা সরকারের রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এদেশ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনেও সফল হবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশকে এখন উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের অবস্থার এই পরিবর্তনকে আরো সমুন্নত করার মূলমন্ত্র হচ্ছে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যাওয়া।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উল্লিখিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গৃহীত হওয়ার আগে থেকেই পিকেএসএফ এ জাতীয় কাজ শুরু করেছে, যা এখন ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১২টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

পরিশেষে, সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের আলোকে হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

ক. শিক্ষা সংক্রান্ত

১. হাওরের গ্রাম বা হাটিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় বর্ষাকালে শিক্ষার্থীরা সময়মতো স্কুলে যেতে পারে না। তাই বষায় সাঁকো ও কালভার্টের মাধ্যমে গ্রাম বা হাটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। তাছাড়া এ সময় হাওরের কোন কোন এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে প্রয়োজনে ভাসমান স্কুলের ব্যবস্থা করা।

২. হাওরে ধান কাটার মৌসুমে পরিবারের সবার ব্যস্ততার কারণে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি কমে যায়। এ সমস্যা নিরসনে হাওরের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করে ধান কাটার সময়টাতে ছুটি ঘোষণা করা।

৩. বর্ষাকালে হাওরের স্কুলগুলোতে পড়তে এসে অনেক সময় পানিতে ডুবে শিক্ষার্থীদের মৃত্যু হয়। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলগুলোর চারপাশে সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করা।

৪. বর্ষাকালে দুর্গম হাওর অঞ্চলগুলো সাধারণত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। এসব অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য সম্ভব হলে আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৫. হাওরের বেশিরভাগ স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতি থাকে না। এসব স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথাযথ উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

খ. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত

১. হাওরের বিদ্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ সংকট নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে, সম্ভব হলে হাওর অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রেষণের (Deputation) মাধ্যমে ডাক্তার নিয়োগ পরিহার করা।

২. বর্ষাকালে হাওরগুলো যখন সমুদ্রের আকার ধারণ করে তখন সেখানকার স্বাস্থ্যসেবায় ভয়াবহ সংকট দেখা দেয়। ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে এ সময় প্রত্যন্ত হাওর থেকে মুমূর্ষু রোগী বা গর্ভবতী নারী শহরের হাসপাতালে দ্রুত পৌছতে পারে না। এ ধরনের সমস্যা দূরীকরণে বর্ষা মৌসুমে হাওরে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে ভাসমান হাসপাতাল পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. হাওর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা খুবই নাজুক। সেখানকার অধিকাংশ দরিদ্র খানায় স্বাস্থ্যসম্মত স্থায়ী টয়লেট নেই। হাওরবাসীর স্বাস্থ্যগত উন্নয়নে উন্নত স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি নিশ্চিতের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

গ. জীবিকা সংক্রান্ত

১. হাওরাঞ্চলের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো হাওরবাসীর জন্য ধান ও মৎস্য বহির্ভূত অন্যান্য কৃষি, আধা কৃষি ও অকৃষি খাতে টেকসই জীবিকায়ন সৃষ্টি করা। হাওরবাসীর জীবিকার বৈচিত্র্যায়ন ঘটাতে এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. হাওরবাসীর টেকসই জীবিকায়নে তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানভিত্তিক কারিগরি সেবা তথা প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন এবং বাজারজাতকরণ সংবলিত প্যাকেজ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

৩. হাওরের জন্য প্রযোজ্য কৃষিভিত্তিক যুগোপযোগী ও নতুন নতুন উদ্ভাবনগুলো হাওরে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে, হাওরের জন্য স্বল্পমেয়াদি ধান উদ্ভাবন ও চাষের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৪. হাওরাঞ্চলে অনেক অনুর্বর জমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। এসব জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে চাষাবাদের আওতায় আনার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. হাওরের নদ-নদী ও খাল-বিল ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এতে মাছের পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটছে। হাওরকে মাছে সমৃদ্ধ করতে এসব নদী-নালা খননের উদ্যোগ নেয়া।

৬. হাওরের কোন কোন এলাকায় দেশি প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করে বিদেশি মাছ চাষের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দেশি প্রজাতির মাছের বৃহত্তর প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে হাওর সংরক্ষণে এ ধরনের চাষাবাদ বন্ধ করা।

৭. নির্বিচারে হাওরের সব ধরনের জলমহাল ইজারা দেয়া পরিহার করা। এক্ষেত্রে, ছোট ছোট জলমহালগুলো (অনূর্ধ্ব ২০ একর) ইজারা না দিয়ে অবমুক্ত রাখা। এছাড়া, জলমহাল ইজারার অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট রাখা এবং প্রয়োজনে লটারির ব্যবস্থা করা।

৮. অনেক ক্ষেত্রে হাওরের প্রবাহমান নদীগুলোকে মরা নদী দেখিয়ে ইজারা দেয়া হয়। এ ধরনের ইজারা প্রদান বন্ধ করা।

৯. হাওরে বাজার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতার কারণে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। এ জাতীয় সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. হাওরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে মৎস্যজীবীদের জীবিকা তথা আয়ের উৎস সীমিত হয়ে আসে। এ সময় বিকল্প কর্মসংস্থান বাস্তবায়নে তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

১১. বর্ষাকালে (প্রায় সাত-আট মাস) হাওরে বসবাসরত নারীদের তেমন কোন কাজ থাকে না। এ সময় নারীদের কর্মমুখী রাখার জন্য হাওরে কুটির শিল্প উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ. পরিবেশ সংক্রান্ত

১. হাওরে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা বা বাঁধ নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতে হাওর শুকিয়ে যাওয়া বা হাওরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ঝুঁকি থাকে। হাওরের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থে হাওরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা তৈরি না করে বিরাজমান রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেতু ও কালভার্টের ব্যবস্থা রাখা।

২. হাওরের পরিবেশ সুরক্ষায় যেখানে সেখানে বসতি স্থাপন ও ভূমির ব্যবহার বন্ধ করা। হাওরে যাতায়াত ও কৃষিপণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে ১০০-২০০টি পরিবারকে একক গ্রামভুক্ত করে গ্রামের পাশে সাবমার্সিবল রাস্তা নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া।

৩. হাওর মহাপরিকল্পনায় হাওর এলাকা সংলগ্ন শিল্প কারখানা স্থাপনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাওরের পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা।

৪. হাওরের কোন কোন এলাকায় সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় হাওরবাসীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে হাওর অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ করা।

৫. হাওরের নল-খাগড়া, হিজল, তমাল ও বরুন গাছের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল এবং সেই সাথে নানা প্রজাতির পশুপাখি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এ প্রেক্ষাপটে হাওরের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. হাওরাঞ্চলে প্রতি বছর বাঁধের নিচ থেকে মাটি কাটা হয় এবং পরবর্তী বছর ধানক্ষেতের জমি নষ্ট করে মাটি সংগ্রহ করা হয়। হাওরের পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।

৭. বিরল প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধে হাওরকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা। সেই সাথে, হাওরে মাছের প্রজনন উৎসগুলো রক্ষায় শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ করা এবং নির্দিষ্ট জলাশয়ে মাছ ধরা বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করা।

৮. হাওরে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ও অতিথি পাখি শিকার করতে দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে তারা সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। হাওরে অতিথি পাখি শিকার বন্ধে কার্যকরী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৯. হাওরে শব্দ দূষণরোধে ইঞ্জিনচালিত নৌকার পরিবর্তে ব্যাটারিচালিত নৌকার ব্যবহার চালু করা।

অন্যান্য

১. জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ভিত্তিতে হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে, সরকারের রূপকল্প-২০২১, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলসমূহ বিবেচনায় রাখা।

২. হাওর অঞ্চল উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৩. হাওরাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে বেশিরভাগ পদ শূন্য থাকায় হাওরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানে সরকারি শূন্য পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৪. হাওরে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় হাওরবাসীকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং প্রেষণে

(Deputation) নিয়োগ যথাসম্ভব পরিহার করা। এছাড়া, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে হাওরে থাকার উৎসাহ প্রদানের অংশ হিসেবে তাদের জন্য হাওর-ভাতা চালু করা।

৫. অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রকল্পে হাওর, সমতল ও পাহাড়ি এলাকার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় না। হাওরে টেকসই অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট প্রণয়ন করা।

৬. 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'-এর কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানটির বিদ্যমান জনবল সংকট নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাশাপাশি, এ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও সেখানকার কার্যক্রম সক্রিয় করা।

৭. হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার পক্ষ থেকে সময়ের চাহিদার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি, হাওরে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের বিষয়ে 'বাংলাদশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'-কে অবহিত করা।

৮. বেশিরভাগ হাওর জনবিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় সেখানকার বাল্যবিবাহ, ইভটিজিংসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে সেগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণও দুষ্কর হয়ে পড়ে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৯. হাওর অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে জোরালো সমন্বয়ের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা। এছাড়া, এসব প্রকল্পের কার্যকারীতা বিশ্লেষণ করে তা হাওরবাসীসহ অন্যান্য সুবিধাভোগীদের অবহিত করা।

১০. প্রত্যন্ত হাওরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে 'সিবিও' (কমিউনিটি বেইজ্ড অর্গানাইজেশন) সমূহের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

১১. হাওরাঞ্চলে আবহাওয়া তথ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাওরবাসীকে আবহওয়ার পূর্বাভাস দ্রুত জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১২. হাওরে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং সমন্বয়হীন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিহার করা। এক্ষেত্রে, বাস্তবতার আলোকে আইন এবং ডিপিপি প্রণয়নসহ সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা।

১৩. হাওরবাসীর চলাচল এবং হাওরে উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে যথাযথ পরিকল্পনা অনুসারে হাওরাঞ্চলের নদীগুলোর পাড় দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কালভার্টসহ রাস্তা তথা বেড়িবাঁধ এবং হাওরের মধ্য দিয়ে সাবমার্সিবল রাস্তা তথা বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা।

১৪. হাওরের বৈচিত্র্য রক্ষার্থে এবং হাওরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে হাওরের সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ করা। হাওর অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশে ফ্লাইওভারগুলো হাওরের সৌন্দর্য পরিদর্শন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৫. হাওরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতে মাছ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাহারাদার নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১৬. মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিচালিত সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম 'সমৃদ্ধি' হাওর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৭. হাওর সম্মেলনের মাধ্যমে হাওরের টেকসই উন্নয়নে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো সমন্বিত করে তা কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা।

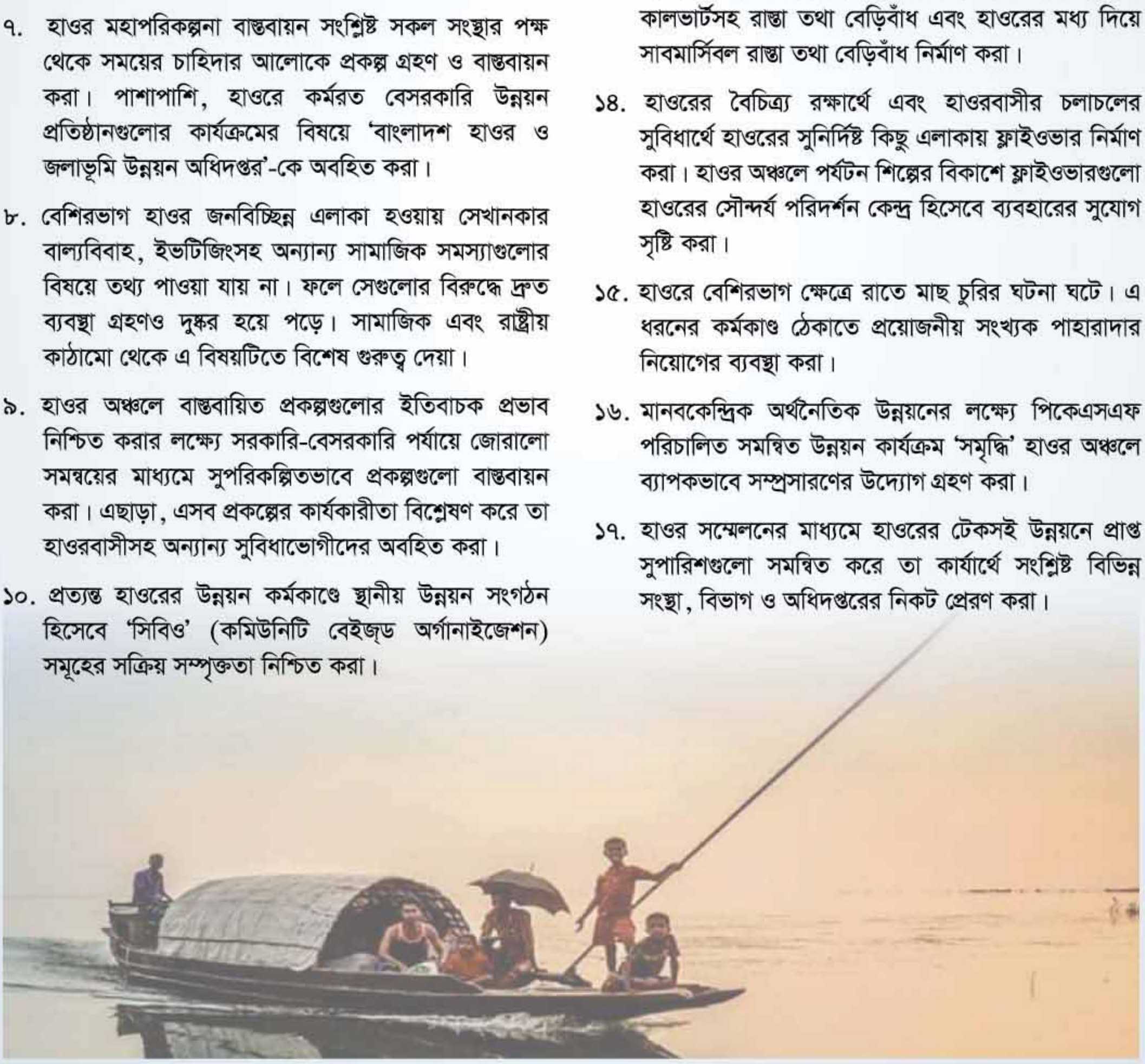

কারিগরি অধিবেশন

১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'হাওর সম্মেলন ২০১৮'-এর দ্বিতীয় অংশে ছিলো 'সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কারিগরি অধিবেশন। এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

অনুষ্ঠানে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর পক্ষ থেকে জনাব জাকির আহাম্মদ খান (হেড অব আরবান প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ), উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক থেকে জনাব কে.এ.এম. মোরশেদ (পরিচালক, অ্যাডভোকেসি, টেকনোলজি অ্যান্ড পার্টনারশিপ) এবং সহযোগী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর পক্ষ থেকে জনাব ইকবাল আহাম্মদ (নির্বাহী পরিচালক) হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) Green Climate Fund (GCF)-এর আওতায় Resilient Infrastructure and Livelihood for Flash Flood Prone Haor Areas of Bangladesh শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণাপত্রের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন। পাশাপাশি, কারিগরি সভার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর নির্ধারিত প্যানেলিস্ট হিসেবে জনাব জিয়াউল হক মুক্তা, সাধারণ সম্পাদক, Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL), জনাব একেএম মাজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং ড. এম. মোখলেছুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, Center for Natural Resource Studies (CNRS) বক্তব্য প্রদান করেন।

হাওর অঞ্চলে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে এই অধিবেশনে অংশ নেন।

সূচনা বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

কারিগরি অধিবেশনের সভাপতি ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সূচনা বক্তব্যে বলেন, পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানের দিক-নির্দেশনা ও দর্শনে উৎসাহিত হয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে পিকেএসএফ দেশব্যাপী মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

হাওরে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের অকাল বন্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল সোসাইটি-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে বন্যায় মাছের ব্যাপক ক্ষতির কারণ নির্ণয়ের জন্য তিনি বিজ্ঞানধর্মী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটির সুপারিশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণা দলের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ফসলে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত কীটনাশক (insecticide ও pesticide) হাওরের পানিতে মিশে যাওয়ায় মাছের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত থেকে বয়ে আসা বন্যার পানিতে তেজস্ক্রিয় উপাদানের কারণে মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অনেকের যে ধারণা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়।

> সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সহযোগী Department for International Development (DFID)-এর সহযোগিতায় পিকেএসএফ শীঘ্রই একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যেখানে হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দের বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন।

উপস্থাপনা

Resilient Infrastructure and Livelihood for Flash Flood Prone Haor Areas of Bangladesh
শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণাপত্র

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ

পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ তাঁর উপস্থাপনার শুরুতে জানান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে Green Climate Fund (GCF) শীর্ষক বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ৩০টি প্রতিষ্ঠান এই তহবিলপুষ্ট কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো পিকেএসএফ।

GCF সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায়, তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতিটি প্রকল্পের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় গঠিত এই তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও মানুষের জীবনাচরণে পরিবর্তন আসার কারণে অদূর ভবিষ্যতে হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি আরও বাড়বে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে GCF তহবিলের আওতায় হাওরের জন্য একটি টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির শিরোনাম Resilient Infrastructure and Livelihood for Flash Flood Prone Haor Areas of Bangladesh নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনায় ড. আহমাদ জানান, এ প্রকল্পের আওতায় প্রধানত দুই ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যার একটি হচ্ছে আশ্রয় সংশ্লিষ্ট যেখানে রয়েছে গ্রাম বা হাটি বর্ধিতকরণ, হাটি সংরক্ষণ দেয়াল নির্মাণ, সংযোগ সেতু (কালভার্ট) স্থাপন, এবং জলাভূমির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অপরটি হলো জীবিকায়ন যেখানে হাওরবাসীর জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করে তার প্রসার ঘটানো হবে। এক্ষেত্রে, হাওরবাসীর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ, ঘাত সহিষ্ণু ফসল চাষ, হাঁস পালন, মুক্তা চাষের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

> অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও মানুষের জীবনাচরণে পরিবর্তন আসার কারণে অদূর ভবিষ্যতে হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি আরও বাড়বে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে GCF তহবিলের আওতায় হাওরের জন্য একটি টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উপস্থাপনা

Concern's Experience in Sustainable Development in the Haor Region

জাকির আহমেদ খান

হেড অব আরবান প্ল্যান ডেভেলপমেন্ট, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

জনাব জাকির আহমেদ খান তাঁর Concern's Experience in Sustainable Development in the Haor Region শীর্ষক উপস্থাপনায় জানান, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড হাওরে ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২টি সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি হাওরবাসী উপকৃত হয়েছে।

> হাওরবাসীকে প্রচলিত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বের করে এনে যতই অর্থ সহায়তা বা কাজ দেয়া হোক না কেন, তাতে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে না।

উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে তাঁর উপলব্ধি, শুধু আর্থিক সচ্ছলতাই মানুষকে মুক্তি এনে দিতে পারে না, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক উন্নয়নও জরুরি। হাওরবাসীকে প্রচলিত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বের করে এনে যতই অর্থ সহায়তা বা কাজ দেয়া হোক না কেন, তাতে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে না। তাদেরকে যদি একটি ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা যায় এবং হাওরের জন্য প্রযোজ্য বাণিজ্যিক কৌশল শেখানো যায়, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন এবং সরকারি সেবাসমূহে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা গেলে তাদের উন্নয়ন তৎপরতা সহজ হয়ে যায়।

তিনি উল্লেখ করেন, হাওরভিত্তিক প্রকল্পগুলোতে হাওরে বসবাসরত পরিবারগুলোর জন্য যদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং যদি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়, তাহলে তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে দেখাতে পারে। Graduation Programme-এ সদস্যদের মাঝে যে পরিমাণ অনুদান সরবরাহ করা হয়, যদি তার সাথে সঞ্চয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে সদস্যরা নিজেরাই অনুদানের চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে আয় বাড়াতে পারে এবং তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যায়ন ঘটাতে পারে।

তিনি জানান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, হাওরের যেসব এলাকা অপেক্ষাকৃত কম প্লাবিত হয়, সেখানে বছরে একাধিকবার ফসল ফলানো সম্ভব। এক্ষেত্রে, একই জমিতে ধান, আলু, মরিচ, টমেটো, মূলা ইত্যাদি 'সাথী ফসল' হিসেবে চাষ করা যায়। এতে জমির উৎপাদনশীলতাও অনেকাংশে বেড়ে যায়। আবার অনেক সময় বহু সংখ্যক কৃষক একই ফসল উৎপাদন করে থাকে, ফলে বাজারে যোগান বেড়ে যায় এবং কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে, বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন করা হলে কৃষকেরা সর্বোচ্চ আয় বা লাভ নিশ্চিত করতে পারেন।

হাওরে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বিষয়ে তিনি বলেন, 'হিজল' প্রকল্পে কারিগরি সহযোগী (technical partner) হিসেবে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সাথে কাজ করে দেখা গেছে, সিবিওগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নমনীয় সার্ভিস চার্জে প্রত্যন্ত হাওরের সদস্যদেরকে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা দেয়া যায়। 'হিজল' প্রকল্প সমাপ্তির পরও বর্তমানে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ কর্মসূচি অব্যাহত রাখায় এবং এ কার্যক্রমভুক্ত সদস্যদের মাঝে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করায় তিনি পিকেএসএফ-এর প্রশংসা করেন।

এছাড়া, হাওর মহাপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং পরিকল্পনায় পর্যায়ভিত্তিক যে প্রকল্পগুলো চিহ্নিত হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন তিনি। সবশেষে, তিনি হাওরের টেকসই উন্নয়নে সমমনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও নীতিকাঠামো প্রণয়নকারীদের নিয়মিত সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

উপস্থাপনা

Life and Livelihood Sustainability in Haor

কে. এ. এম. মোরশেদ

পরিচালক (অ্যাডভোকেসি, টেকনোলজি অ্যান্ড পার্টনারশিপ), ব্র্যাক

জনাব মোরশেদ তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, প্রায় ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে হাওর বিস্তৃত। হাওরের জিডিপি শতকরা ছয় থেকে আট ভাগ। দেশের শতকরা প্রায় ১৫.৩ ভাগ ধান হাওরে উৎপাদিত হয়। তবে, হাওর সংক্রান্ত এসব তথ্যের যথার্থতা পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি জানান, হাওরের সমস্যাবলী এবং সমাধানের উপায়সমূহ সব হাওরের জন্য এক ও অভিন্ন নয়। একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে বিবেচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধরন ও প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা উচিত। তাঁর মতে, হাওরের প্রকৃতি কোন সমস্যা নয়। বরং হাওরে যুগ যুগ ধরে মানুষ বসবাস করে আসছে। হাওরের প্রধান সমস্যা হচ্ছে জীবিকার সমস্যা, যা হাওরের সব অঞ্চলের জন্য এক রকম নয়। হাওর উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

তিনি জানান, ব্র্যাক হাওরে ২০১৩ সাল থেকে Integrated Development Programme (IDP) বাস্তবায়ন করছে, যেখানে খানা পর্যায়ে ব্র্যাকের বাছাই করা ১০টি পরিষেবা এক সাথে প্রদান করা হয়ে থাকে। পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানের দর্শন 'মানুষের সমস্যা বহুমাত্রিক, তার সমাধানও বহুমাত্রিক' IDP কর্মসূচিতে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। হাওরকেন্দ্রিক চারটি উপজেলায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ বাসিন্দা সরাসরি ওই কর্মসূচির সুফল পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে হাওর এলাকায় যেসব সমস্যা রয়েছে, তা সমন্বিতভাবে অনেকটাই সমাধান করা যাচ্ছে।

হাওরের টেকসই উন্নয়নে ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে তিনি বলেন, ধান চাষের এলাকায় অপেক্ষাকৃত উঁচু সরকারি খাস বা পতিত জমিগুলো (কান্দা জমি) সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের আওতায় আনা গেলে, তা কৃষকদের আয়ের বড় সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। হাওরে আগাম বন্যা মোকাবেলার বিষয়ে তথ্য প্রদানকালে তিনি জানান, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আসামে একটি প্রকল্প চলমান আছে, যেখানে উজানের নদীগুলোর উচ্চতা নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ যদি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, তাহলে অকাল বন্যার অন্তত দুই দিন আগে ঢলের খবর পাওয়া যেতে পারে। হাওরে গ্রাম বা হাটি রক্ষাকারী বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি ৬০-৭০ বছর আগের গ্রামের 'অষ্টপ্রহরীদের' বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ কলা-কৌশলের শিক্ষণীয় দিকসমূহ বিবেচনায় আনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। হাওরে ইকোট্যুরিজমের বিষয়ে তিনি জানান, বর্তমান প্রেক্ষাপটে হাওর এলাকার জন্য এটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

> হাওরের সমস্যাবলী এবং সমাধানের উপায়সমূহ সব হাওরের জন্য এক ও অভিন্ন নয়। একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে বিবেচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধরন ও প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা উচিত।

পরিশেষে তিনি বলেন, হাওর এলাকার উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের ঘাটতি ও কার্যক্রম পরিচালনায় সমন্বয় না থাকার কারণে হাওরের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর মতে, হাওরকে নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা করা না গেলে শুধু অর্থই খরচ হবে, উদ্দেশ্য সফল হবে না। এক্ষেত্রে, তিনি পিকেএসএফ-কে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান।

উপস্থাপনা

হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন: উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয়

ইকবাল আহাম্মদ

নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

জনাব ইকবাল আহাম্মদ জানান, অতিদরিদ্রদের জন্য পিকেএসএফ-এর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০০ সালে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করে। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রত্যন্ত হাওরে কমিউনিটি বেইজড্ অর্গানাইজেশন (সিবিও) ভিত্তিক কাজ করে থাকে। এখানে সিবিওগুলোকে সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে স্বল্প খরচে প্রত্যন্ত হাওরবাসীর মাঝে বিকল্প পদ্ধতিতে ঋণ পরিষেবা পৌঁছে দেয়া হয়। পাশাপাশি, এখানে সদস্যদের জন্য সঞ্চয় ও রেমিটেন্স সুবিধা রয়েছে। মূলত SDG-এর অভীষ্টের আলোকে 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' শ্লোগানকে বিবেচনায় রেখে প্রত্যন্ত হাওরবাসীর জন্য এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

> প্রত্যন্ত হাওরে LIFT কর্মসূচির সিবিওভিত্তিক কার্যক্রম রয়েছে ... হাওরে এ পর্যন্ত ৩০টি সিবিও তৈরি করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত হাওরের আনুমানিক ২২ হাজার সদস্যের মাঝে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানের উৎসাহে হাওরের অনেক এলাকায় 'সমৃদ্ধি' শীর্ষক একটি বিশেষ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য টেকসইভাবে দূরীকরণের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। পাশাপশি, আয়বর্ধনমূলক ঋণ কর্মসূচি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কার্যক্রম, সম্পদ সৃষ্টির জন্য ঋণ কার্যক্রম এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া, প্রত্যন্ত হাওরে LIFT কর্মসূচির সিবিওভিত্তিক কার্যক্রম রয়েছে। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, দূরবর্তীতা, কার্যক্রম পরিচালনায় মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে শাখার মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যন্ত হাওরবাসীর নিকট আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া অনেকটা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে, হাওরে এ পর্যন্ত ৩০টি সিবিও তৈরি করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত হাওরের আনুমানিক ২২ হাজার সদস্যের মাঝে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে যদিও সিবিওগুলোকে সম্পৃক্ত করা যায় এবং এসব কার্যক্রম পরিচালনায় তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে হাওরের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা অনেকটা সহজ হবে। এক্ষেত্রে, সিবিওগুলোর মাধ্যমে প্রত্যন্ত হাওরে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির প্রসার ঘটবে। 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভিক্ষুক (উদ্যমী সদস্য) পুনর্বাসন কর্মসূচি, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ঋণ ও সঞ্চয়ের উন্নয়ন, 'সমৃদ্ধ বাড়ি' গড়ে তোলা এই অনুষঙ্গগুলো প্রত্যন্ত হাওরের জন্য উপযুক্ত হবে।

হাওরে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় তিনি জানান, 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত সদস্যরা নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ে কিভাবে আয় বৃদ্ধি করবে, সঞ্চয় দিয়ে কিভাবে তাদের উপকার হতে পারে, কোন কোন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সহায়তা নিলে বাজার সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে তা শিখতে পেরেছে। এছাড়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং হাওর এলাকার পরিবেশের জন্য যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার তাও 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি, PRIME কর্মসূচি, PACE প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে হাওরের জন্য একটি সমন্বিত ও টেকসই কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

প্যানেল আলোচনা

অধ্যাপক একেএম মাজহারুল ইসলাম

নৃতত্ত্ব বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

জনাব মাজহারুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সরকারি নথিপত্রগুলোতে হাওর সংক্রান্ত তথ্যের অসামঞ্জস্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন। হাওর অঞ্চলকে নিয়ে যেকোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে হাওরের উপযুক্ত সংজ্ঞা প্রণয়ন সাপেক্ষে হাওরের সঠিক সংখ্যা নিরূপণের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের সাথে সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় মূলত হাওরের বৃহৎ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ উঠে আসে। কিন্তু হাওরের তৃণমূল পর্যায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতার বিষয়ও আলোচনায় গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তিনি বলেন, হাওর অঞ্চলের প্রকৃত উন্নয়নের ক্ষেত্রে হাওরবাসীর জীবন-জীবিকার কৌশলের মধ্যে যে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

হাওরের টেকসই উন্নয়নকল্পে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রাম নিয়ে কাজ করে তাদেরকেও হাওর উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, তিনি কুমিল্লার Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) এবং বগুড়ার Rural Development Academy (RDA)-কে হাওরের উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

হাওর এলাকায় অপুষ্টিজনিত সমস্যার বিষয়ে তিনি জানান, শিশুদের অপুষ্টির কারণে বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (stunting level) ও উচ্চতার তুলনায় কম ওজন (wasting level) পরিস্থিতি খুবই হতাশাব্যাঞ্জক। খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে wasting ঘাটতি কিছুটা দূর করা সম্ভব হলেও, stunting -এর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জনাব ইসলাম মনে করেন, হাওরবাসীরা অতীতে যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে প্রকৃতির সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে দিনাতিপাত করতো, সে অভিলব্ধ জ্ঞান জানা জরুরি। হাওরবাসীর বংশ-পরম্পরায় অতিবাহিত এই কৌশলগুলোকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিভাবে আরও উন্নততর করা যায় তা খতিয়ে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে, হাওরের জন্য একটি তথ্য ভাণ্ডার তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি Life History Method-এ হাওরবাসীর জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বও তুলে ধরেন।

হাওরবাসীরা অতীতে যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে প্রকৃতির সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে দিনাতিপাত করতো, সে অভিলব্ধ জ্ঞান জানা জরুরি। হাওরবাসীর বংশ-পরম্পরায় অতিবাহিত এই কৌশলগুলোকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিভাবে আরও উন্নততর করা যায় তা খতিয়ে দেখা দরকার।

থাইল্যান্ডের ভাসমান বাজারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এদেশের হাওর অঞ্চলে এমন ব্যবস্থা চালু করা হলে তা ইকোট্যুরিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হতে পারে।

পরিশেষে, তিনি হাওর অঞ্চল উন্নয়ন কার্যক্রমে হাওরবাসীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। হাওর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতার সাথে হাওরবাসীর অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করে হাওরবাসীর জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যাশা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্যানেল আলোচনা

ড. এম. মোখলেছুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ

ড. মোখলেছুর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাওরের পরিবেশগত দিক আলোচনায় হাওরে জলাভূমি, বন এবং চিরহরিৎ বনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। হাওরের সম্পদসমূহের বর্ণনায় তিনি বলেন, শুষ্ক মৌসুমে হাওর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বোরো ধান চাষ হয়। কিন্তু ধান চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের জন্য অধিকাংশ সময় দরিদ্র কৃষকদের চড়া সুদে দাদন গ্রহণ করতে হয়। কোন কারণে ধান নষ্ট হয়ে গেলে দাদন পরিশোধ করতে গিয়ে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পরেন।

> হাওরের প্রাকৃতিক মাছগুলোকে যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে বর্ষাকালে সেগুলো যে শুধু হাওরে ডিম দেবে তা নয়, বাইরের নদীগুলোতেও ডিমের লভ্যতা বাড়বে। এই 'মাদার ফিশারিজ' ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনও অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে

মৎস্য সম্পদের বিষয়ে তিনি বলেন, ২০০৯ সালের জলমহাল নীতিমালা অনুযায়ী 'জাল যার, জলা তার', অর্থাৎ প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই মাছ ধরার অধিকার পাবে। তারপরেও, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হাওরকে 'মাদার ফিশারিজ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, হাওরের প্রাকৃতিক মাছগুলোকে যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে বর্ষাকালে সেগুলো যে শুধু হাওরে ডিম দেবে তা নয়, বাইরের নদীগুলোতেও ডিমের লভ্যতা বাড়বে। এই 'মাদার ফিশারিজ' ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনও অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে বলে তিনি মনে করেন।

হাওরের 'কান্দা' জমিতে চাষাবাদ সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন, Stimulating Household Improvements Resulting in Economic Empowerment (SHIREE) প্রকল্পে কান্দা জমিতে ধান ছাড়াও অন্তত ১২টি জাতের শস্য চাষ করা হয়। তবে, সাতটি জেলার হাওর আওতাধীন কান্দা জমিগুলো দ্রুত ও ব্যাপক হারে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাচ্ছে।

হাওর এলাকায় ইকোট্যুরিজম প্রসঙ্গে তিনি জানান, CNRS-এর পক্ষ থেকে হাওরের কয়েকটি জায়গায় হিজল গাছের বনায়ন করা হয়েছিল, যেখানে এখনও পর্যটকদের ভ্রমণ অব্যাহত আছে। মৌলভীবাজার জেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানেও যাচ্ছেন পর্যটকেরা। সেখান থেকে আসছে সরকারি আয়। হাইল হাওর ও বাইক্কা বিলেও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য রয়েছে যেখানে পর্যবেক্ষণ চূড়া দিয়ে পর্যটকগণ হাওরের পাখির সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকেন।

তিনি জানান, বিগত ১০০ বছরের উপাত্ত অনুযায়ী, মেঘালয়ের পাহাড়ে মার্চ ও এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত বাড়ছে, ফলে হাওরে অকাল বন্যার সময়ও এগিয়ে এসেছে। ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়ে যদি বৃষ্টিপাতের তাৎক্ষণিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার সুযোগ থাকতো, তাহলে বৃষ্টি হওয়ার পরপরই উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত খবর দ্রুত হাওরবাসীকে জানিয়ে দেয়া যেত। তবে, সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এ জাতীয় তথ্য ভারত সরকারের নিকট থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

তিনি জানান, হাওর অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে যেমন, পানির জন্য নীতিমালা, পরিবেশের জন্য নীতিমালা, দুর্যোগ নীতিমালা, মৎস্য সম্পদ নীতিমালা ইত্যাদি। কিন্তু হাওরের জন্য এখন পর্যন্ত কোন বিশেষ নীতিমালা নেই।

পরিশেষে তিনি জানান, বাংলাদেশের 'পুষ্টি ম্যাপিং'-এ হাওর এলাকা সবচেয়ে হতাশাজনক অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে পিছিয়ে এই হাওর এলাকা। হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে এই দু'টি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

মুক্ত আলোচনা

মুর্শেদ আলম সরকার, নির্বাহী পরিচালক, পিপল'স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)

হাওর এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিকে স্টাফ নিয়োগের বিষয়ে জনাব মুর্শেদ বলেন, স্থানীয়দের থেকে স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে। আবার কমিউনিটি ক্লিনিকের কাছাকাছি বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে স্টাফরা নিয়মিত ক্লিনিকে যায় না। সেক্ষেত্রে, হাওরের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে স্টাফ নিয়োগের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

প্রত্যন্ত হাওরে সিবিওভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে তিনি জানান, RDRS Bangladesh এবং কারিতাস দীর্ঘ সময় ধরে সিবিওগুলোকে নিয়ে কাজ করেছে। প্রতিষ্ঠান দু'টি সিবিওগুলোকে ছেড়ে দেয়ার পর সেগুলো আর টিকে থাকেনি। সিবিওগুলো অর্থ লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বলে অনেক সময় সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সেগুলো টেকসই হয় না।

জলাশয় ইজারার পরিবর্তে জলাশয় উন্মুক্ত করার পক্ষে তিনি বলেন, জলাশয় যখন উন্মুক্ত ছিল তখন সমস্যাও কম ছিল। বর্তমানে জলাশয়গুলোকে আইনগত কাঠামোর আওতায় আনার পর থেকে সমস্যাও বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে, অতিরিক্ত টাকা খরচ করে অনেকেই জলাশয় ইজারা গ্রহণের সুযোগ নিচ্ছে।

কাজী ছহুল আহমেদ, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা

জনাব ছহুল আহমেদ বলেন, হাওরবাসীর জীবিকা মাছের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। কিন্তু যথাসময়ে বিক্রি করতে না পারায় অনেক মাছ নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে, তিনি হাওর এলাকায় মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব করেন, যেখানে মাছের শুঁটকি তৈরি ও মোড়কজাতকরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। তিনি আরও জানান, হাওর অঞ্চলে ধান কাটার সাথে সাথে উৎপাদনকারী কৃষকদের সার, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণসমূহের মূল্য পরিশোধ করার জন্য অনেক সময় সস্তায় ধান বিক্রি করে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে, তিনি হাওর এলাকায় ধানের গুদাম স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কৃষকরা এ জাতীয় গুদামে ধান সংরক্ষণ করবে এবং গুদামের মালিক ধানের সমসাময়িক মূল্য ঋণ হিসেবে কৃষকদের প্রদান করবে। পরবর্তীতে ধানের দাম যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন কৃষকরা গুদাম হতে ধান নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে গুদাম মালিককে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবে।

ড. মোঃ রুহুল আমীন, পরিচালক (জলাভূমি), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

হাওর মহাপরিকল্পনায় তথ্য হালনাগাদ সংশ্লিষ্ট এক প্রশ্নের জবাবে জনাব রুহুল আমীন বলেন, ২০১০ সালে হাওর উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং ২০১২ সালে ওই মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ওই তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, তথ্যগত কিছু সামঞ্জস্যহীনতা পরিলক্ষিত হতে পারে। তবে, অতি শীঘ্রই 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক হাওর মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতি তিন বছর পর পর হাওর মহাপরিকল্পনা সংশোধনের নির্দেশনা রয়েছে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

কৃষিবিদ মোঃ আলতাফুর রহমান সেলিম, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা

কৃষিবিদ জনাব সেলিম হাওরে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সেখানে কর্মরত ১৪টি সহযোগী সংস্থার মাঝে সমন্বয় শক্তিশালী করার পাশাপাশি আন্তঃসহযোগী সংস্থা পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিদর্শন সংক্রান্ত সফর বিনিময়ের (exposure visit) ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন।

ফকরুল ইসলাম চৌধুরী, এফআইভিডিবি

হাওরে সিবিওগুলোকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা হিসেবে জনাব ফকরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, হাওরে কাজের জন্য সিবিওগুলো একটি ভালো প্লাটফর্ম হিসেবে ইতোমধ্যে বিবেচিত হয়েছে। তিনি জানান, এফআইভিডিবি, পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে) এবং 'চেতনা' ২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার আটটি উপজেলায় ৪৫টি সিবিও গঠন করে এবং এক পর্যায়ে কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড ও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রকে নিয়ে এসব সিবিও-এর মাধ্যমে 'হাওর উন্নয়ন মৈত্রী প্লাটফর্ম' গঠন করা হয়। বর্তমানে শুধু 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সিবিওদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ নেই। তবে এখনও সিবিওগুলো সক্রিয় রয়েছে। এই ৪৫টি সিবিওকে যদি আগামীতে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করা যায়, সিবিওগুলোকে যদি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা যায় এবং তাদেরকে পরিচর্যা করা যায়, 'হাওর উন্নয়ন মৈত্রী প্লাটফর্মকে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে এই স্থানীয় সংগঠনগুলো হাওর উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

জনাব আব্দুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ীভাবে কাজ করছে। এতে দরিদ্র সদস্যদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে, তিনি হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নে করণীয়সমূহ নির্ধারণ করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মতো স্থায়ী ও সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান করেন।

শুপুরেন নেছা সুকর্ণা, স্বাস্থ্যকর্মী, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

জনাব সুকর্ণা বলেন, ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ ধরা বন্ধ থাকে, ঠিক তেমনি চৈত্র মাসে হাওরে মাছ ধরা বন্ধ রাখা উচিত। তিনি জানান, হাওরে সাধারণত বৈশাখ মাসে মা-মাছ ডিম দেয়। ফলে, চৈত্র মাসে যদি হাওরে মাছ ধরা বন্ধ রাখা যায়, তাহলে বৈশাখ মাসে মাছের প্রজনন বাড়বে, মা মাছগুলো যথাযথভাবে ডিম দিতে পারবে এবং মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

মাজহারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, CNRS

জনাব মাজহারুল ইসলাম বলেন, হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়নের আগে হাওরের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। হাওরের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে হাওরের সম্পদেরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সেক্ষেত্রে, মৎস্য অভয়ারণ্য সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে হাওর অঞ্চলের যে জায়গাগুলোতে পানি থাকে, তা শুকিয়ে না ফেলে মাছের সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। হাওরবাসীকে সম্পৃক্ত করে এবং হাওরের নিজস্ব পরিবেশ বজায় রেখেই হাওরের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

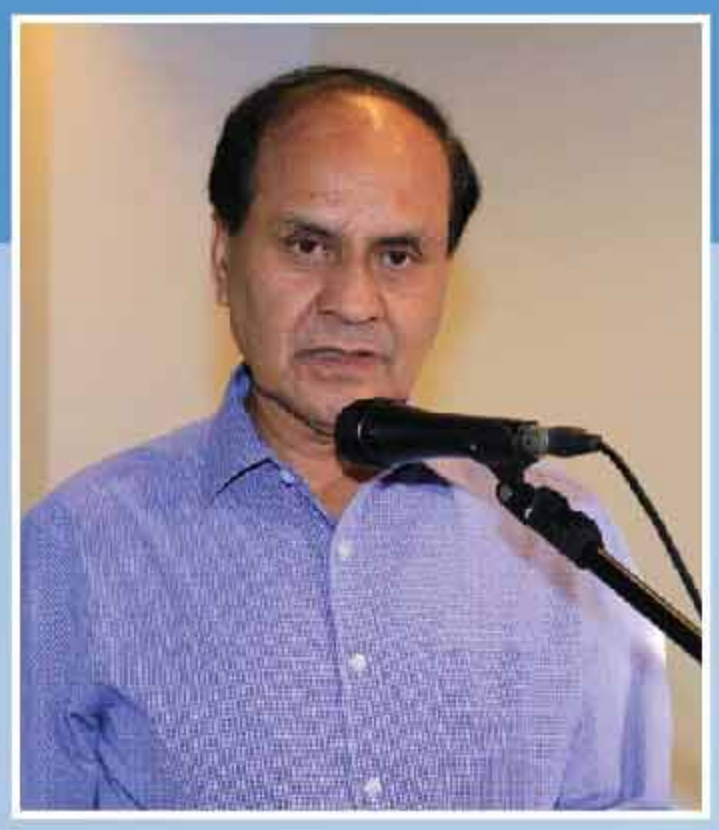

সভাপতির বক্তব্য

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, পিকেএসএফ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে এবং সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানের উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তায় হাওর বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর চলমান কার্যক্রমসমূহের তথ্য প্রদানকালে তিনি জানান, LIFT কর্মসূচির আওতায় বিকল্প ধারার ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের আনুমানিক ২২ হাজার অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ তিনটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে হাওর এলাকায় প্রায় ৬৫ হাজার সদস্যকে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় নানাবিধ সেবা প্রদান করতে পেরেছে। এছাড়া, SEIP প্রকল্পের আওতায় হাওরভুক্ত খানার নির্বাচিত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যেন তারা দ্রুত কর্মমুখী হয়। এছাড়া, PACE প্রকল্পের আওতায় হাওরের প্রকৃতির সাথে মানানসই ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। OBA Sanitation প্রকল্পের আওতায় হাওরের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিরও চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ স্যানিটেশনে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকলেও হাওর এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। 'বুনিয়াদ', 'জাগরণ', 'অগ্রসর' ও 'সুফলন' কার্যক্রমের আওতায় হাওর এলাকায় কর্মরত ১৪টি সহযোগী সংস্থার আনুমানিক ১.৪৭ লক্ষ সংগঠিত সদস্যের মাঝে পিবেএসএফ প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। পিকেএসএফ-এর সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে এ ঋণ প্রবাহ আরও বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব আবদুল করিম বলেন, সীমানার ওপারেই ভারতের বৃষ্টিবহুল এলাকা চেরাপুঞ্জি। সেখানকার বৃষ্টির পানি হাওর এলাকায় নেমে আসে। জলবায়ু যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে দুর্দশা আরও বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং তাই আগাম প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, আন্তঃদেশীয় নদীগুলোর বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তথ্য বিনিময় এবং অন্যান্য সহযোগিতার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে বন্যার আগাম প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

> পিকেএসএফ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। 'বুনিয়াদ', 'জাগরণ', 'অগ্রসর' ও 'সুফলন' কার্যক্রমের আওতায় হাওর এলাকায় কর্মরত ১৪টি সহযোগী সংস্থার আনুমানিক ১.৪৭ লক্ষ সংগঠিত সদস্যের মাঝে পিকেএসএফ প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

তাঁর মতে, হাওরে মাছের জন্য অভয়াশ্রম তৈরির উদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা অত্যন্ত জরুরি। হাওরে ফসল রক্ষাকারী বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, বাঁধ হতে হবে টেকসই ও পরিবেশসম্মত। এ বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, হাওরে ফসল কাটার মৌসুমে সবাই ব্যস্ত থাকে। ফলে, হাওর অঞ্চলের উপযোগী করে বিদ্যালয়ের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। হাওরে ইকোট্যুরিজম উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যা এখন থেকেই শুরু করা উচিত।

পরিশেষে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্যে হাওরের সমাজ, পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, হাওর অঞ্চলের জন্য বাস্তবতার নিরীখে একটি মানবকেন্দ্রিক টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, কাউকে বাদ দেয়া যাবে না, কোন বিষয়কে উপেক্ষা করা যাবে না।

> হাওরে আলাদা আলাদাভাবে অনেক কাজ হচ্ছে, কিন্তু টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে ধারণাগত অস্পষ্টতার কারণে সেগুলোর যোগসূত্র মিলছে না। হাওরের পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবগুলোকে একসাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে...

তিনি জানান, বিগত ৮-১০ বছরে একাধারে দেশের প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশেরও বেশি হয়েছে। প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার সুষ্ঠু বণ্টনও জরুরি। কিছু জনগোষ্ঠী এখনও পিছিয়ে রয়েছে, যাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে টেকসই উন্নয়নের পথে। সরকারের একার পক্ষে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সবাইকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, হাওরে আলাদা আলাদাভাবে অনেক কাজ হচ্ছে, কিন্তু টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে ধারণাগত অস্পষ্টতার কারণে সেগুলোর যোগসূত্র মিলছে না। হাওরের পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবগুলোকে একসাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যা 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আদলেও হতে পারে বা ভিন্নধর্মীও হতে পারে। বর্তমানে ২০০টি ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সরকার থেকে এ খাতে আরও তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আরও বেশি সহায়তার সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি মনে করেন, শুধু অর্থ দিয়ে অতিদরিদ্রদের উন্নয়ন হয় না। তাদেরকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা দেয়া হলে, তারা নিজেদেরকে স্বাবলম্বীতার পথে এগিয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রতি জোর দিতে হবে। পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি তাদেরকে পণ্যের বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্যও সরবরাহ করতে হবে।

যেকোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে তিনি মনে করেন। হাওরের ক্ষেত্রে এ সংকট আরও বেশি, যা অবশ্যই দূর করতে হবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, আত্মতুষ্টির কারণে অনেক সময় কাজে গাফিলতি হয়, যা মানুষের ক্ষতি বয়ে আনে। গত বছর বন্যার পূর্বে হাওরবাসী ভেবেছিল, বন্যা এলেও তাদের খাদ্য ঘাটতি হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বছর এক মাস আগে বন্যা হওয়ায় হাওরের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া, আত্মতুষ্টির কারণে সময় মতো অনেক বাঁধ মেরামতও করা হয়নি। কাজেই বিষয়টিতে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

তাঁর মতে, সামাজিক ব্যাধি বিশেষ করে মাদকাসক্তি, তামাক সেবন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। হাওরের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দেন।

তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, হবিগঞ্জ জেলার সাংসদবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সবার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয় ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের প্রত্যাশা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং হাওর সম্মেলন ২০১৮-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কারিগরি অধিবেশনের আলোকে হাওরবাসীর টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

ক. শিক্ষা সংক্রান্ত

(১) হাওর অঞ্চলের স্কুলগুলোতে অনেক সময় শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি না থাকার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে, স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সম্ভব হলে হাওরবাসীর মধ্যে থেকেই যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া।

(২) হাওর অঞ্চলে ফসল কাটার মৌসুমে পরিবারের সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হয় বিধায় শিক্ষার্থীরা এ সময় স্কুলে যেতে পারে না এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে, হাওরের পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

(৩) বর্ষাকলে হাওর অঞ্চলের বেশিরভাগ রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার্থে নৌকার ব্যবস্থা করা।

(৪) হাওর অঞ্চলের যেসব এলাকায় স্কুলগুলো বন্যার পানিতে ডুবে যায়, সেখানে বন্যাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে ভাসমান স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

খ. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত

(১) হাওরের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে স্টাফদের নিয়মিত উপস্থিতি না থাকার কারণে স্থাপনাগুলো প্রায়শই অব্যবহৃত অবস্থায় পরে থাকে। এই ক্লিনিকগুলো যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সম্ভব হলে এসব ক্লিনিকে হাওরবাসীর মধ্যে থেকেই স্টাফ নিয়োগ দেয়া অথবা তাদের জন্য অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা।

(২) হাওরে প্রসবজনিত মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষিত ধাত্রীসহ ডেলিভারি বোটের ব্যবস্থা করা। এছাড়া, স্বাস্থ্যগত জরুরি প্রয়োজনে হাওরে 'ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের' ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩) বাংলাদেশের 'পুষ্টি ম্যাপিং'-এ হাওর এলাকা সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় থাকায় এ অঞ্চলের শিশুদের অপুষ্টিজনিত wasting -এর ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া এবং stunting অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনে গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৪) হাওরবাসীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে হাওরের পতিত জমিগুলোকে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের আওতায় আনার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৫) স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও হাওর অঞ্চল এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে, হাওর অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে বা বাণিজ্যিকভাবে স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জীবিকা সংক্রান্ত

(১) হাওরবাসীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার জন্য তাদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তহবিল প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া, তাদের মাঝে আইজিএভিত্তিক সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক ধারণা (Business Concept) প্রতিষ্ঠা করা।

(২) হাওরের অপেক্ষাকৃত কম বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বছরে একাধিকবার ফসল ফলানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে, একই জমিতে ধান, আলু, মরিচ, টমেটো, মূলা ইত্যাদি 'সাথী ফসল' হিসেবে চাষের উদ্যোগ নেয়া। এছাড়া, হাওরের জন্য সম্ভাবনাময় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস পালন, ঘাত সহিষ্ণু ফসল চাষ, মুক্তা চাষ ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

(৩) বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষকদের পণ্য উৎপাদনমুখী করা, যাতে করে তারা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

(৪) হাওরের কান্দা জমিগুলোতে সেচ ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের আয়ের বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। স্থানীয় প্রভাবশালী কর্তৃক কান্দা জমিগুলোর দখল প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) হাওরের বর্তমান জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা মৎস্যজীবীদের জন্য সহায়ক নয়। এক্ষেত্রে, হাওর অঞ্চলে কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে জেলে গোষ্ঠীগুলোকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে করে তারা সরকারের কাছ থেকে নিলামে জলমহাল ইজারা নিয়ে তা নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনে পিকেএসএফ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যায় ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে কৃষকদের মাঝে স্বল্পমেয়াদি ধান চাষ (বিআর-২৮ ও অন্যান্য জাত) সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৭) হাওরের মাছ বিক্রয়ের অভাবে যাতে নষ্ট না হয় সে লক্ষ্যে ওই এলাকায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা এবং সেখানে মাছের শুটকি তৈরি ও মোড়কজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

(৮) হাওর অঞ্চলের কৃষকদের ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে যাতে সস্তায় ধান বিক্রি করতে না হয় সে লক্ষ্যে হাওরে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ধান সংরক্ষণ গুদাম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।

(৯) হাওরে মাছের যথাযথ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও মা মাছের ডিম উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চৈত্র মাসে হাওরে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা। এছাড়া, ওই মৌসুমে হাওর অঞ্চলের যে জায়গাগুলোতে পানি থাকে, তা শুকিয়ে না ফেলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত রাখা।

(১০) অপরিকল্পিত মৎস্য আহরণের ফলে হাওরে মাছের প্রজাতি ও সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে বিধায় কিছু চিহ্নিত হাওরকে মাছের অভয়ারণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পরিবেশ সংক্রান্ত

(১) হাওরে বন্যার পানি হতে গ্রাম বা হাটি ও ফসল রক্ষাকারী বাঁধ টেকসইভাবে নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তিসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা। তবে, এক্ষেত্রে হাওরবাসীর নিজস্ব পুরনো কলা-কৌশলগুলোর শিক্ষণীয় দিকসমূহও বিবেচনায় রাখা।

(২) হাওরের দুর্গম এলাকাগুলোতে যাতায়াতের জন্য যেখানে সেখানে নিমজ্জিত (সাবমারসিবল) রাস্তা তৈরি না করে এলাকাভেদে এর যথার্থতা পর্যালোচনার জন্য গবেষণা করা। এক্ষেত্রে, হাওর এলাকাভুক্ত নৌপথগুলোকে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে যথাসম্ভব বেশি ব্যবহার করা।

(৩) ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ে অপরিকল্পিতভাবে খনিজ সম্পদ আহরণের কারণে পাহাড়ের ঢলে ভেসে আসা বালুতে হাওরের তলদেশ ভরাট হওয়াজনিত সমস্যা নিরসন এবং মেঘালয়ের পাহাড়ে বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে হাওর এলাকায় অকাল বন্যা প্রতিরোধে ভারত সরকারের সাথে আন্তঃদেশীয় বৈঠক ও জোরালো এ্যাডভোকেসি করা।

(৪) হাওরবাসীকে পাহাড়ি ঢল সংক্রান্ত তথ্য ও বন্যার আগাম প্রস্তুতির নির্দেশনা প্রদানের সুবিধার্থে মেঘালয়ের পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের তাৎক্ষণিক তথ্য (Real Time Rainfall Data) নিয়মিত সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া এবং এ লক্ষ্যে ভারত সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করা।

(৫) হাওরের পানিসম্পদ উন্নয়নে হাওরভুক্ত নদী, খাল ও বিল খননের উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোরালো এ্যাডভোকেসি করা।

(৬) হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা। ওই এলাকায় বৃহৎ পরিসরে হিজল, তমাল ও অন্যান্য উপযুক্ত গাছপালা লাগানো এবং বনায়ন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া।

(৭) হাওরের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ওই এলাকার জমিতে অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার পরিহার করা।

(৮) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুসংস্থানের ধ্বংস রোধে গবেষক, বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নকারীদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

অন্যান্য

(১) 'হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর'-কে আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতায়িত করা। পাশাপাশি, এ অধিদপ্তরের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা।

(২) 'হাওর মহাপরিকল্পনা' কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা। ওই মহাপরিকল্পনায় পর্যায়ভিত্তিক যে প্রকল্পগুলো চিহ্নিত হয়েছে, তা প্রয়োজনে পুনঃবিবেচনা ও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।

(৩) জাতীয় পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে হাওরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা। এক্ষেত্রে হাওরের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করে তা হাওরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা। হাওরের ক্ষেত্রে হালনাগাদ না হওয়ায় জাতীয় পরিকল্পনার সাথে মিলিয়ে হাওরের জন্য পরিকল্পনা তৈরি না করা। এক্ষেত্রে, হাওরের জন্য স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত কৌশল অনুসরণ করা এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(৪) সব হাওরের সমস্যা ও বাস্তবতা এক নয় বিধায় হাওরের বিভিন্ন এলাকায় যে ভিন্নতা রয়েছে তা যথাযথভাবে ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী হাওর অঞ্চলের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৫) হাওর অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইকোট্যুরিজমকে একটি সম্ভাবনাময়ী খাত বিবেচনায় রেখে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) হাওরে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র না থাকায় টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে না। এক্ষেত্রে, হাওরে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে অধিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। পাশাপাশি সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের জন্য পিকেএসএফ-কে প্রস্তাব করা।

(৭) হাওর অঞ্চলে সরকার কর্তৃক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী service delivery channel হিসেবে ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে কম খরচে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পর্যায়ে অধিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

(৮) হাওরে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাওরবাসীর সামাজিক জীবনযাপন, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং হাওরের পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা এবং সহনশীলতার পরিবেশ বজায় রাখা।

(৯) হাওরে জীবনযাপনের সাথে অভিযোজনের ক্ষেত্রে হাওরবাসীর বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত নানাবিধ অভিলব্ধ জ্ঞান (Authority Knowledge) নিয়ে একটি জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করা। এই অভিলব্ধ জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে তা হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা।

(১০) হাওর অঞ্চলে কোনো প্রকল্পকে টেকসই করার লক্ষ্যে ওই প্রকল্প সমাপ্তির পর Best Practice হিসেবে তা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা ও আত্মীকরণের ব্যবস্থা নেয়া।

(১১) হাওরের জন্য এখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাশাপাশি, হাওরে অকাল বা আগাম বন্যার জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

(১২) সামাজিক ব্যাধি বিশেষ করে মাদকাসক্তি, তামাক সেবন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলোর কারণে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে বিধায় হাওরের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়নে এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা।

(১৩) হাওরের টেকসই উন্নয়নে এ অঞ্চলে সক্রিয় সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একসাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা। পাশাপাশি, সমমনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নকারীদের নিয়মিত এ্যাডভোকেসি করা।

(১৪) সর্বোপরি, হাওরের পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবগুলোকে একসাথে সমন্বয় করে হাওর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। এটি পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির ন্যায় সর্বব্যাপী পরিকল্পনা আকারে হতে পারে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নধর্মীও হতে পারে। উল্লেখ্য, প্রত্যন্ত হাওরে পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় বিদ্যমান সিবিওভিত্তিক বিশেষায়িত অর্থায়ন পরিষেবার পাশাপাশি ওই এলাকায় সিবিওভিত্তিক 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত সমন্বিত কার্যক্রম যেমন- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

পরিশিষ্ট ১

Sustainable Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF

শীর্ষক সেমিনারের উপস্থাপনা

উপস্থাপনা ১

Sustainable Inclusive Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF

০১

Welcome

"Sustainable Inclusive Development of Haor People: Innovative Initiatives of PKSF"

A PBK Experience of Sustainable Inclusive Development in Mithamoin Upazila

14 February 2017

Pally Bikash Kendra
27/C, Asad Avenue, Block-E, Mohammadpur, Dhaka

০২

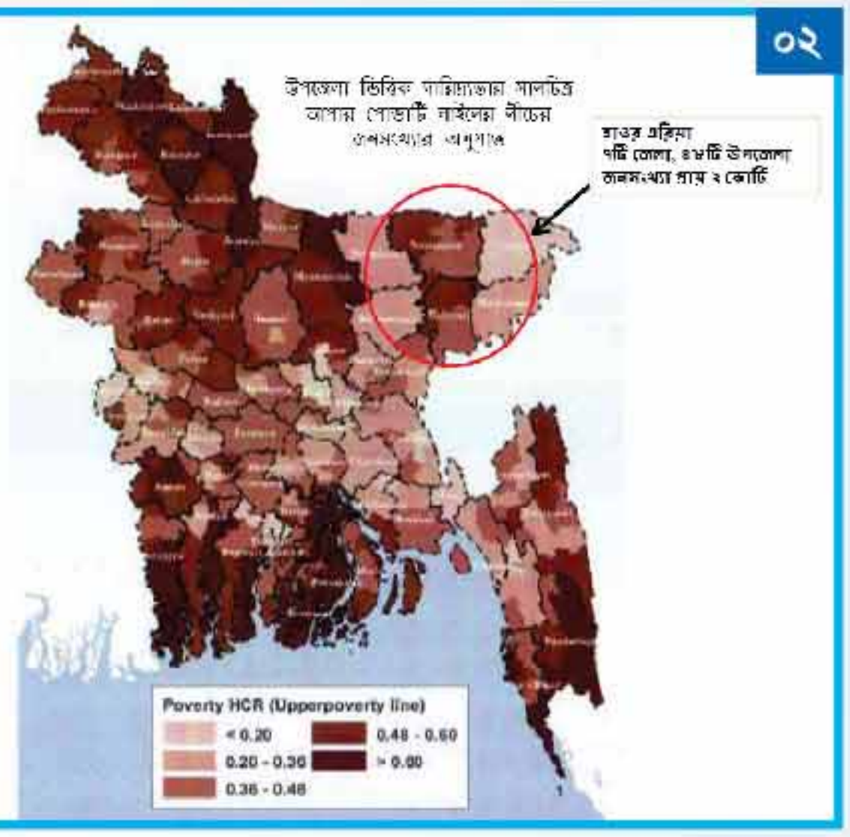

০৩

সমৃদ্ধি কার্যক্রম এলাকার অবস্থান

প্রকল্পের মোট জনসংখ্যা : ২১,৩৫৩
মোট পরিবারের সংখ্যা (ইউনিয়নে): ৪,২৪০, লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সংখ্যা: ৪,২৪০, গ্রাম ১৯, অন্তর্ভুক্তি ১৯, হাটি: ৩০, অন্তর্ভুক্তি : ৩০

প্রকল্প এলাকা : মিঠামইন সদর ইউনিয়ন, মিঠামইন উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা

০৪

- বর্ষা মৌসুম (জুন-অক্টোবর)
- শুষ্ক মৌসুম (নভেম্বর-মে)

০৫

আকস্মিক বন্যা সবকিছু তলিয়ে/নষ্ট করে দিচ্ছে

০৬

উপর থেকে নেয়া ছবির মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে আকস্মিক বন্যার সময় হাওর এলাকার অবস্থা

০৭

অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুষ্ট চক্র সমূহ

০৮

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

হাওর এলাকায় অতি দরিদ্র মানুষদের সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে ২০১৪ সনে মিঠামইন ইউনিয়নের পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী বিকাশ কেন্দ্র পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় সমৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

হাওর এলাকায় অতি দরিদ্র মানুষদের সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে ২০১৪ সনে মিঠামইন ইউনিয়নের পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী বিকাশ কেন্দ্র পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় সমৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১. স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি
২. শিক্ষা সহায়তা
৩. বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম
৪. আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৫. যুব উন্নয়ন (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান)
৬. স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া
৭. বসতবাড়ীতে সবজী চাষ
৮. কৃমিনাশক ট্যাবলেট এবং আয়রন ও পুষ্টিকণা বিতরণ
৯. উদ্যোগী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন
১০. স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন
১১. বসতবাড়ীর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধি বাড়ী গড়া
১২. এবং সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধিকেন্দ্র স্থাপন
১৩. কমিউনিটি উন্নয়ন

০৯

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উল্লেখিত ধাপসমূহে যে কোন পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ রোগী পাওয়া গেলে নিকটস্থ হাসপাতাল / ক্লিনিকে রেফার করা হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ২,৬৮৯ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ২৪০ জনকে চোখের ছানী অপারেশন করানো হয়েছে।

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে সবজী চাষের মাধ্যমে জনগনের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও পারিবারিক আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেকটি পরিবারকে সারা বছরব্যাপি সবজী চাষে উদ্বুদ্ধ করে এ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে সর্বোচ্চ ২০০ টাকার বিভিন্ন ধরনের সবজীর বীজ প্রদান করা হয়।

১০

শিক্ষা সহায়তা

শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধকরণ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণ। সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ২টি করে শিক্ষাকেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিশু শ্রেণী, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণীর অনুর্ধব ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দৈনিক বিকাল ৩:০০ থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত দুই ঘন্টাব্যাপী পাঠ দান করা হয়।

১১

শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সমূহের জিপিএস লোকেশন

১২

পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে একটি পরিবারের সম্পদ এবং সক্ষমতা বিবেচনার মাধ্যমে ঐ পরিবারের টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী আয়ের জন্য গাভীপালন, হাঁস মুরগী পালন, ধান চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং তার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এই পরিকল্পনার আওতায় থাকে। এছাড়া বসতবাড়ীতে সবজি চাষ করার ব্যবস্থা করে সমৃদ্ধ বাড়ী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এ পরিবারসমূহের আর্থিক সহায়তা বা ঋণপ্রাপ্তির জন্য পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক। পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি নির্ধারিত খাতে সঠিকভাবে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে ৫ বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে টেকসইভাবে দারিদ্রতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম।

১৩

আর্থিক সহায়তা (ঋণ কার্যক্রম)

সমৃদ্ধি ইউনিয়নে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী পরিবার সমূহকে পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনতে বর্তমান আয় ও সক্ষমতা নিরূপণ করা হয়। পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং অর্থগ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পরিবার তার সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়।

নির্ধারিত খাতে আয় বৃদ্ধিকারী সমৃদ্ধিভুক্ত পরিবার

নিজ সক্ষমতায় উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগকৃত পরিবার

১৪

বিশেষ সঞ্চয়

ম্যাচিং ফান্ড অনুদান প্রদান করছেন ড. জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পিকেএসএফ। পাশে মহাব্যবস্থাপক কার্যক্রম ও টিম লিডার, সমৃদ্ধি কার্যক্রম, পিকেএসএফ এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পিবিকে

নিঠামইন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট থেকে দূর্গারানী বিশেষ সঞ্চয় (ম্যাচিং ফান্ড) অনুদান ১৫,০০০ টাকার চেক গ্রহণ করছেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে।

১৫

প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্যসেবিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

মাষ্টার ট্রেইনার এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ক্লাস নেয়ার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের এক মুহূর্ত।

১৬

যুব উন্নয়ন
(যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান)

- ✓ অল্প শিক্ষিত যুবদের কারীগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত করে স্ব-কর্মসংস্থান বা মজুরীভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- ✓ বিভিন্ন চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদেরকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। কারীগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত বা চলমান প্রশিক্ষণ সমূহ নিম্নরূপ

১. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
২. রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটার সার্ভিসিং
৩. ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং
৪. ইলেকট্রিক ফ্যান , মটর ও ট্রান্সফর্মার রিওয়্যারিং
৫. রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
৬. ডিজেল ও পেট্রোল ইঞ্জিন এবং জেনারেটর মেকানিক
৭. প্লাম্বিং
৮. কম্পিউটার এপ্লিকেশন
৯. ড্রাইভিং
১০. টেইলারিং
১১. বাজারজাতকরণ
১২. ব্লক ও বাটিক
১৩. খাবার ও পানীয় সরবরাহ (ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস)
১৪. হাউজ কিপিং
১৫. বাবুর্চি

১৭

ভিক্ষুক/উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন

নিঠামইন সমৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে বড়হাটি গ্রামের খোদেজা আক্তার বর্তমানে ২৫০,০০০ টাকা সম্পদের মালিক

খোদেজার পরিবার

আকতারুলের পরিবার

নিঠামইন সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে শান্তিপুর গ্রামের আকতারুজ্জামান বর্তমানে দুটি ষাড় গরুর মালিক যার মূল্য প্রায় ১২০,০০০ টাকা।

১৮

স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন/কমিউটিটি উন্নয়ন

কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের ব্যবহারের জন্য)

১৯

বসতবাড়ীতে সবজী চাষ

পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বসতবাড়ীর আশপাশে সারা বছরব্যাপী সবজী চাষ করছে সমৃদ্ধিভূক্ত পরিবার।

২০

বসতবাড়ীতে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ী গড়া

সমৃদ্ধির আওতাভুক্ত সকল বাড়ীকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়, পরিবেশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অনুষঙ্গসমূহ নিশ্চিত করে সমৃদ্ধি বাড়ী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই পরিকল্পনায় উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে সবজী ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেয়া হয়। গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী ইত্যাদি পালনে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর ফলে সমৃদ্ধ বাড়ীর সদস্যগন একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে পারবেন, অপরদিকে বাড়ী থেকে উৎপাদন ও আয়ও আসবে। সমৃদ্ধ বাড়ীর কয়েকটি বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবতার আলোকে কয়েকটি বা সবগুলো এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য করণীয় থাকতে পারে।

পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় উপর্যুক্ত বৈশিষ্টগুলোর কোন কোনটি কোন বাড়ীতে রয়েছে তা যাচাই করা হয়। যেগুলো নেই পর্যায়ক্রমে সেগুলো এবং প্রয়োজনে অন্যান্য করণীয় বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা হয়। বাড়ীর আকার ও অবস্থান এবং সদস্যদের সক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুসারে বৈশিষ্টসমূহের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণে সহায়তা দেয়া হয়।

২১

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধিকেন্দ্র স্থাপন

কার্যকর ও টেকসই উন্নয়নে কামিউটির ভূমিকাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, যুবসমাজের প্রতিনিধি প্রবীণ সমন্বয়ে ১১ জনের কমিটি গঠন করে প্রতি মাসে একটি করে সভার ও কমিউনিটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২২

Lesson Learned

১. সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দুই গরীব মানুষ এবং কার্যক্রমটি তাদের পূর্ণবিকাশে নিবেদিত।
২. সমৃদ্ধি কার্যক্রম সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
৩. বর্ষা মৌসুমে ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্থা নৌকায় স্কুল কার্যক্রম চালু করেছে।
৪. হাওর এলাকায় স্কুল কার্যক্রমের মনিটরিং করাও একটি চ্যালেঞ্জ এবং ব্যয় বহুল।
৫. সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য কার্যক্রম এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে ভাল অবদান রাখছে।
৬. হাওর এলাকায় স্কুলের জন্য স্থান নির্মাণ করা একটি কঠিন কাজ।
৭. হতদরিদ্রদের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ হস্তান্তর করলে স্বল্প সময়ে আয় ও বর্তমান সম্পদের বৃদ্ধি সম্ভব।
৮. বর্ষাকালে ঢেউয়ের আঘাতে গরীব মানুষের অনেক বাড়ী ঘর ভেংগে নদীতে বিলিন হয়। ফলে অনেক গরীব মানুষ এলাকা ছেড়ে বসতভিটা ও কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যায়।
৯. বর্ষা মৌসুমে বাড়ীঘর রক্ষার জন্য প্রতিটি পরিবারকে কমপক্ষে ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়।
১০. সমৃদ্ধি কর্মসূচির থোক বরাদ্দ ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তির বদলে অন্য পেশা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
১১. সমৃদ্ধি এলাকার সমস্ত ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তির বদলে অন্য পেশা গ্রহণে থোক বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
১২. এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধি ভিক্ষুকরা ২ থেকে ২.৫ লক্ষ টাকার সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। ভিক্ষুকদের শুধু সম্পদই বাড়ে নাই তাদের আত্মমর্যাদা ও নিজ পায়ে দাঁড়াবার আগ্রহতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।
১৩. স্বল্প জমিতে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে নিবিড়ভাবে সবজি চাষের মাধ্যমে শুধু পরিবারের পুষ্টি চাহিদাই পূরণ করে নাই বাড়তি আয়ও করছে।
১৪. সমৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং তাদের মনোযোগ ও শিক্ষা বেড়েছে এবং একই সাথে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩

Challenges

1. যেহেতু হাওর এলাকায় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই এবং যাতায়াত ভাল নয় সেকারণে উপজেলায় পোষ্টিং দেয়া হলো ডাক্তারগণ থাকেন না।
2. প্যাথলজির ব্যবস্থা না থাকায় পরীক্ষা ছাড়াই ডাক্তারগণকে রোগীর ব্যবস্থাপত্র দিতে হয়।
3. যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল না হওয়ার কারণে ঢাকা অথবা জেলা শহর থেকে ভাল ডাক্তারগণ যায় না।
4. ঢাকা বা জেলা শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসার কারণে ক্যাম্প বাস্তবায়নের সিডিউল যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না।
৫. অধিকাংশ পরিবার দরিদ্র বিধায় প্রতি বছরই ১০০ টাকায় স্বাস্থ্য কার্ড করতে অনীহা প্রকাশ করেন।
৬. বর্ষায় বাড়িগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি কমে যায়।
7. বর্ষা মৌসুমে হাওড়ে কাজ কম থাকায় পরিবার স্থানান্তরিত হয়, বিধায় শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতি কমে যায়।
৪. কিছু কিছু হাটিতে এসএসসি পাস মেয়ে না থাকায় ঐ শিক্ষা কেন্দ্রের গুনগত মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
৯. হাওড়ে দরিদ্র ও নারী প্রধান পরিবারগুলোকে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে যেতে হয় বিধায় মাসিক অভিভাবক সভায় তাদের উপস্থিতি কম হয়।
10. ২৫ বা ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী একসাথে বসে পড়ার মত উপযোগি ফাঁকা ঘর ৩০০ টাকায় পাওয়া যায় না।
11. বর্ষা মৌসুমে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করে স্বল্প খরচে ফিরে আসা সম্ভব না, বিধায় নৌকা রিজার্ভ করে আসতে হয়।
12. দরিদ্র মহিলা অভিভাবকদের কাজে যেতে হয় সারা দিনের জন্য ফলে তার স্কুলগামী সন্তানটি পরিবারের ছোট ছোট ভাই/বোনদের দেখাশুনা করতে হয় বিধায় স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না।
13. বসবাসের ঘরের জায়গা ছাড়া খোলা জায়গা না থাকায় সমৃদ্ধি বাড়ী তৈরী করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

২৪

Recommendations

- হাওর এলাকায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির ন্যায় হোলিস্টিক এপ্রোচে কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ওয়ার্ডভিত্তিক কাজ না করে হাটিভিত্তিক কাজ করা।
- অবকাঠামোগুলো বহুতল বিশিষ্ট করা।
- বর্ষায় মৌসুমে হাওরে এবং শুষ্ক মৌসুমে নদীতে খাচায় মাছ চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শহর থেকে দূর হওয়ায় যাতায়াতের জন্য ট্রলারের ব্যবস্থা করা।
- ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মান করা হলে প্রতি পরিবার ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা থেকে ব্যয় রক্ষা পাবে না বরং স্থানান্তর কমে যাবে। বর্ষা মৌসুমে তাদের অনিশ্চয়তার বদলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।
- শিক্ষা কার্যক্রম ১০০% রক্ষা করার জন্য বর্ষা কালে নৌকায় স্কুল চালু করা যেতে পারে।
- উপযোগি স্কুলঘর পাওয়ার জন্য টাকার পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- গরীব পরিবারগুলোর জন্য স্বাস্থ্য-কার্ডের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- হাওর এলাকার জন্য বিশেষ বাজেট প্রস্তুত করা এবং কর্মকর্তা/কর্মীদের হাওর ভাতা ব্যবস্থা রাখা।
- মনিটরিংয়ের সুবিধার জন্য স্পিড বোটের ব্যবস্থা করা।

উপস্থাপনা ২

Innovative Financial Inclusion: Padakhep-PKSF (LIFT) Experiences in Haor

০১

WELCOME
TO
PRESENTATION ON

Innovative Financial Inclusion: Padakhep - PKSF (LIFT) Experiences in Haor

Presented by:
IQBAL AHAMMED – Executive Director
PADAKHEP MANABIK UNNAYAN KENDRA

1

০২

Introduction of Padakhep

Padakhep established in 1986 committed to participate and promote national development through upgrading the socio-economic condition of the disadvantaged and underprivileged people of the society.

Padakhep has been implementing different development programs all over the country. It has a special attention for **Haor, Boar, Hill Tracts, Char, and Coastal peoples** to change their livelihoods through holistic approach.

Goal of Padakhep:
To improve quality of life of the poor and the community people as a whole.

2

০৩

Background of Padakhep-PKSF Financial Inclusion Initiatives in Haor Area

- Padakhep has been implementing the Haor program since October'2006 initially with the support of Concern Worldwide.
- To provide affordable microfinance services among the Haor peoples. Padakhep-PKSF initiated Microfinance program in 2010.

3

০৪

Geographical Characteristics of Haor

- Seven Districts of North-East Region the haor districts Population about 19.37 million and average house hold size 5.30.
- Low lying area
- Under water for 6 to 7 month's in a year
- Erosion due to wave action and annual flooding
- Frequently Flash flood occurs
- Scattered villages and communities
- Adverse communication
- Unfavorable land holding pattern

4

০৫

Haor Pictures

Haor village at the time of rainy season

5

০৬

Haor wave

6

০৭

Try to Protect Houses 7

০৮

Haor erosion in Rainy Season 8

০৯

Govt. School & emergency shelter 9

১০

Picture shown sanitation status in Haor.

১১

Picture shown post harvesting period in Haor. 11

১২

Group meeting 12

১৩

Haor Peoples Characteristics

- Most of the people are landless, day laborer & extreme poor.
- Advance sale of labor to the money lenders.
- High migration in rainy season.
- Limited women mobility.
- Limited livelihood option at rainy season.
- People are not much ambitious.
- Limited dream with lack of initiatives.
- Poor Health, Poor Education, Poor Sanitation etc.

১৪

Basic Services Status in Haor Area

Financial Services:
- Inadequate Bank Services due to adverse communication.
- Limited microfinance services.
- Money lenders.

Health Services:
- Very poor Health & Sanitation Services.

Agriculture Services:
- Poor extension services (like crop, livestock, fisheries, etc.).

Education Services:
- Very poor education facilities

১৫

Major Reasons For Poor Availability of MFI & Bank Services in Haor Area

- Very difficult Communications in Haor area.
- High Cost of operations of Financial Program.
- Frequent Natural Calamities.
- Poor Information Technologies.

১৬

How Haor People Are Organized by Padakhep For Different Service Delivery

- Padakhep deployed 5 organizing staff at Field & One Haor coordinator at Head office.
- A Self-help (SHG) Group is formed with 15-25 poor women.
- In one union 25-40 SHGs are formed.
- A Community Based Organization (CBO) is formed with 25-40 SHGs (400 to 800 members)
- SHGs Executive Members (Chairman, Secretary, Treasure) elects,11 members Executive Body of a CBO through Secret Ballot Papers.
- Executive Members conduct management of the CBO office.
- 1-2 Staff are employed in each CBO.

Major Activities
- Group Formation.
- Prepare CBO constitution.
- Holding AGM of CBOs.
- Operating Bank Accounts.
- Obtaining Registrations from Women Affairs Department.
- Implementation of Development activities through CBOs.
- Providing group capacity building training.

১৭

Advantages of Conducting Micro Finance and other Development Activities through CBO's

- It has been possible to reach poor people of deep haor area's.
- Comparatively reduced cost of operations of Micro Finance due to CBO Involvement.
- Haor people got relief of Money Lender's high interest loan (100% to 200%)
- Affordable Microfinance services & other development program implementation has been possible.
- Female empowerment has been possible.
- Haor peoples capacity building for new IGAs has been possible.

১৮

Area Coverage

Microfinance Delivery and Recovery Mechanism

- Delivery System:-
  - PKSF to Padakhep
  - Padakhep to CBO
  - CBO to Group
  - Group to Members

Cost of Financial Services
- PKSF to Padakhep 1%
- Padakhep to CBO 12.50%
- CBO to Member 25%

Recovery System
- Member repay monthly to Group.
- Group repay monthly to CBO.
- CBO repay monthly to Padakhep.
- Padakhep repay to PKSF.

19

LIST of Key IGAs

- Paddy cultivation
- Seasonal crop cultivation
- Cow rearing
- Beef fattening
- Boiler farm
- Duck farm
- Small Trading
- Boat making
- Fishing
- Net making

20

Services Providing by Padakhep to CBOs and Members

Capacity Building Training on:

- Leadership Development.
- Micro Finance & Savings Management.
- Accounts Management.
- Members Skill development on different IGAs

Limited Agriculture inputs.
Limited awareness on Health, Nutrition,Safe Motherhood, Early Marriage, Sanitation, human rights etc.
Limited Marketing support of produced products / goods.
Disaster management awareness.

21

Program Performance Status:

PKSF Loan Fund Received & payments *(Up to Dec'2016)*

Loan Fund received from PKSF	: 13,25,00,000
Loan refund to PKSF (Principal)	: 9,25,00,000
PKSF Loan outstanding (P)	: 4,00,00,000
Loan Repayment Rate	: 100%
Grants receipt for RLF & Training	: 1,93,68,046

Padakhep Loan Disbursement & Recovery : *(Up to Dec'2016)*

Padakhep to CBO	: 29,70,88,000
Loan Recovery from CBO	: 23,33,28,608
Loan Outstanding	: 6,37,59,392
Loan recovery Rate	: 98.62%

Padakhep prepares and follows annual Business Plan

- Padakhep can recover Year's operation cost and Surplus.

22

Program Performance Status:

3. CBO Loan Disbursement & Recovery: *(Up to Dec'16)*

• CBO disbursement to Beneficiaries	: 47,01.34564
• Loan Recovery from Beneficiaries	: 39,29,71304
• CBO Loan Outstanding (P)	: 7,71,63,260
• Group Savings outstanding	: 1,90,48,576
• Beneficiaries Loan Insurance	: 26,09,721
• Loan Recovery Rate	: 98%

CBOs prepares and follows annual Business Plan

- 80% CBOS can recover Year's operation cost and Surplus.

23

Impact of the Program

- Increased livelihood option due to microfinance support
- Increased financial capacity and created alternative income generating activities
- Savings habit grown.
- Capacity increased in Micro Finance management
- Loan Fund use capapcity increased
- Money Lenders influence reduced
- Market knowledge improved
- Increased awareness on development issues and social rights
- Women participation in the family decision making improved
- Mobility increased among the female beneficiaries
- Awareness on disaster management increased.

24

২৫

Lessons Learned

- Nearly 100% borrowers are female & extreme poor
- Submerged under water nearly 6 to 7 month during rainy session
- Poor Savings habit & Poor Bank access.
- Difficult movement (Rough & tough).
- High staff dropout
- Strong Influence of money lenders
- High supervision and monitoring cost
- Seasonal migration very high.
- Traditional Micro Finance can not reach the deep haor poor people.
- Conflict of interest among the Haor people.
- Inadequate facility of health, education, agriculture, sanitation etc.

২৬

Way Forward

- Model of community based lending approach should be continued for Haor Area.
- Financial inclusion coverage can be ensured through CBO based services.
- A comprehensive & sustainable Development Program should be introduced.
- Capacity & Skill development training of CBO leaders, CBO staff & beneficiaries is needed.
- Required fund flow as per members demand is needed
- Grants required to providing basic services like ; Health, Sanitation, Nutrition Mother and Child care, Education.
- CBO Based PKSF ENRICH program expansion in Haor area will help expedite inclusive development of Haor Peoples.

২৭

PADAKHEP-PKSF Comprehensive (Holistic) Micro Finance Program: Concept for Sustainable Inclusive Development of HAOR People

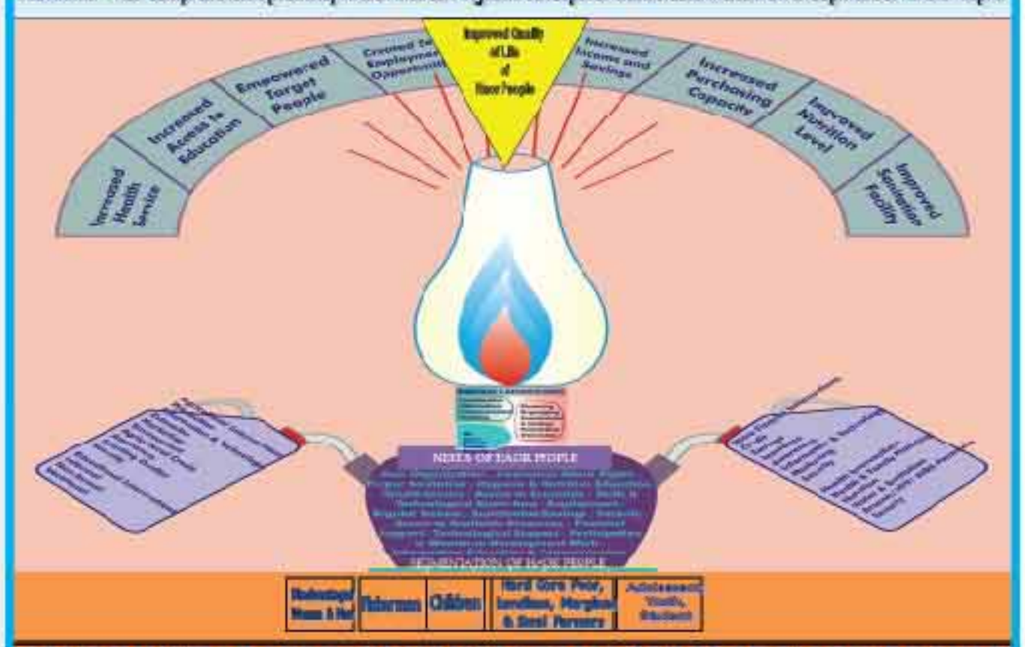

COMMUNITY BASED ORGANIZATION (CBO) OF HAOR PEOPLE

২৮

Sustainability Challenges

- The "Alternative Delivery Approach of Microfinance" program not yet able to recover its programs full cost both Padakhep & CBOs.
- High staff drop-out due to poor salary and service insecurity in CBOs
- Without adequate financial support from external sources both CBO & PMUK will not be able to run the program at low cost.
- To cope/adopt Natural disaster in haor area.

২৯

THANK YOU ALL

পরিশিষ্ট ২

হাওর সম্মেলন ২০১৮-এর উপস্থাপনা

উপস্থাপনা ১ হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

০১

হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নঃ চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

উপস্থাপনায়

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৮ মার্চ ২০১৮
শান্তিগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ

০২

পিকেএসএফ

- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক' একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান;
- ভিশনঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে উন্নত দেশ গঠন করা;
- মিশনঃ দেশি ভাবনাপ্রসূত বহুমাত্রিক ও মানবকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ;
- সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র সদস্য পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে;
- বর্তমানে ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের এক কোটিরও অধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে।

০৩

প্রেক্ষাপট

- দারিদ্র্য বাংলাদেশ-এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সমস্যা;
- দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে, যার মধ্যে হাওরবাসী অন্যতম;
- হাওর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা, যা বছরের ৬-৭ মাস পানি দ্বারা প্লাবিত থাকে;
- সাধারণত শীতকালে একটি ফসল চাষ এবং বর্ষাকালে সীমিত পরিসরে মাছ ধরা ছাড়া হাওরবাসীর উল্লেখযোগ্য কোন আইজিএ নেই;
- ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, কার্যক্রম পরিচালনায় মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যন্ত হাওর এলাকায় তাদের কার্যক্রম বিস্তার করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না;
- হাওর অঞ্চলে যথাযথ অর্থ প্রবাহ না থাকায় নিয়মিত আয়ের উৎস ও সুযোগের অভাবে অধিকাংশ হাওরবাসী দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না;

০৪

প্রেক্ষাপট (চলমান)

- পিকেএসএফ-এর অতিদারিদ্র্য বিমোচনমূলক কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রত্যন্ত হাওড়বাসীর জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর অধিকাংশই (১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬) হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এসডিজি-এর লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে হাওর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে একটি টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

০৫

হাওর অঞ্চল

- মোট জেলা - ৭টি
  ১. সিলেট
  ২. সুনামগঞ্জ
  ৩. হবিগঞ্জ
  ৪. মৌলভীবাজার
  ৫. নেত্রকোনা
  ৬. কিশোরগঞ্জ ও
  ৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- মোট উপজেলা - ৬২টি
- মোট জনসংখ্যা - প্রায় ২ কোটি
- হাওর এলাকা - প্রায় ৮,৫৮০ বর্গকিলোমিটার

বাংলাদেশের মানচিত্রে হাওর অঞ্চল

০৬

হাওর এলাকার প্রধান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- আকস্মিক/আগাম বন্যায় শস্য বিনষ্ট হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা;
- একফসলী চাষযোগ্য জমি;
- বর্ষাকালে পানির ঢেউয়ের তোপে গ্রাম/হাটি ভাঙ্গন;
- দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে অসুবিধা;
- অপ্রতুল চিকিৎসা সেবা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা;
- নদী ও খালের নাব্যতা হ্রাস;
- বেড়িবাঁধসমূহ যথাযথভাবে তৈরি ও সংস্কার না করা;

০৭

হাওর এলাকার প্রধান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ (চলমান)

- ❖ কর্মসংস্থানের সুযোগ/বৈচিত্র্য সীমিত, মৌসুমী বেকারত্ব ও কাজের সন্ধানে অন্যত্র অভিপ্রয়াণ;
- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার অভাবে মহাজনী ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা;
- ❖ বন্যাকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব এবং জায়গার অভাবে একই ঘরে মানুষ ও গবাদিপশুর বসবাস;
- ❖ জলদস্যুর প্রভাবে পারিবারিক সম্পদ ও মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা;
- ❖ বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রবণতা;
- ❖ কমিউনিটি ও বাড়িঘর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত;
- ❖ জীববৈচিত্রের অপরিকল্পিত আহরণ ও ব্যবহার।

০৮

২০১৭ সালের এপ্রিলের আগাম বন্যায় হাওর অঞ্চলের ক্ষতির সংক্ষিপ্ত চিত্র

অসময়ে টানা বর্ষণ, উজানের পাহাড়ি ঢল ও বাঁধ ভেঙ্গে হাওর অঞ্চলে অস্বাভাবিক বন্যায় -

- ❖ ৭টি জেলার (সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) আওতাধীন ৬২টি উপজেলার ৪৫৯টি ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- ❖ প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- ❖ প্রায় ২ হাজার ৮৬০টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে এবং ১৫ হাজার ৩৪৫টি ঘরবাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- ❖ প্রায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪০ হেক্টর জমির ফসল (বিশেষ করে বোরো ধান) বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়;
- ❖ ২০টি উপজেলার ৪৬টি জলাশয়ের প্রায় ২১৪ মেট্রিকটন মৎস্যসম্পদ বিনষ্ট হয়।

(উৎস: দৈনিক কালের কণ্ঠ: ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ২০১৭)

০৯

এপ্রিল ২০১৭ এর বন্যার চিত্র

১০

এপ্রিল ২০১৭ এর বন্যার চিত্র

১১

এপ্রিল ২০১৭ এর বন্যার চিত্র

১২

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

<u>মূল ঋণ কার্যক্রমঃ</u>

- হাওর অঞ্চলে বর্তমানে কর্মরত পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা ১৪টি
  (পপি, ডিএসকে, পিদিম, পদক্ষেপ, এসএসএস, এনডেভার, টিএমএসএস, হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা, বাকশী উন্নয়ন সমিতি, এফআইভিডিবি, শতফুল সোসাইটি, শক্তি ফাউন্ডেশন, ইউ বাংলাদেশ ও সিসিডিবি)
- হাওরভুক্ত এলাকায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট সংগঠিত সদস্য সংখ্যা - প্রায় ১.৪৭ লক্ষ এবং মোট বিতরণকৃত ঋণ - প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা
- সদস্যরা সংস্থাসমূহের বুনিয়াদ, জাগরণ, অগ্রসর, সুফলন ইত্যাদি নানাবিধ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ পরিষেবার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে;
- উল্লেখ্য, বিগত এপ্রিল ২০১৭ মাসে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যায় পিকেএসএফ ৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে ২০.০০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করেছে;
- মূল ঋণ কার্যক্রমসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপজেলা সদরে হাওর-এর চারপাশের মূলভূমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রত্যন্ত হাওরবাসী এসকল পরিষেবা প্রাপ্তিতে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।
- ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, কার্যক্রম পরিচালনায় মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির কারণে প্রত্যন্ত হাওর এলাকায় এনজিওসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত তাদের কার্যক্রম বিস্তার করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না;

১৩

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি

- এ কর্মসূচির আওতায় প্রত্যন্ত হাওর এলাকার তৃণমূল সংগঠন 'কমিউনিটি বেইজ্‌ড অর্গানাইজেশন (CBO)' এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের স্বল্পব্যয়ী বিকল্প মডেল সৃষ্টি করে বিকল্প পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র হাওরবাসীর নিকট ঋণ পরিষেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।
- সহযোগী সংস্থা 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' LIFT কর্মসূচি হতে গৃহীত ঋণ সিবিও গুলোকে প্রদান করছে এবং সিবিও গুলো ঋণের অর্থ নমনীয় শর্তে সদস্য পর্যায়ে বিতরণ ও আদায় করছে।
- সিবিওগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রত্যন্ত হাওরে সংস্থার শাখার ন্যায় কাজ করছে।
- কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার প্রত্যন্ত হাওরে LIFT কর্মসূচির আওতায় এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ।
- উদ্যোগটির আওতায় এযাবৎ ৩০টি সিবিও এর মাধ্যমে ৯২৫টি স্বাবলম্বী দলের আওতায় প্রায় ২২,০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ৯৭.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১৪

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

LIFT কর্মসূচি

- উল্লেখ্য, এক পর্যায়ে পিকেএসএফ অর্থায়িত LIFT কর্মসূচি ও Concern Worldwide অর্থায়িত **'হীজল'** প্রকল্প যৌথভাবে হাওরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। Power and Participation Research Centre (PPRC) নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটিতে গবেষণা ও মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত থাকে। PPRC-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী,

➢ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত হাওরে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে;

➢ সদস্য খানাসমূহ বহুমুখী আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে তাদের পারিবারিক আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করতে পেরেছে;

➢ প্রত্যন্ত হাওড়ে উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে;

➢ নারীর ক্ষমতায়ন তথা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে;

➢ সিবিওগুলো ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় ও ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করছে।

- তবে, হাওরবাসীর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের আবশ্যকতা প্রতিফলিত হয়েছে।

১৫

কৃষি কাজ

মাছের ব্যবসা

হাঁস পালন

ক্ষুদ্র ব্যবসা

LIFT উদ্যোগভুক্ত আইজিএসমূহ

১৬

বসতবাড়িতে সবজি চাষ

কৃষি কাজ

গরু পালন

মাছ ধরা

LIFT উদ্যোগভুক্ত আইজিএসমূহ

১৭

সিবিও মিটিং

ফেরি ব্যবসা

ক্ষুদ্র ব্যবসা (পিঠা বানানো)

কৃষি কাজ

LIFT উদ্যোগভুক্ত আইজিএসমূহ

১৮

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

Skill for Employment Investment Program (SEIP)

❖ বাংলাদেশ সরকার, ADB ও Swiss Development Cooperation (SDC)-এর অর্থ সহায়তায় এ প্রকল্পে হবিগঞ্জের হাওরের দরিদ্র খানাসমূহ হতে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে নির্বাচিত প্রশিক্ষণ সেন্টারে তাদের যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী ইলেকট্রিক মেকানিক, মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

❖ হাওরাঞ্চলের দরিদ্র খানার ছেলেমেয়েদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

OBA Sanitation Microfinance Programme

❖ WB-এর অর্থ সহায়তায় এ প্রকল্পে সহযোগী সংস্থা 'আশা' ও 'হীড বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের হাওরাঞ্চলে সদস্য পর্যায়ে ১৩.৯৩ কোটি টাকা স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

❖ প্রকল্পের আওতায় উক্ত ঋণ ব্যবহার করে সদস্য পর্যায়ে ১,৪৫০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাওর এলাকার স্যানিটেশন উন্নয়নে উদ্যোগটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১৯

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

- IFAD - এর তহবিল সহায়তায় পরিচালিত এ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর, দিরাই ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা এবং মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার সদর উপজেলায় হাওরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য 'হাঁসের ডিম ও মাংস উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় হাওরাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস পালন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার টেকসই মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

- দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম আরও টেকসই করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি ও ক্রিড়া মনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করা জরুরি। হাওর এলাকার শিশু কিশোর তরুণসহ সকল প্রজন্মের সম্মিলন ঘটিয়ে তাদের মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানোর জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচি সহায়ক তহবিল

- পিকেএসএফ-এর এ তহবিলের আওতায় প্রতিবছর দরিদ্র সদস্য খানার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে হাওর এলাকায় বসবাসরত শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।
- উল্লেখ্য, এ তহবিলের আওতায় সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার হাওর এলাকায় অবস্থিত বহিঃপ্রতিষ্ঠান **বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী**-এর ২১ জন শিক্ষার্থীকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের আবাসিক সংকট নিরসনে আবাসিক হোস্টেল নির্মাণে অর্থায়ন করা হয়েছে।
- শাহ আবদুল করিম স্মৃতি যাদুঘর তৈরির জন্য ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২০

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

বিশেষায়িত সমন্বিত কার্যক্রম 'সমৃদ্ধি'

- হাওর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে **দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি-'সমৃদ্ধি'** নামক অপর একটি বিশেষ মানব মর্যাদা কেন্দ্রিক সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:
- পিকেএসএফ ৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে হাওর এলাকায় নিম্নলিখিত কর্মসূচি পরিচালনা করছে:

ক্রমিক নং	সহযোগী সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১.	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	মিঠামইন
২.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সুরমা
৩.	হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	পাঁচগাঁও

- এ কর্মসূচির আওতায় হাওর এলাকার সদস্যদের জন্য যে কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে (১) স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, (২) শিক্ষা কার্যক্রম, (৩) ভিক্ষুক পুনর্বাসন, (৪) বিশেষ সঞ্চয়, (৫) আইজিএ প্রশিক্ষণ, (৬) বসতবাড়িতে সবজি চাষ, (৭) যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, (৮) স্যানিটেশন, (৯) কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম, (১০) সমৃদ্ধি বাড়ি গড়া, (১১) বুনিয়াদি কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি
- এ কর্মসূচির আওতায় হাওরভুক্ত অঞ্চলের প্রায় ৬৫ হাজার সদস্য নানাবিধ সেবা গ্রহণ করেছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়-উপার্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

২১

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

২২

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ক্যাম্প

বসতবাড়িতে সবজি চাষ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

২৩

সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

কমিউনিটি ভিত্তিক সাঁকো নির্মাণ

বন্ধু চুলা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

২৪

সমৃদ্ধি বাড়ি

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

২৫

হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি

২৬

হাওর অঞ্চলে অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।
- BRAC, CNRS, Concern Worldwide, CSRI, এদের মধ্যে অন্যতম।
- এ প্রতিষ্ঠানগুলো হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসহ এ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

হাওর অঞ্চলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ

- হাওর অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো

(১) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, (২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, (৩) কৃষি মন্ত্রণালয়, (৪) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, (৫) খাদ্য মন্ত্রণালয়, (৬) দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, (৭) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, (৮) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, (৯) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (১০) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (১১) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, (১২) বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, (১৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইত্যাদি।

২৭

হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে করনীয়সমূহ

প্রধান করণীয়সমূহ

- হাওর এলাকায় সম্ভাবনাময়ী কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সে বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও অর্থ সহায়তা (নমনীয় শর্তে ঋণ/অনুদান) প্রদান করা;
- হাওরবাসীর টেকসই জীবিকায়নে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- হাওর অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের বাজারক্ষেত্র ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- হাওরবাসীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এছাড়া, শিশু, গর্ভবতী নারী ও কিশোরীদের বিশেষ পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ও অন্যান্য দুর্যোগের সাথে হাওরবাসীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া (জীবিকার বৈচিত্র্যায়ন, আপদকালীন জীবিকা সহায়তা, সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি ইত্যাদি);
- সামাজিক রীতি নীতি বজায় রাখার স্বার্থে নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং তা দরিদ্র নারীদের জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করা।
- হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' এর কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত করা;
- বর্ষা মৌসুমে প্রতিরক্ষা বাঁধের মাধ্যমে হাওরের গ্রাম/হাটিগুলোর ভাঙন রক্ষা করা; এছাড়া, বিদ্যমান বেড়িবাঁধসমূহ নিয়মিত সংস্কার করা।
- পিকেএসএফ-এর সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি' হাওর অঞ্চলে বিস্তৃত করা।

২৮

হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে করণীয়সমূহ (চলমান)

অন্যান্য করণীয়

- হাওর এলাকাবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম/হাটিভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- অধিক সংখ্যক submersible রাস্তা ও বর্ষাকালে চলাচলের সুবিধার্থে ছোট ছোট সাঁকো তৈরি করা;
- হাওর অঞ্চলে বর্ষাকালের জন্য ভাসমান স্কুল এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্কুল কালেন্ডার তৈরি করা;
- হাওরে ভাসমান হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করা;
- বেড়িবাঁধের বাইরে ও ভিতরের নদী ও খাল খননের উদ্যোগ নেয়া;
- হাওরভুক্ত নদী/জলাশয় লীজের পরিবর্তে উন্মুক্ত করা;
- হাওর অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে বিধায় হাওর-এর উন্নয়ন পরিকল্পনায় উক্ত সম্ভাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করা;
- হাওর অঞ্চলকে একটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অঞ্চল ও অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা;
- সর্বোপরি, হাওরের টেকসই উন্নয়নে হাওরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।

২৯

উপস্থাপনা ২ হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠির টেকসই উন্নয়নঃ সরকারি উদ্যোগ

০১

হাওর সম্মেলন-২০১৮

হাওরে বসবাসরত জনগোষ্ঠির টেকসই উন্নয়ন: সরকারি উদ্যোগ

ড. মো. রুহুল আমিন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

০২

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ''বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন।

- ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ''হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ইচ্ছায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ২৪শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করে।

০৩

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে মোট ১১৮টি অনুমোদিত পদের নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা/কর্মচারী, ২০১৭) বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

- বর্তমানে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ৫ জন।
- মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একজন অতিরিক্ত সচিব,

  পরিচালক হিসেবে দুইজন যুগ্ম-সচিব, একজন উপসচিব ও বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার ১জন কর্মকর্তা প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন।
- এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৯ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন।

০৪

অধিদপ্তরের প্রধান কাজ

১। দেশের হাওর অঞ্চলসহ নদ-নদী, খাল বিল ও অন্যান্য জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

২। জলাভূমি ও হাওর এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা।

৩। হাওর অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

৪। হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান, সমন্বয়ন সাধন, মনিটরিং ইত্যাদি।

৫। দেশের জলাভূমির উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন।

০৫

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে নদ-নদী তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dbhwd.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

২। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের সুরমা কুশিয়ারা নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dbhwd.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০৬

অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প (চলমান..)

৩। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts.

এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। বাসত্মবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০১৮। এ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৫%।

৪। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution.

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিরূপন করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাসত্মবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭(সমাপ্ত)।

০৭

অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প (চলমান..)

৫। Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৮।

০৮

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

- হাওর পরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/সংস্থা উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাসত্মবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- বাসত্মবায়নকাল ২০১২-২০৩২, ২০ বৎসর এবং
- প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪৩.০৫ কোটি টাকা।
- উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে হাওর অঞ্চলে ১৯ টি সংস্থা ৪৮টি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৯০.২৬ কোটি টাকা।

০৯

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব

ক্র. নং	উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১	পানি সম্পদ	৯	১৭৮৩.৭৪
২	কৃষি	২০	২০৩৮.৯৭
৩-৪	মৎস্য এবং মুক্তা চাষ	২২+১=২৩	৫০৪৪.২৩+১০০=৫১৪৪.২৩
৫	প্রাণিসম্পদ	১০	৭৬৬.৯৪
৬	বন সম্পদ	৬	২৪৬৫.০৪
৭	জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি	১০	১১৩০.০০
৮	যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৫	৫১৬২.৭৭
৯	পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন	২	১০৫০.০০

১০

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব (চলমান...)

ক্র. নং	উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১০	গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন	৯	৯১.০০
১১	শিক্ষা	৭	৭১৯.৭৫
১২	স্বাস্থ্য	১৬	১২০৩.৬৩
১৩	পর্যটন	১৩	৩৮.৯২
১৪	সামাজিক সেবা	৬	১৫৬.০০
১৫	শিল্প	৯	৭২৭.১৭
১৬	বিদ্যুৎ ও শক্তি	৪	৩৪০৯.৮৯
১৭	খনিজ সম্পদ	৩	২১৫৫.০০
	মোট	১৫৪	২৮০৪৩.৩০৫

১১

হাওর মহাপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প

ক্র. নং	গৃহীত প্রকল্প সমূহের সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১	বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫	৭৫.৫০
২	যৌথ নদী কমিশন	১	-
৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২	১৬৯৭.৪৫
৪	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৭	১০৮৫.১৯
৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২	১৯৫৬.৩৩
৬	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১	৬৬৪.৪৩
৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন	২	-
৮	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১	২৪৭.০

১২

ক্র. নং	গৃহীত প্রকল্প সমূহের সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
৯	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	১	১.০
১০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২	৬৪৫.৫৬
১১	বাংলাদেশ অভ্যন্ত. নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	২৪টি নৌপথ	-
১২	খাদ্য অধিদপ্তর	১.৫ লাখটন ধারণক্ষমতা	৪০০.৯১
১৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	১০	১১৫৮.৪৩
১৪	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৫	৩৬৪.৭৭
১৫	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বারি	১	৪৩.৯৩

ক্র. নং	গৃহীত প্রকল্প সমূহের সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১৬	ডিএই , বিএডিসি, ও কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	১	৭৪.৮৫
১৭	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	১	-
১৮	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১	১.৩৬
১৯	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২	৪৭৩.৫৫
	সর্বমোট	৪৮	৮৮৯০.২৬

বাহাজউঅ পক্ষ থেকে আহ্বান

১। হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সময়ের চাহিদার আলোকে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়না।

২। হাওরে যুগপযোগী কৃষি ব্যবস্থা গ্রহনা।

৩। হাওরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি রাস্তা তৈরী না করা। নির্মিত রাস্তায় যথেষ্ট সংখ্যক ব্রীজ কালভার্ট নির্মানা।

৪। শব্দ দূষনরোধে হাওরে ইঞ্জিনচালিত নৌকার পরিবর্তে ব্যাটারি চালিত নৌকা ব্যবহারা।

৫। প্রত্যেক সংস্থা নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত কার্যক্রম গ্রহন ও গৃহিত প্রকল্প সম্পর্কে বাহাজউকে অবহিত করণ।

ধন্যবাদ সকলকে

উপস্থাপনা ৩

Resilient Infrastructure and Livelihood for Flash Flood Prone Haor Areas of Bangladesh

০১

Haor Conference - 2018

Resilient Infrastructure and Livelihood for Flash Flood Prone *Haor* Areas of Bangladesh

18 March 2018

Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmad
Director, Environment and Climate Change, PKSF
Cell: 01552310099
Email: frsa1962@yahoo.co.uk

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

০২

০৩

Background-Setting the context

Geographical Context- Physical settings

- Haors are large bowl shaped floodplain depressions located in the north-eastern region of Bangladesh
- Low elevation of land and subjected to floods
- Unique hydro-ecological characteristics
- There are about 373 haors/wetlands
- Sunamganj, Habiganj, Netrakona, Kishoreganj, Sylhet, Maulvibazaar and Brahmanbaria

০৪

Background-Setting the context

Geographical Context- Physical settings

- Haors cover an area of about 858,000 ha which is around 43% of the total area of the region.
- It is a mosaic of wetland habitats including rivers, streams, canals, large areas of seasonally flooded cultivated plains, and beels.
- *Haors* are rich in aquatic bio-diversity, particularly in diverse fish species. There are 140 species of fish in the *haor* region, which is also home to thousands of migratory birds.

০৫

Background-Setting the context

Geographical Context- Climate

- Subtropical Monsoon climate prevails in the *haor* basins area
- The rainfall pattern of the upstream catchment has a great influence.
- Annual average rainfall in the *haor* districts are huge and found to have substantive variation over the area
- The mean annual rainfall varies between 3,600 mm and 7,800 mm in Sunamganj

০৬

Background-Setting the context

Climate change and flash floods- Projections

- Regional projections revealed that climate changes would strengthen monsoon circulation, increase in surface temperature, and increase the magnitude and frequency of extreme rainfall events.
- Significant increase in magnitudes and variability both rainfall and temperature
- Highest variability occurs during the pre-monsoon season when flash flood normally occurs.

০৭

Background-Setting the context

Climate change and flash floods- Projections

- The summer pre-monsoon rainfall over Surma-Kushiyara basin is expected to be 0.42 - 75% more in 2080s compared to the baseline (1971-2000) under global warming conditions.
- The projected change may be non-uniform over the *Haor* basin
- The rainy days are projected to be less frequent and more intense where the deeply flooded Haors are situated
- The haor region of Bangladesh is prone to flash flood caused due to unpredicted and excessive rainfall in Assam, Meghaloy and Tripura states of India.
- Flash flood has become unprecedented.

০৮

Background-Setting the context

Frequency of big floods increased

- In 2017, floods have occurred three times in different parts of the country.
  - the first one in March and April, 2017 which was severe flash flood,
  - the second one in July, 2017 and
  - the third one in August 2017.

০৯

Background-Setting the context

Impacts of Flash floods

- April flash flood cause severely damage to nearly 220000 hectors of crops, mostly to the ready-to-be harvested "boro" paddy crop in low-lying areas.
- This year (2017), flash flood affected approximately 850000 households
- Caused severe damage to food crops, housing and infrastructure, including bridges and roads
- Over 20 million people at haor region and river basin areas are facing severe food deficit this year (2017-18).
- The most affected districts were Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj, Habiganj, Netrokona and Kishoreganj

১০

Background- Vulnerability Context

- The haor region is mostly inhabited by poor and disadvantaged groups lacking access to basic services.
- The settlement area situated in low lying land is characterized by water logging
- Wave erosion or *Afal* is one of the major threats to the *haor* settlements.
- Most of the tube wells are submerged during monsoon and flood periods, creating scarcity of drinking water and threatening the health of the haor community

১১

Background- Vulnerability Context

- Lack of appropriate sanitation facilities in flood-prone areas particularly during the flood period is the main factor contributing to health problems and severe environmental degradation.
- Early flash flood is occurring frequently and damaged only one standing crop i.e. Boro paddy
- The damage to crop occurs in such a time when all investment for growing crop is completed
- The farmers could not adjust the time of paddy plantation with occurrence of flash flood

১২

Background- Vulnerability Context

- Vulnerabilities of the haor people to climate change
  - Shelter/housing i.e. *hati*

    Source of income/livelihood

১৩

Goal and Objective

Goal

The overall goal of the project is to *enhance adaptive capacity of the climate vulnerable community in north-eastern haor areas of Bangladesh.*

Objectives-

- To protect homesteads and villages from flash flood.
- To promote flood resilient agriculture and livelihood for targeted community people particularly women.
- To facilitate and promote flood resilient WASH system

১৪

Goal and Objective

Goal

The overall goal of the project is to *enhance adaptive capacity of the climate vulnerable community in north-eastern haor areas of Bangladesh.*

Objectives-

- To protect homesteads and villages from flash flood.
- To promote flood resilient agriculture and livelihood for targeted community people particularly women.
- To facilitate and promote flood resilient WASH system

১৫

Proposed project area

- Selection Criteria
  - Existence of Haor
  - Poverty density

১৬

Proposed project area

১৭

Proposed project area

District	Upazila
Sylhet	Gowainghat, Jaintapur, Companiganj, Kanaighat, Zak ganj, Bakshi Bazar, Fenchuganj, Balaganj
Sunamganj	Jamalganj, Dharma Pasha, Tahirpur, Shalla, Daxin Sunamganj, Dirai, Jagannathpur, Sunamganj Sadar, Dowarabazar, Bishwambarpur, Chatak
Habiganj	Ajmiriganj, Baniachang, Bahubal, Habiganj Sadar, Lakhai
Netrokona	Kendua, Madan, Atpara, Mohonganj, Barohatta, Khalijuri, Komolkanda
Kishoreganj	Itna, Mithamoeen, Austogram, Nikli, Bajitpur, Pakundia, Tarail, Kuliarchar
Moulvi Bazar	Sreemongol, Moulvi Bazar Sadar, Jar, Kulaura, Rajnagar
Brahmanbaria	Brahmanbaria Sadar, Sarail, Nasirnagar

১৮

Expected Impacts

Impacts- flood (flash) resilient community development at project areas.

Indicators-

- 30% Settlements and community infrastructure are protected from wave erosion and flash floods
- Climate adaptive employment increased by 70%;
- Improved quality of health by 70%

Expected outcomes

Outcome- 1 Climate resilient settlement and community infrastructure develcped.

Indicators-

- Number of villages reduced flash flood and Afal induced erosion
- % of farmers reduced post-harvesting loss of crops
- Improved drainage condition

Expected outcomes

Outcome- 2: Climate-adaptive livelihood developed and practiced by targeted HHs/community.

Indicators-

– 75% community people (targeted) reduced climate change related impacts on their livelihood option.

Average income increased by 50%.

– Women's employment increased by 30%

Expected outcomes

Outcome- 3 Water-borne disease reduced by ...%

Indicators-

- Increased access to safe drinking water by ....%
- Increased access to climate resilient sanitation system by .....%
- Increased access to primary health care services by .....%

Proposed Activities

Activities under outcome 1:

Climate resilient settlement and community infrastructure developed

- Extension of village area and construction of village protection wall
- Construction of crop-drying areas
- Plantation of suitable tree species along villages
- Construction of culverts
- Re-excavate canals for improving drainage

Proposed Activities

Activities under outcome 2:

Climate-adaptive livelihood developed and practiced by targeted HHs/community

- Promote improved management of cow fattening for dry season
- Promote diversification of stress tolerant crops
- Promote improved management of duck rearing
- Cage fish aquaculture
- Fish sanctuary development and management
- Introduce pearl culture

Proposed Activities

Activities under Outcome 3:

Water-borne disease reduced by ...%

- Install tube wells for safe drinking water
- Construct climate-resilient sanitary latrines at household levels
- Construction or facilitation of sanitary latrine at public places.

Proposed Activities

Activities under Outcome 4:

Enhanced capacity and knowledge of communities and institutions

- Baseline survey
- Participatory vulnerability assessment
- Capacity building training
- Develop necessary tools and guidelines
- Conduct result based monitoring (RBM) studies
- Project evaluation
- Workshops/seminars
- Different publications

Activity Budget

Activity	Unit	Total Unit	Unit cost
Outcome 1: Climate resilient settlement			
Construction of village protection wall	Km	35	60000000
Extension of villages	No	10	900000
Establish green wall round the village/hati	Km	30	500000
Construction of community based crop threshing and drying areas	No	15	900000
Reexcavation of canals	km	20	10000000
Construction of culverts/cross dam	no.	50	3000000

Activity Budget

Activity	Unit	Total Unit	Unit cost (BDT)
Outcome 2: Climate Adaptive Livelihood			
Promote improved management of cow fattening	No	5000	40000
Promote diversification of stress tolerant crops	No	3000	5000
Promote improved management of duck rearing	No	5000	11500
Cage fish culture	No	2000	30000
Fish sanctuary development and management	No.	100	500000
Introduce pearl culture	No	100	50000
Advocacy with government on access to water resources for the poor	meetings/workshop	8	150000

Activity Budget

Activity	Unit	Total Unit	Unit cost (BDT)
Outcome 3: Water-borne disease reduced			
Installation of tube-wells for drinking water	No	2500	80000
Construct climate-resilient sanitary latrines at household level	No	2500	20000
Construct sanitary latrine at public places	No.	100	150000

Activity Budget

Activity	Unit	Total Unit	Unit cost
Outcome 4: Enhanced capacity and knowledge			
Selection and profiling of beneficaries	Lumsum	200000	50
Baseline survey	Lumsum	1	2500000
Project launching and completion ceremony	No	2	2000000
Training to PIPs staffs	Batch	25	200000
Training to project participants on different intervention	No	17100	1000
Develop operational policy and guideline	No	12	200000
Workshops, seminar etc.	No	20	100000
Mid term and final evaluation	No	2	2500000

Activity Budget

Activity	Unit	Total Unit	Unit cost
Outcome 4: Enhanced capacity and knowledge			
Capacity building and exposure visit of PMU and PIP	Lump sum	35	50000
Project completion report	No.	1	300000
Result based monitoring	No.	10	500000
Web development and management	Lump sum	1	1000000
GIS based monitoring	Lump sum	1	1000000
External audit	No.	5	500000
Project monitoring and supervision	Year	5	500000

উপস্থাপনা ৪ Concern's Experience in Sustainable Development in the Haor Region

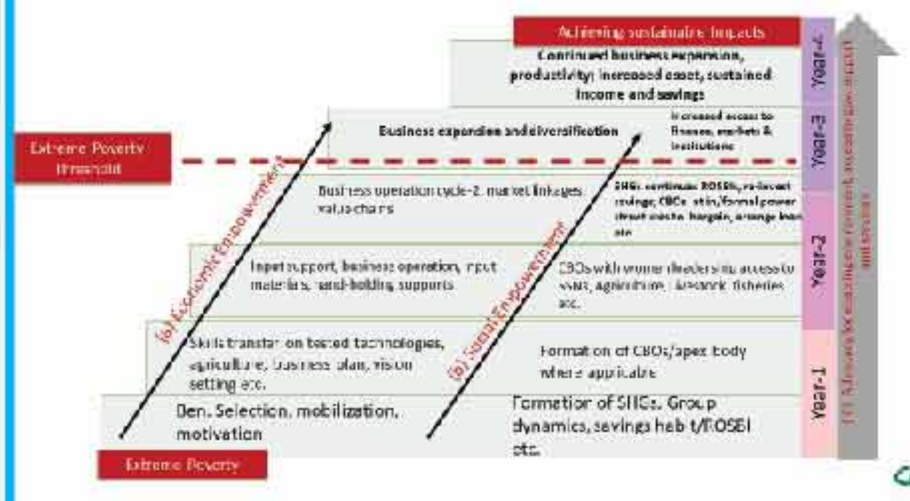

০৭
Concern's Pathways to Sustainable Impact
Achieving sustainable impacts
Continued business expansion, productivity, increased asset, sustained income and savings
Business expansion and diversification
Increased access to finance, markets & institutions
Extreme Poverty threshold
Business operation cycle-2, market linkages value chains
Input support, business operation, input materials, asset-building supports
CBOs with women leadership, access to ... agriculture, livestock, fisheries etc.
Skills transfer on tested technologies, agriculture, business plan, vision setting etc.
Formation of CBOs/apex body where applicable
Iden. Selection, mobilization, motivation
Formation of SHGs. Group dynamics, savings habit/ROSEI etc.
(a) Economic Empowerment
(b) Social Empowerment
Year-1
Year-2
Year-3
Year-4
Extreme Poverty
CONCERN worldwide

০৮
Proven interventions - Learnings from Recent Programs
Interventions
Micro Level
Holistic development plan for individual BHHs
Business approach > plans for expansion and diversification
Simplified, paperless savings & investment management mechanisms
Haor friendly, climate adaptive interventions e.g. tested cropping patterns, early maturing varieties etc.
Demand driven production, market linkage, value chains
Empowering groups > access to govt. services/social capital
Prevention of income erosion
Financial inclusion
Meso Levels
Engagement/advocacy with LEDs govt. departments at UZ, district levels
Macro
Advocacy at national level for policy influence working with APPG, HAP etc.
CONCERN

০৯
Advocacy at National Level
2nd National Haor Convention 2012
Hon. Speaker, Minister of Finance and other Policy Makers agree on implementing Haor Master Plan

১০
Advocacy at National level
National Budget Allocation for Haor
Policy Dialogue on Budget Allocation for Haor
Lobby Meetings
worldwide

১১
Advocacy at National Level
Haor Development Master Plan
Special budget for Haor Continually Allocated with 50 Crore from 2013. In FY 2017-2018, 200 crore allocated for Haor and Char

১২
Advocacy at National Level
All Party Parliamentary Group (APPG) on Haor Livelihood established at the National Parliament on 11 October, 2012
APPG on Haor work to bring Haor issues in policy makers attention
NEGLECTED HAOR LIVELIHOODS
CONCERN worldwide

১৩

Policy maker's workshop on Haor poverty and 7th SYP, 2015

National dialogue on 7th SYP and Haor development, 2015

১৪

Key Challenges and recommendations...

Key Challenges and thought for the future ...

1. Increased degradation in the bio-diversity and echo-systems due to adverse consequence of climate change
2. Intrusion of sand from hundreds of unplanned mining in Meghalaya is leaving thousands of hectors of lands barren and filling up the Haor basin
3. Untimely maintenance of embankments by relevant authorities
4. GO-NGO coordination

CONCERN worldwide

১৫

Recommendations..

1. Formulation of a localized strategy for achieving SDG targets with particular attention to SDG 14 and 15, engaging relevant CSOs, Researchers, Think tanks and Policy Makers.
2. Further empowerment of the Dept. of Haor and Wetland Dev.
3. Effective implementation of Haor Master plan in phases.
4. Continued advocacy at national and regional level to influence policy makers.

CONCERN worldwide

১৬

Thank You

০১

Life and Livelihood Sustainability in Haor

K A M Morshed
BRAC
18 March 2018, Sunamganj

brac www.brac.net

০২

Comparative Scenario

Haor Districts vs National

	National	Haor
Poverty Rate	31%	29.56% (including Sylhet District)
Literacy Rate	57.9%	51%
Child Mortality	38	76
Mother Mortality	170	
Seasonal Crop	Two/Three	Single

০৩

brac www.brac.net

০৪

What is holding back? (cont.)

- Unavailability of basic services
- Extreme poverty/ Limited income generating activities
- Disaster prone region
- Communication and geographical position

brac www.brac.net

০৫

brac www.brac.net

০৬

IDP PROGRAMME

- **IDP combined all BRAC's services into a holistic approach covering more than 70% of the total population living in Haor whereas it was less than 10% before IDP launched**
- **10 components available under one umbrella**
- **Single front line staff ensuring comprehensive need-based support for the community**
- **Introduce and implementing innovative intervention like Boat school, Ferry Boat, Hydroponic grass, Community latrine, Delivery Boat, etc.**

brac www.brac.net

০৭

Success

IDP is covering 75% of total populations through holistic approach

- More than 50% of participants having access to financial support
- Increased sanitation coverage up to 75%
- Increased sustainable alternative income opportunities for the community people
- Significant behavioral change found in vegetable cultivation for consumption and IGA
- 99.91% passed in last PECE Exam (60% of them category A)
- Empowering women by ensuring their leadership in Village Development Organisation and local power structure
- Ensuring basic health support for more than 90% mother and Children living in IDP covered area

০৮

POTENTIALS

- Potential place for eco-tourism
- Duck value chain
- Ample fresh and dry-fishes are available

০৯

How can we turn your Attention into Action?

১০

How can we turn your Attention into Action? (cont.)

- Translating public demand into political will
- Creating enabling environment for LED
- Harvesting shared knowledge and find solution for alternative livelihood options and innovation- handloom industry/Ecotourism/Hovercraft based farming system

Also-

- Open access to fish in *Jalmahal*s
- Introduce early warning mechanism
- Ensure proper management & maintenance of embankments
- Introduce sustainable & alternative IGA
- Reschedule academic calendar for the students
- Engage community people in local infrastructural development

০১

স্বাগতম

হাওড় অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন :
উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

উপস্থাপনায়

ইকবাল আহাম্মদ

নির্বাহী পরিচালক

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

০২

ভূমিকা

- পদক্ষেপ ২০০১ সালে সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে পিকেএসএফ -এর সহায়তায় অতি দরিদ্র মানুষের জন্য **Hard-to-reach** ঋণ কার্যক্রম শুরু করে;
- পরবর্তীতে ২০০৬ সালে **Concern Worldwide** এর সহযোগিতায় **Deep Haor** অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারন করা হয়;
- ২০১০ সালে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় হাওড় অঞ্চলে বসবাসরত অতি দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষ ধরণের আর্থিক সহায়তা সেবা প্রদানের জন্য **CBO** ভিত্তিক **Innovative Financial Inclusion** কার্যক্রম শুরু করা হয় যা বর্তমানে চলমান আছে।

০৩

হাওড় অঞ্চলের মৌলিক তথ্যসমূহ

- মোট জেলা: ৭টি সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, বি.বাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার;
- মোট উপজেলা: ৬২ টি;
- হাওড়ের এলাকার মোট আয়তন: ৮,৫৮০ বর্গকিলোমিটার (প্রায়);
- হাওড়ের এলাকার মোট জনসংখ্যা: প্রায় ২.০ কোটি;
- হাওড় অঞ্চলে গড়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জনের বেশী।

তথ্যসুত্র: 'হাওড় মাস্টার প্ল্যান-২০১২'

০৪

Deep হাওড় এলাকাসমূহ

০৫

Deep হাওড় এলাকাসমূহ

০৬

হাওড় অঞ্চলে কর্মরত পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থাসমূহ

১. পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২. পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
৩. সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
৪. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
৫. টিএমএসএস
৬. দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৭. পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
৮. এফআইভিডিবি
৯. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স
১০. শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ইনফরমেশন এডুকেশন
১১. হীড বাংলাদেশ
১২. হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১৩. এনডেভার
১৪. পাতাকুড়ি সোসাইটি

০৭

হাওড় অঞ্চলে পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থাসমূহের চলমান কার্যক্রমসমূহ:

আর্থিক কার্যক্রম:

১. কমিউনিটি ভিত্তিক (সিবিও) বিকল্প সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম;

২. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম;

৩. রেমিটেন্স কার্যক্রম;

অ-আর্থিক কার্যক্রম:

১. বিশেষায়িত সমন্বিত কার্যক্রম "সমৃদ্ধি"। সমৃদ্ধির আওতায় কার্যক্রমসমূহ- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা কার্যক্রম, কমিউনিটি উন্নয়ন, স্যানিটেশন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বিশেষ সঞ্চয়, বসতবাড়ীতে সবজি চাষ, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, সমৃদ্ধ বাড়ী গড়ে তোলা, সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন ইত্যাদি;

২. সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

০৮

প্রধান প্রধান ঋণ বিতরণের খাত সমূহ

- টেকসই আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান;
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান;
- সম্পদ সৃষ্টি ঋণ প্রদান;
- সুদমুক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ;

০৯

হাওড় অঞ্চলে পদক্ষেপ কর্তৃক বিকল্প ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও অভিজ্ঞতাসমূহ

PKSF এর আর্থিক সহায়তায় **Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)** কর্মসূচির আওতায়-

- ২০০৬ সাল হতে এ পর্যন্ত ৩০টি **CBO** কে সক্ষম করে গড়ে তোলা হয়েছে;
- প্রত্যেক **CBO** এর আওতায় ১৫-২৫ দরিদ্র মহিলা সদস্য নিয়ে ২৫-৪০ টি স্বাবলম্বী দল (**SHG**) গঠন করা হয়;
- নির্বাচনের মাধ্যমে **CBO** এর কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়;
- **CBO** এর কার্যক্রম নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়;
- জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে **CBO**—র নিবন্ধন নেয়া হয়;
- প্রত্যেক **CBO**—র ব্যাংক হিসাব খোলা হয়;
- এ পর্যন্ত ৯২৫টি স্বাবলম্বী দলের আওতায় প্রায় ২২,০০০ জন অতি দরিদ্র সদস্যের মাঝে প্রায় ৯৮.০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১০

হাওড় অঞ্চলের গরীব মানুষের ক্ষুদ্রঋণ ও ব্যাংক ঋণসহ উন্নয়ন কার্যক্রমের অপর্যাপ্ততার প্রধান কারণসমূহ:

- যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ বিশেষ করে **Deep Haor** অঞ্চলে কাজ করার জন্য;
- কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয় অত্যন্ত বেশী;
- প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুযোগে হাওড় অঞ্চল কমবেশী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া;
- তথ্য প্রযুক্তির তথ্যের অভাব ও ব্যবহার সীমিত;
- সদস্যরা একাধিক ঋণ নেয় এবং কোন কারণে বকেয়াগ্রস্থ হলে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়;
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সীমিত;
- কর্মী /কর্মকর্তা **Drop-out Rate** বেশী।

১১

হাওড় অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ এর বিশেষায়িত কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি'-এর প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম- স্বাস্থ্য-ক্যাম্প, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, চক্ষুশিবির, স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ ইত্যাদি;
- শিক্ষা কার্যক্রম;
- কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম;
- স্যানিটেশন কার্যক্রম;
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- বসতবাড়ীতে সবজি চাষ;
- ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম;
- বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম;
- সমৃদ্ধ বাড়ী গড়ে তোলা;
- সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রম;
- যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান;
- বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন।

১২

স্বাবলম্বী দলের সভা

সিবিও-র সভা

হাঁস পালন

গাভী পালন

বিকল্প পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের চিত্র

১৩

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় শিশুর ওজন মাপা হচ্ছে

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় রোগীর চোখ পরীক্ষা করা হচ্ছে

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান

পিকেএসএফ কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

13

১৪

কমিউনিটি ভিত্তিক বাঁশের সাঁকো নির্মাণ

কমিউনিটি ভিত্তিক অগভীর টিউবওয়েল স্থাপন

সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় মতবিনিময় সভা

সুরমা ইউনিয়নকে বাল্য বিবাহমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

14

১৫

সুরমা ইউনিয়নে গড়ে তোলা সমৃদ্ধ বাড়ীতে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের মেলা পরিদর্শন

মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ভিক্ষুক পুনর্বাসনের চেক বিতরণ

কৃষি কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

15

১৬

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের জন্য পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থাসমূহের গৃহীত সহায়তামূলক কার্যক্রমসমূহ:

- বন্যা দুর্গত এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা হয়;
- সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়েছে;
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পরিবারসমূহকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে;
- পিকেএসএফ এর সহায়তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদেরকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় জন মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- সার্বিকভাবে উপরোক্ত সহায়তাসমূহ দেয়ার ফলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যগণ বন্যাপরবর্তী পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।

16

১৭

সার্বিকভাবে কার্যক্রমের ফলাফল

- আর্থিক সহায়তার কারণে জীবনযাত্রার জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে;
- সদস্যদের সঞ্চয় করার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ঋণের টাকার ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সদস্যদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বাল্য বিবাহসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যগণ সফলভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।

17

১৮

হাওড় অঞ্চলের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- পাহাড়ী ঢল/আকস্মিক বন্যায় হাওড়ের ফসল তলিয়ে যাওয়া;
- এক ফসলী জমি;
- জমির ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষার জন্য আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত না করা;
- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা;
- কমিউনিটি এবং বাড়ীঘর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত;
- বর্ষাকালে পানির ঢেউয়ের কারণে বসবাসরত জনগোষ্ঠির বাড়ীঘরের ভাঙ্গন;
- দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়;
- কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, মৌসুম ভিত্তিক বেকারত্ব এবং বর্ষাকালে কাজের সন্ধানে এলাকা ত্যাগ;
- মহাজনী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা;
- মৌলিক সেবাসমূহ যেমন- চিকিৎসা সেবা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার ও শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

18

১৯

হাওড় অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে করণীয়সমূহ

- পিকেএসএফ এর **PRIME** প্রকল্প এর আলোকে সমন্বিত হাওড় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- হাওর অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পদ্ধতি **Deep Haor** অঞ্চলে চলমান রাখা;
- পিকেএসএফ এর কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের একটা অংশ (১০%-১৫%) **Deep Haor** অঞ্চলে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা;
- **Deep Haor** অঞ্চলের জন্য একটি ব্যাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পৃথক দীর্ঘ মেয়াদী টেকসহি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা শক্তিশালী করা ;
- উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- পিকেএসএফ এর সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি 'সমৃদ্ধি'-র কার্যক্রম হাওড় অঞ্চলে ১০%-১৫% সম্প্রসারণ করা;
- সর্বোপরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রসমূহ যেমন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্ম-সংস্থান, অবকাঠামো ইত্যাদি চিহ্নিত করে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা এবং এক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর সহযতা অব্যাহত রাখা।

19

২০

ধন্যবাদ সবাইকে

20

Notes

হাওরের অপার অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি বর্ষপঞ্জির শোভা বর্ধন করে। সেই শোভায় নান্দনিক হয়ে ওঠে কত শত নাগরিক গৃহকোণ। সচেতনভাবে আমরা ভাবি না, হাওরের ওই মিঠা জলেও মিশে থাকে হাজারো মানুষের নোনা অশ্রু। হাওর অঞ্চল যেন আলাদা এক বাংলাদেশ। মূলস্রোতের জনপদের সঙ্গে তার যেন এক ধরনের বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। আর শতাব্দীর চালচিত্রে তা পেয়েছে এক অনিবার্য রূপ। প্রকৃতি যেখানে তার লীলাখেলায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে দিয়েছে এমন এক স্বতন্ত্র পরিচয়, যেখানে জলরাশির উদ্দাম যৌবন ফিরে আসে বরষার সমাগত সান্নিধ্যে, আবার তা শুকনো মৌসুমে পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্যতর এক ভূগোলে, তার এই ভিন্নধর্মী রূপ-কথার প্রভাবে ওই জনপদের মানুষকে যে এক উপায়হীন বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে, সেই অনাদি কাহিনীর কুশীলবদের জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের সমবেদনা থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীর নৈকট্য বোধ করি সঘন হয়ে ওঠার অবকাশ বেশ সীমিত।

কাব্যিকতার এমন শব্দপ্রবাহে হাওর জগতকে বেশ শ্রুতিমধুর করে তোলা যায়। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা, অন্যসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমনভাবে শিকড় থেকে আকাশমুখী বৃক্ষ হয়ে ওঠে, হাওরবাসীদেরও তো হাত বাড়াতে ইচ্ছে করে অমন ভুবনে পদার্পণ করতে। বৃহত্তর হাওরের জনগোষ্ঠীর জন্য সেই আশা মিলিয়ে যায় ছলনার আবরণে। অথচ এই হাওর, এই প্রায়-দিগন্ত-ছোঁয়া জলরাশির ভেতরেই আছে তাদের সম্পদ। উপনিবেশবাদীরা যে নিপুণ কৌশলে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বিছিয়ে দিয়েছিল বৈষয়িক লোভের ফাঁদ, প্রায় তারই অনুরূপ প্রক্রিয়ায় স্বদেশীরাও লুণ্ঠন করে নেয় হাওরবাসীদের সম্পদ। প্রকৃতির অকৃপণ দানে একদিকে যেমন গড়ে ওঠে সেই সম্পদ, তেমনি তারই খেয়ালিপনায় ভেসে যায় তাদের আবাস, সোনালী ধানের ক্ষেত, ভেঙে যায় তরী, ছিঁড়ে যায় জাল। আধুনিক বণিকের দল তাদের দৃষ্টিপথে এঁকে দেয় মুক্তির রেখা, মরীচিকার আলপনায়। তাই হাওরবাসীদের জীবনের কাহিনী শুধু পুনরাবৃত্ত হয়, পরিবর্তিত হয় না।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪, ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org